Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 11-05-2026 09:12 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২৭ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। সোমবার ১১ মে ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৮২ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

মাতৃদিবসে মায়ের রান্না খেলেন শুভেন্দু

মানস দাস ● নয়া জামানা

বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর প্রথম মাতৃদিবসেই এক অন্য আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী থাকল পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির শান্তিকুঞ্জ।রাজ্যের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়া মেজো ছেলে শুভেন্দু অধিকারী বাড়ি ফিরতেই মা গায়ত্রী অধিকারী নিজের হাতে রান্না করলেন তাঁর প্রিয় সব পদ। রাজনৈতিক ব্যস্ততার মাঝেও রবিবার দুপুরটা যেন একেবারে পারিবারিক উষ্ণতায় ভরে উঠল।শনিবার কলকাতার ব্রিগেডে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর গভীর রাতে কাঁথির বাড়িতে পৌঁছন শুভেন্দু। সকাল থেকেই নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে বাড়ির সামনে ছিল মানুষের ঢল। দলীয় কর্মী-সমর্থক থেকে সাধারণ মানুষ সকলের উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে শান্তিকুঞ্জ।তবে এই ব্যস্ততার মধ্যেও ছেলের পছন্দের খাবার রান্না করতে ভোলেননি মা গায়ত্রী দেবী।বিশ্ব মাতৃদিবসে ছেলের জন্য বিশেষ মেনু সাজিয়েছিলেন তিনি। দুপুরের খাবারে ছিল গরম ভাত, দু'রকমের তরকারি, এঁচোড় চিংড়ি, ইলিশ ভাপা এবং মুরগির মাংস। পরিবারের ঘনিষ্ঠদের কথায়,ইলিশ মাছ শুভেন্দুর অত্যন্ত প্রিয়।তাই মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বাড়িতে প্রথম মধ্যাহ্নভোজে সেই পদ না থাকলে যেন আয়োজনই অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তবে ছেলের প্রিয় সব রান্না হলেও একটি বিষয়ে কড়া নজর ছিল মায়ের। শুভেন্দুর পাতে এদিন দই বা মিষ্টি রাখেননি গায়ত্রী দেবী। তাঁর কথায়,এখন ওর কাঁধে গোটা বাংলার দায়িত্ব। সুস্থ থাকাটা সবচেয়ে জরুরি। মায়ের এই যত্ন আর ভালোবাসাই যেন মাতৃদিবসের আসল ছবি হয়ে উঠেছে। উল্লেখ্য, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয়ের পর প্রথমবার বাংলায় সরকার গঠন করেছে বিজেপি। শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আনুষ্ঠানিকভাবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন। তারপর থেকেই অধিকারী পরিবারের বাড়িতে উৎসবের আবহ। মায়ের হাতের রান্না খেয়ে বিকেলের দিকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার নবান্নে রয়েছে নতুন সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক। রাজনৈতিক দায়িত্বের কঠিন অধ্যায়ের শুরু হলেও মাতৃদিবসে মায়ের স্নেহমাখা দুপুর যেন শুভেন্দুর কাছে বাড়তি শক্তির উৎস হয়ে রইল।

আজই নবান্নে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গত ৯ মে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে একের পর এক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আজই নবান্নে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে, যা নিয়ে প্রশাসনিক মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।আজ সকাল থেকেই নবান্নে শুরু হবে একাধিক বৈঠক;সকাল সাড়ে ১১টায় নবান্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক। সকাল ১১টার মধ্যেই সব মন্ত্রীকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরই বিভিন্ন দফতরের সচিব ও উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা।বিকেলে জেলা শাসকদের নিয়ে পৃথক পর্যালোচনা বৈঠক।সন্ধ্যা ৫টায় পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের;এসপি, কমিশনার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।শনিবারই উপদেষ্টা পদে নির্বাচনী পর্যবেক্ষক ও আমলা সুব্রত গুপ্তকে নিয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় দুইজন তরুণ আইএএস আধিকারিককে যুগ্ম সচিব পদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।এছাড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলা শাসক শান্তনু বালা,কে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি ২০১৭ ব্যাচের পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের আইএএস আধিকারিক। পূর্বে তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অতিরিক্ত জেলা শাসকের দায়িত্বে ছিলেন।স্বরাষ্ট্র দফতরে বদলির নির্দেশসংস্কার দফতরের তরফে একাধিক পোস্টিং বদলির নির্দেশও জারি হয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-র আমলে স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরে কর্মরত প্রতাপ কুমার নায়েককে দার্জিলিং জেলায় বদলি করা হয়েছে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, তাঁকে বিজনবাড়ির পালবাজার ডেভেলপমেন্ট ব্লক অফিসে দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে। তবে তাঁর বেতন সংশ্লিষ্ট দফতর থেকেই বহাল থাকবে।

কুর্সিরও পালাবদল !

নয়া জামানা ঃ ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে বদলে গেল বিধানসভার কুর্সিও।এতদিন যে সাদা মখমলি কাঠের চেয়ারে বসে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ করতেন সেই চেয়ারেই বসতে রাজি নন নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। তাই বিধানসভায় আনা হচ্ছে নতুন চেয়ার।সূত্রের খবর, পুরনো সেই সাদা চেয়ার সরিয়ে রাখা হয়েছে বিরোধী দলের ঘরে। এবার সেখানে বসবেন তৃণমূল-সহ বিরোধী বিধায়করা। ফলে শুধু ক্ষমতার কুর্সিই নয়, কুর্সির ঠিকানাও বদলে গেল বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলে। সোমবার থেকে বিধানসভা থেকেই প্রশাসনিক কাজ শুরু করবেন শুভেন্দু অধিকারী।

স্বস্তির নিশ্বাস শিবপুরে

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের প্রশাসনিক কেন্দ্র আবার ফিরছে মহাকরণে। ফলে নবান্ন ঘিরে দীর্ঘদিনের কড়া নিরাপত্তা ও ব্যারিকেড সংস্কৃতি থেকে মুক্তির আশায় উচ্ছ্বসিত শিবপুরবাসী। স্থানীয়দের অভিযোগ, নবান্নে ভিভিআইপি যাতায়াতের কারণে প্রায়ই রাস্তা বন্ধ থাকত দুর্ভোগে পড়তেন স্কুলপড়ুয়া থেকে অফিসযাত্রীরা। নিরাপত্তার জেরে নানা বিধিনিষেধও ছিল এলাকায়। এবার প্রশাসনিক দপ্তর সরে যাওয়ার খবরে খুশি ব্যবসায়ী, টোটোচালক ও সাধারণ মানুষ। তাদের আশা, খুব শিগগিরই শিবপুর আবার ফিরে পাবে তার পুরনো স্বাভাবিক ছন্দ।

চিনার পার্ক ছেড়ে 'সৌজন্যে' শুভেন্দু

নয়া জামানা ঃ বিরোধী দলনেতা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বদলে যাচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীর কলকাতার ঠিকানাও। এতদিন শহরে এলে চিনার পার্কের ফ্ল্যাটেই থাকতেন তিনি। তবে এবার আলিপুরের ভিভিআইপি আবাসন 'সৌজন্য'ই হতে চলেছে তাঁর নতুন ঠিকানা। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০১৮ সালে এই ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির 'শান্তিকুঞ্জ' থেকেই শুরু শুভেন্দুর রাজনৈতিক পথচলা আর এবার প্রশাসনের শীর্ষে উঠে কলকাতায়ও পাচ্ছেন নতুন ঠিকানা।ইতিমধ্যেই সেখানে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি।

র‍্যাম্প থেকে মহাকরণে 'জেদি' অগ্নিমিত্রা

সিতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা ঃ ফ্যাশন র‍্যাম্পের ঝলকানি ছেড়ে রাজনীতির কাঁটায় ভরা পথে হাঁটা সহজ ছিল না। তবু জেদ, আত্মবিশ্বাস আর লড়াইয়ের জোরে আজ বাংলার প্রশাসনের অন্যতম মুখ অগ্নিমিত্রা পাল। আসানসোল দক্ষিণ থেকে দ্বিতীয়বার জয়ী হয়ে এবার রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভায় জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। আর তাতেই উচ্ছ্বাসে ভাসছে শিল্পাঞ্চল থেকে দুর্গাপুরের গোপালমাঠ।

একসময় টলিউড-বলিউডের পরিচিত ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবেই পরিচিত ছিলেন অগ্নিমিত্রা। তাঁর ডিজাইনে মুগ্ধ হয়েছেন প্রয়াত অভিনেত্রী শ্রীদেবী-ও। কিন্তু গ্ল্যামারের দুনিয়া ছেড়ে তিনি বেছে নেন রাজনীতির কঠিন ময়দান। সেই সিদ্ধান্তই আজ তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে মহাকরণের দরজায়।১৯৭৪ সালের ২৫ নভেম্বর আসানসোলে জন্ম অগ্নিমিত্রার। বাবা ডঃ অশোক রায় ছিলেন বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ।ছোট থেকেই মানুষের পাশে থাকার শিক্ষা পেয়েছিলেন পরিবার থেকেই। লরেটো কনভেন্টে পড়াশোনার পর উদ্ভিদবিদ্যায় স্নাতক হন।পরে ফ্যাশন ডিজাইনিং ও এমবিএ ডিগ্রিও অর্জন করেন।রাজনীতিতে তাঁর পথচলা খুব পুরনো নয়। অভিজ্ঞতাও ছিল না। কিন্তু ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র সঙ্গে কাজ করার স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন নিয়েই বিজেপিতে যোগ দেন। ধীরে ধীরে সাংগঠনিক রাজনীতির পাঠ নেন শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদারের-দের কাছ থেকে।শনিবার ব্রিগেডে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর অগ্নিমিত্রার গলায় ছিল আবেগ। তাঁর কথায়, মোদিজি আমাকে নামে চেনেন, এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কিছু হতে পারে না।রবিবার কালীঘাট ও নকুলেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে তিনি জানান, শিল্পাঞ্চলের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং মহিলাদের নিরাপত্তাই হবে তাঁর প্রধান লক্ষ্য। অগ্নিমিত্রার সাফল্যে গর্বিত তাঁর পরিবারও। জেঠিমা স্বপ্না রায়ের কথায়,ছোট থেকেই ও খুব জেদি আর সাহসী। সেই জেদই আজ ওকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে।

কংগ্রেসকে 'পরজীবী' কটাক্ষ মোদীর

নয়া জামানা ঃ তামিলনাড়ুতে সরকার গঠন করেই চর্চায় থলপতি বিজয়ের দল টিভিকে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজয়ের শপথের পর শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে তিনি বলেন, তকংগ্রেস বিশ্বাসঘাতক ও পরজীবী।দ মোদীর দাবি, বহু বছর ডিএমকের সমর্থনে টিকে থেকেও ক্ষমতার লোভে এবার জোট বদল করেছে কংগ্রেস। রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক থাকতেই তারা টিভিকের হাত ধরেছে বলেও কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী।

নয়া শ্রম বিধি কার্যকর করল কেন্দ্র

২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে নতুন লেবার কোড কার্যকর করার পর এবার চার মাসের ব্যবধানে চারটি শ্রম বিধির চূড়ান্ত নিয়মাবলি প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় সরকার।

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে নতুন লেবার কোড কার্যকর করার পর এবার চার মাসের ব্যবধানে চারটি শ্রম বিধির চূড়ান্ত নিয়মাবলি প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় সরকার। নতুন এই বিধি কার্যকর হলে দেশের শ্রমনীতি ও কর্মপরিবেশে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।নতুন নিয়ম অনুযায়ী দেশে কার্যকর হতে চলেছে জাতীয় ফ্লোর ওয়েজ বা ন্যূনতম ভিত্তিমূলক মজুরি ব্যবস্থা, দৈনিক ৮ ঘণ্টার স্বাভাবিক কর্মসময় এবং সপ্তাহে সর্বাধিক ৪৮ ঘণ্টা কাজের সীমা। পাশাপাশি বাধ্যতামূলক পে-স্লিপ, অসংগঠিত ও গিগ কর্মীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা তহবিল গঠন এবং নারী কর্মীদের নাইট শিফটে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে কাজের অনুমতির মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।নতুন শ্রম বিধিতে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের পুরনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড বাদ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার এখন আলাদা নির্দেশিকা ও উপদেষ্টা বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে জাতীয় ফ্লোর ওয়েজ নির্ধারণ করবে। এই ফ্লোর ওয়েজের নিচে কোনো রাজ্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে পারবে না।সরকার জানিয়েছে, কর্মীদের ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান, খাদ্য, পোশাক, বাসস্থানসহ মৌলিক চাহিদা বিবেচনা করেই এই হার নির্ধারণ করা হবে। তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এতে রাজ্যভিত্তিক মজুরির ফারাক বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী দৈনিক কাজের সময় ৮ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

পাশাপাশি সপ্তাহে মোট কাজের সময় ৪৮ ঘণ্টার বেশি করা যাবে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নিয়ম কর্পোরেট খাত, হাইব্রিড ওয়ার্ক মডেল এবং 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক হতে পারে।সোশ্যাল সিকিউরিটি রুলস, ২০২৫ অনুযায়ী ১৬ বছরের বেশি বয়সি প্রত্যেক অসংগঠিত শ্রমিকের আধার-সংযুক্ত নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সরকারি পোর্টালে তাৎক্ষণিক তথ্য নথিভুক্ত করতে হবে এবং কর্মী কাজ ছাড়লে সেই তথ্যও আপডেট করতে হবে।

এছাড়া গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের জন্য একটি জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা বোর্ড গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে, যেখানে সংসদ সদস্য, রাজ্য প্রতিনিধি, শ্রমিক সংগঠন, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা থাকবেন।নতুন নিয়মে সন্ধ্যা ৭টার পর থেকে সকাল ৬টার মধ্যে নারী কর্মীদের নাইট শিফটে কাজের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবে তা নিয়োগকর্তার লিখিত সম্মতির ভিত্তিতে।

পাশাপাশি নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা, নিরাপদ পিক-আপ ও ড্রপের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

যুদ্ধ-সঙ্কটে দেশবাসীকে পেট্রল-ডিজেল ব্যবহারে 'সংযমী'হওয়ার বার্তা মোদির

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বিশ্বে জ্বালানি সংকটের প্রেক্ষাপটে দেশবাসীকে সংযমের বার্তা প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বজুড়ে চলমান জ্বালানি অস্থিরতা এবং পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির আবহে দেশবাসীর উদ্দেশে সংযমী হওয়ার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পেট্রল, ডিজেল থেকে শুরু করে রান্নার গ্যাস;সব ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয় অপচয় এড়িয়ে সংযমী ব্যবহারের আহ্বান জানান তিনি।রবিবার হায়দরাবাদে প্রায় ৯,৪০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি উপস্থিত ছিলেন। ভার্চুয়ালি কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন শেষে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব অর্থনীতি ও জ্বালানি পরিস্থিতির টানাপোড়েন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে পেট্রল, ডিজেল ও গ্যাসের মতো জ্বালানি সম্পদের ব্যবহার অত্যন্ত সচেতনভাবে করতে হবে। আমরা যেহেতু এই সম্পদের একটি বড় অংশ আমদানি করি, তাই এর অপচয় রোধ করা জাতীয় দায়িত্ব।প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা, বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত ও হরমুজ প্রণালীর অনিশ্চয়তা,

বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থায় চাপ তৈরি করছে। এর প্রভাব থেকে ভারতকে রক্ষা করতে হলে দেশীয়ভাবে জ্বালানির সঠিক ব্যবহার অপরিহার্য।একই সঙ্গে তিনি ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা খাতে অগ্রগতির কথাও তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী জানান, গত কয়েক বছরে সৌরশক্তি উৎপাদনে ভারত বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। পাশাপাশি পেট্রলের সঙ্গে ইথানল মিশ্রণের উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে, যা খনিজ জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করছে।রান্নার গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থায় পাইপলাইনের মাধ্যমে বিতরণ বৃদ্ধির ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর মতে, সরকারের বহুমুখী জ্বালানি নীতি এবং জনগণের সংযমী ব্যবহার;এই দুইয়ের সমন্বয়েই বিশ্ব বাজারের অস্থিরতার প্রভাব থেকে দেশকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব হবে।

নিরাপত্তায় কড়া বলয়েও সহজ থাকতেই চান শুভেন্দু

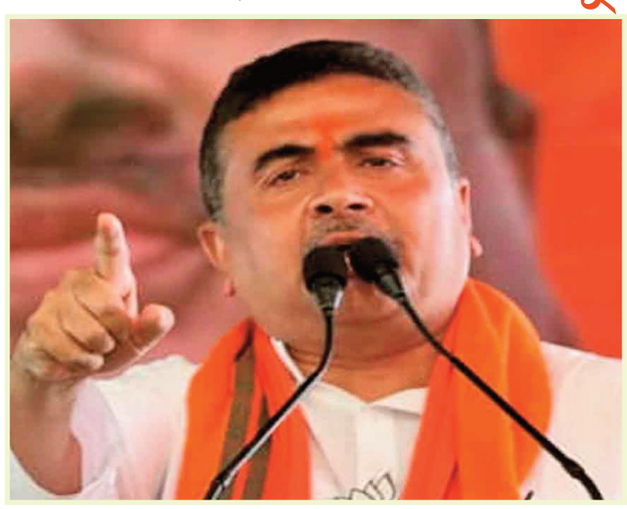

চিন্ময় চক্রবর্তী,নয়া জামানা ঃ সদ্য শপথ নিয়ে বাংলার প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তাঁর নিরাপত্তা ঘিরে বাড়তি সতর্কতা শুরু হয়েছে প্রশাসনিক মহলে। রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি এবার তাঁর নিরাপত্তায় মোতায়েন থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরাও। জানা গিয়েছে, দু'জন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষী বিশেষভাবে মুখ্যমন্ত্রীর সুরক্ষার দায়িত্বে থাকবেন।আগেই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেতেন শুভেন্দু অধিকারী। ২০২০ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই তাঁর নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। পরে নন্দীগ্রাম থেকে জয়ের পর বিরোধী দলনেতা হিসেবে রাজ্য সরকারের নিরাপত্তা নেওয়ার সুযোগ থাকলেও তা গ্রহণ করেননি তিনি।তবে রাজনৈতিক জীবনে একাধিকবার হামলার মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। সেই কারণেই পরবর্তীতে তাঁকে জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়। সম্প্রতি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুন হওয়ার ঘটনায় নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে প্রশাসনের অন্দরে। শপথের আগেই এই খুনের ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এমনভাবে সাজানো হচ্ছে যাতে তাঁর জনসংযোগ বা কর্মসূচিতে কোনও অসুবিধা না হয়। কারণ, অতিরিক্ত নিরাপত্তা বলয় তিনি ব্যক্তিগতভাবে খুব একটা পছন্দ করেন না। তবুও বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ প্রশাসন।পুলিশ ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যৌথভাবে তাঁর নিরাপত্তার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে। প্রশাসনের একাংশের মতে, রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকায় এখন শুভেন্দুর নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ সতর্কতাই নেওয়া হচ্ছে।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 11-05-2026 09:12 Page 2

সম্পাদকীয়

শান্তি ও সুরক্ষার অঙ্গীকার

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে ক্ষমতার পরিবর্তন কেবল একটি রাজনৈতিক পালাবদল নয় বরং এটি সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত প্রত্যাশার প্রতিফলন। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে রাজ্যের মানুষ যে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিল বর্তমান সরকার গঠনের পর সেই স্বপ্নে এক নতুন আশার আলো দেখা যাচ্ছে। একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী রাজ্যের প্রধান শর্তই হলো সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশ।শান্তি ও সংহতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের যে সদিচ্ছা তা এক নতুন ভোরের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

দীর্ঘদিন ধরে বাংলার বুকে রাজনৈতিক হিংসা একটি অভিশাপের মতো চেপে বসে ছিল।ভোটের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে হানাহানি, রক্তপাত এবং ভয়ের পরিবেশ সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করেছে বারবার। এখন সময় এসেছে সেই অন্ধকার অতীতকে পিছনে ফেলে এক শান্তিময় বাংলা গড়ার। বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের প্রথম এবং প্রধান কাজ হলো দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের মনে নিরাপত্তার বোধ জাগিয়ে তোলা। রাজনৈতিক সংঘর্ষের অবসান ঘটিয়ে প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি।পুলিশ ও প্রশাসন যদি কোনো রাজনৈতিক প্রভাব ছাড়াই আইন অনুযায়ী কাজ করতে পারে তবেই জনমানসে প্রশাসনের প্রতি আস্থা ফিরবে।নারী নিরাপত্তা আজ কেবল সামাজিক নয় বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইস্যু। পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা যাতে দিনের যে কোনো সময়ে নির্ভয়ে রাস্তায় বের হতে পারেন এবং কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষিত বোধ করেন তা নিশ্চিত করা সরকারের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। অপরাধীর কোনো দল বা ধর্ম হয় না এই কঠোর বার্তা দিয়ে নারী নির্যাতন বা শ্লীলতাহানির মতো ঘটনায় দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, সিসিটিভি নজরদারি বাড়ানো এবং জনবহুল এলাকায় টহলদারি বৃদ্ধির মাধ্যমে অপরাধীদের মনে ভয়ের সঞ্চার করা প্রয়োজন। নারী সুরক্ষায় যদি প্রশাসন জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করে তবেই বাংলা প্রকৃত অর্থে নারী-বান্ধব রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করলে সীমান্ত নিরাপত্তা ও অনুপ্রবেশ একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘ সীমান্ত এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশ এবং চোরাচালান রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা বর্তমান সরকারের এক বড় সুযোগ। বিএসএফ এবং রাজ্য পুলিশের মধ্যে সঠিক সমন্বয় থাকলে সীমান্ত অপরাধ দমন করা অনেক সহজ হবে। অনুপ্রবেশ রুখতে কেন্দ্রীয় সহযোগিতায় কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে কেবল রাজ্যের জনবিন্যাসই সুরক্ষিত থাকবে না বরং জাতীয় নিরাপত্তাও মজবুত হবে।একটি উন্নত সমাজ গঠনে আইনশৃঙ্খলার কঠোরতা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। প্রশাসন যখন শক্তিশালী হয়, তখন দুর্বৃত্তরা কোণঠাসা হয় এবং সাধারণ মানুষ মাথা উঁচু করে বাঁচার সাহস পায়। সুশাসনের মূল চাবিকাঠি হলো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা যেখানে ন্যায়বিচার কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য নয় বরং সবার জন্য সমান হবে। নতুন সরকারের হাত ধরে বাংলা যদি রাজনৈতিক হিংসামুক্ত, নারী-সুরক্ষিত এবং নিরাপদ সীমান্তবেষ্টিত একটি রাজ্যে পরিণত হয় তবেই এই ক্ষমতার পরিবর্তন সার্থক হয়ে উঠবে। রাজ্যের প্রতিটি নাগরিক আজ সেই শান্তিময় ও সমৃদ্ধ বাংলার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। এই লক্ষ্য পূরণেই নিহিত রয়েছে আগামীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

জীবনী

মৃনাল সেন

মৃণাল সেন ছিলেন বিশ্ববরেণ্য এক চলচ্চিত্রকার যাঁর ক্যামেরা কেবল ছবি আঁকেনি বরং সমাজ ও সময়ের ব্যবচ্ছেদ করেছে। ১৯২৩ সালের ১৪ মে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ফরিদপুরে (বর্তমান বাংলাদেশ) তাঁর জন্ম। তবে ঘটনাক্রমে তাঁর জন্মদিনটি ১১ মে-ও উদযাপিত হতে দেখা যায়। ফরিদপুরেই তাঁর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। হাইস্কুলের পড়াশোনা শেষ করে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং বিখ্যাত স্কটিশ চার্চ কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠনের সাথে জড়িয়ে পড়েন, যা পরবর্তীকালে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ও চলচ্চিত্রের ভাষায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল। যদিও তিনি সরাসরি সক্রিয় রাজনীতিতে সবসময় যুক্ত ছিলেন না কিন্তু তাঁর প্রতিটি কাজ ছিল সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং সাধারণ মানুষের অধিকারের পক্ষে এক জোরালো কণ্ঠস্বর।চলচ্চিত্র জগতে মৃণাল সেনের পদার্পণ খুব একটা সহজ ছিল না। শুরুতে তিনি একজন অডিও টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং পরবর্তীতে বিপণন প্রতিনিধি হিসেবেও কাজ করেছেন। ১৯৫৫ সালে তাঁর পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র 'রাতভোর' মুক্তি পায়। তবে ছবিটি খুব একটা সাফল্য পায়নি। তাঁর প্রকৃত উত্তরণ ঘটে ১৯৫৯ সালে 'নীল আকাশের নিচে' ছবির মাধ্যমে। কিন্তু ১৯৬০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'বাইশে শ্রাবণ' ছবিটির মাধ্যমেই তিনি আন্তর্জাতিক মহলে পরিচালক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এই ছবিটি দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে মানুষের মানবিক বিপর্যয়ের এক করুণ চিত্র তুলে ধরেছিল। সত্যজিৎ রায় এবং ঋত্বিক ঘটকের পাশাপাশি মৃণাল সেনকেও ভারতীয় চলচ্চিত্রের 'নিউ ওয়েভ' বা সমান্তরাল ধারার অন্যতম প্রধান পুরুষ হিসেবে গণ্য করা হয়।মৃণাল সেনের কাজের একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল কলকাতা শহর। বিশেষ করে ষাট ও সত্তরের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর চলচ্চিত্রে স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। তাঁর বিখ্যাত 'কলকাতা ট্রিলজি';ইন্টারভিউ (১৯৭১), ক্যালকাটা ৭১ (১৯৭২) এবং পদাতিক (১৯৭৩);সে সময়ের নকশাল আন্দোলন, বেকারত্ব এবং মধ্যবিত্ত সমাজের দোদুল্যমানতাকে পর্দায় জীবন্ত করে তুলেছিল। তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণশৈলী ছিল প্রথাগত ধারার বাইরে। তিনি ব্রেখটীয় ঘরানার 'এলিয়েনেশন ইফেক্ট' ব্যবহার করতেন, যেখানে দর্শক ছবির সাথে মিশে না গিয়ে বরং বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবতে বাধ্য হতেন। মৃণাল সেন বিশ্বাস করতেন চলচ্চিত্রের কাজ কেবল বিনোদন দেওয়া নয় বরং দর্শককে প্রশ্ন করতে শেখানো।তাঁর কর্মজীবনের আরও কিছু উল্লেখযোগ্য সিনেমা হলো 'ভুবন সোম', 'এক দিন প্রতিদিন', 'আকালের সন্ধানে', 'খারিজ' এবং 'খণ্ডহর'। হিন্দি ভাষায় নির্মিত 'ভুবন সোম' ছবিটিকে ভারতীয় চলচ্চিত্রে আধুনিকতার মাইলফলক ধরা হয়। তাঁর সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য পুরস্কার লাভ করেছেন। তিনি ১৮ বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জিতেছিলেন। ১৯৮১ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে 'আকালের সন্ধানে' ছবির জন্য তিনি জুরি স্পেশাল প্রাইজ পান। এছাড়া বার্লিন ও ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব থেকেও তিনি পুরস্কৃত হন। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' এবং চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কারে ভূষিত করে। ফরাসি সরকার তাঁকে তাদের সর্বোচ্চ সম্মান 'কমান্ডার অফ দি অর্ডার অফ আর্টস অ্যান্ড লেটারস' প্রদান করে।ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাদামাটা এবং স্পষ্টভাষী। চলচ্চিত্রকে তিনি মনে করতেন প্রতিবাদের হাতিয়ার। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি মানুষের মুক্তি এবং বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন দেখতেন।

ডাবল ইঞ্জিন সরকারের থেকে সোনার বাংলার প্রত্যাশা

তন্ময় সিংহ

২০২৬ এর নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রথমবারের মতন বিজেপির পিতৃপুরুষ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বাংলাতে সরকার গঠন করতে চলেছে বিজেপি। অজয় মুখার্জির পর আবার দ্বিতীয়বার পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলা থেকে এই সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন পূর্ব মেদিনীপুরের শুভেন্দু অধিকারী। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পর স্মরণকালের মধ্যে উপমুখ্যমন্ত্রী সহ নতুন সরকার শপথ নিচ্ছেন দীর্ঘদিন থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র শুভেন্দু অধিকারী। এই পটভূমিকায় নতুন সরকারের কাছে বাংলার প্রত্যাশা অপরিসীম। প্রায় ৪৯ বছর কেন্দ্র ও রাজ্যের আলাদা আলাদা সরকারে থাকার কুফল পিছিয়ে দিয়েছে বাংলাকে সর্বক্ষেত্রে। এই প্রথম দুই সরকার একসাথে বাংলার উন্নতিতে সিদ্ধান্ত নেবে। ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের পর এই এই সরকারের কাছে আমাদের মূল চাহিদা ও প্রত্যাশাও অনেক। পশ্চিমবাংলা কি নতুন ভাবে করে তুলতে এবং পশ্চিমবাংলাকে আবার সমৃদ্ধশালী করতে সরকারকে অবশ্যই নজর দিতে হবে এই বিষয়গুলিতে তাহলেই একমাত্র সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের সোনার বাংলা করার লক্ষ্যে অন্তত দশটি মূল দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার দরকার এই সরকারের, এখন দেখার নতুন সরকারের আমলে এই প্রত্যাশাগুলো বাংলার কতোটা পূরণ হয়।

ডাবল ইঞ্জিন বেনিফিট, ভারী শিল্প আসুক বঙ্গে বাড়ুক কর্মসংস্থান ব্র্যান্ড বুদ্ধের আমলে নতুন করে বাংলাতে শিল্প গড়ে তোলার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তৎকালীন কেন্দ্রের সহযোগী কংগ্রেস সরকারের আমলে। তা ব্যাহত হয় কৃষি আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে টাটার পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনায়। তারপর পশ্চিমবঙ্গে ভারী শিল্প আসেনি এর পিছনে রাজনৈতিক কারণের পাশাপাশি কেন্দ্রের সহযোগিতা না থাকা ও একটা বড় কারণ। আবার খনিজ সম্পদের অপ্রতুলতা এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও জমি নীতি বড় শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে অন্তরায় ছিল। বুদ্ধবাবুর আমলে সেজ এ জমি নেওয়া ইনফোসিস ও অন্যান্য বড় আইটি ফার্ম গুলো আস্তে আস্তে জমি জটে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যেতে থাকে। বর্তমানে লজিস্টিক হাব ছাড়া নতুন কোন শিল্প গড়ে ওঠেনি আবার গিগকর্মীরা ছাড়া নতুন কোন কর্মসংস্থানও সেই অর্থে ব্যাপকভাবে হয়নি। সবে মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পরিণত হয়েছে একটি পলায়ন ভুমিতে যেখানে সাধারণ কাজের জন্যও লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্যান্য রাজ্য বিদেশে যাচ্ছেন শ্রমিক হিসেবে।

ভারী শিল্প স্থাপন না হলে এবং তাকে ঘিরে বড় অনুসারী শিল্প গড়ে না উঠলে পশ্চিমবঙ্গে আজকের দিনে যে কর্মসংস্থানের প্রয়োজন তা পূরণ করা সম্ভব নয়। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে এবং দেশের প্রধান দুই শিল্প গোষ্ঠী আদানি ও আম্বানির সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের সখ্যতা এবং ব্যবসায়ীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ শিল্পনীতির জন্য আশা করা যায় আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক অর্থে কর্মসংস্থান হবে। কর্মসংস্থান বলতে এম এস এম ঈ হিসেবে রেজিস্টার করা, ছোট ব্যবসায়ীদের মোট সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থানের পরিমাণ হিসেবে বিগত সরকারের ন্যায় গৃহীত এবং প্রচারিত হবে না। বেসরকারি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ পশ্চিমবঙ্গে আছে এবং সমস্ত ধরনের স্কিল ট্রেনিং পশ্চিমবঙ্গে চালু করে, অবিলম্বে দেশের যুবসমাজকে এই দেড় হাজার টাকার ভাতার থেকে একটি স্বাবলম্বী রোজগারের স্থায়ী উৎস প্রদান করার জন্য নতুন সরকারের কাছে আমাদের মূল চাহিদা থাকবে।

সামাজিক ক্ষেত্রের সংস্কার ও জনগণের সাধারণ চাহিদা ক্ষ্মআমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতেক্ষ্ম যুগ যুগ ধরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের শাশ্বত চাহিদাটা এটাই। সরকারের কাছে তার মূল দাবি যেন নাগরিক পরিষেবা গুলি তার কাছে আরো ভালোভাবে পৌঁছায়। প্রত্যেকে তার ব্যক্তিগত পরিসরে ব্যক্তিগত চাহিদা গুলির জায়গাতে যদি সরকারের সহযোগিতা পায় তাহলেই সার্বিকভাবে তার জন্য এই পরিবর্তন সুফল প্রদানকারী।

শান্তি ও সহাবস্থান পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অন্যতম চাহিদা। সরকার পরিবর্তনের পরে বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট প্রত্যেকবার রক্তাক্ত হয়, নির্বাচন চলাকালীন রক্তাক্ত হয় সাধারণ মানুষেরা। এই একই এলাকার মানুষদের মধ্যে এই বিভেদ এবং অশান্তি আগামী দিনের অশান্তির বীজ বপন করে রাখে। এছাড়াও জাতিগতভাবে হিংসা এবং মেরুকরণ পশ্চিমবঙ্গের বুকে যে হিংসার জন্ম দিয়েছে নতুন সরকার সেখানে স্থিতাবস্থা আনবে। শান্তি এবং সহাবস্থান ফিরবে পারিবারিকভাবে এবং রাজনীতিতেও এটাই কাম্য।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আয়ুষ্মান ভারত সারা ভারতে মানুষের কাছে চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ করে দেবে বলে মানুষের চাহিদা থাকবে এই প্রকল্পটি যাতে সবাই পাই তার জন্য। এছাড়াও হাসপাতাল গুলিতে বিভিন্ন সংস্কার করে বড় বড় বিল্ডিং গুলি নিয়ে চলা সুপার স্পেশালিটিতে নিয়মিত ডাক্তার এবং চিকিৎসার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া এবং সাধারণভাবে স্বাস্থ্য মানুষের নাগালের মধ্যে রাখা সাধারণ মানুষের একটি অন্যতম চাহিদা।

শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশই পিছিয়ে যাচ্ছে ডিগ্রী কলেজগুলি শূন্য প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার দ্রুত কমছে। এর মূল কারণ পশ্চিমবঙ্গের চলতে থাকা শিক্ষা নীতি সিলেবাস এবং পাঠ্যপুস্তক গুলির পাশাপাশি সঠিকভাবে রূপায়ণের অভাব। শিক্ষক-শিক্ষিকা যে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী নেই সেখানে অতিরিক্ত বসে আছে আবার যেখানে ছাত্র-ছাত্রী আছে সেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই। এই ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব এবং কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব নতুন সরকারের। বিগত সরকারের আমলে সমস্ত কিছু সিদ্ধান্তই কলকাতা থেকে নেওয়া হত কিন্তু জেলাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ও আধিকারিকদের হাতে কিছু দায়িত্ব দেওয়া হোক।

কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শুধুমাত্র সরকারি চাকরির পাশাপাশি বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও জোর দিতে হবে নতুন সরকারকে। চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের একটি ন্যূনতম বেতন স্কেল নির্ধারণ করতে হবে। বিগত সরকারের আমলের সবচেয়ে বড় অভিশাপ শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগের সময় দুর্নীতি ও নিয়মিত চাকরির পরীক্ষাগুলিকে তুলে দেওয়ার ঘটনা। আশা করব নতুন সরকার কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে নিয়মিত পরীক্ষা ও স্বচ্ছ নিয়োগ চালু করবে তাহলেই বিদ্যালয় গুলিতে ছাত্রছাত্রীরা ফিরে আসবে পড়াশোনাতে। মেধা ভিত্তিক বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রাম গুলি আরো সুচারু ভাবে রূপায়ণ করে পশ্চিমবঙ্গের যুব সমাজকে কর্মপথে চালিত করতে হবে পশ্চিমবঙ্গে নয় সারা ভারতব্যাপী।

বিগত সরকারের পতনের অন্যতম কারণগুলির মধ্যে একটি কিন্তু আলু ও অন্যান্য কৃষি জাত ফসল কে বিভিন্ন রাজ্যে না পাঠিয়ে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে রেখে তার চাহিদা নষ্ট করে দেওয়া ও দাম জোর করে কমিয়ে দিয়ে গ্রামের কৃষকদের এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত মহাজন ও ব্যবসায়ীদের ক্ষতির সম্মুখীন করা। পশ্চিমবঙ্গের এই নীতির জন্য বর্তমানে উত্তরবঙ্গে এবং উড়িষ্যা সহ অন্যান্য রাজ্যে যারা সারা বছর আলুর আমদানি করত তারা আলুর চাষ করছে। কৃষিজ পণ্য যেমন সঠিক দাম পায় সেটি যেমন সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের সেরকমভাবে চাহিদা অনুযায়ী যোগান ও রপ্তানির সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব থাকুক সরকারের সদিচ্ছার ওপর।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবী সমাজের গিরগিটি

পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ পরিবর্তনের পর বিগত ১৫ বছরে অসংখ্য ত্রুটি থাকলেও নাগরিকেরা তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছিল এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অনেকেই সরকারের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেছে। যদিও বেশির ভাগই চাটুকারিতা করে সরকারের সাথে নিজের আনুগত্য প্রকাশ করেছে। মত প্রকাশের অধিকার সাধারণ মানুষের থাকা উচিত।

বিগত ১৫ বছরে সাধারণ পাঠাগারে কোন সংবাদপত্র আসবে আসবে না এই নিয়ে একটি বিতর্ক দানা বাঁধে পরবর্তীকালে বিভিন্ন ইউটিউবারদের বিরুদ্ধে সরকারের তরফে সক্রিয়তা দেখানো হয় যা গণতন্ত্রের জন্য শুভ লক্ষণ নয়। যদিও ভারত মিডিয়ার স্বাধীনতায় সারা বিশ্বের মধ্যে অনেক পিছিয়ে আছে সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের মিডিয়া মত প্রকাশের জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতা পাবে এবং বিভিন্ন নাগরিক ভয়েস গুলি এবং ব্যক্তিগত ইউটিউবাররাও সংবাদদাতা হিসেবে মর্যাদা পাবে এই আশা থাকুলো। যদিও ব্যক্তিগত ইউটিউবারের ও সংবাদ প্রকাশের নামে চাটুকারিতার জন্য যে শ্রেণী গড়ে উঠেছে তাদের পশ্চিমবঙ্গের গিরগিটির ন্যায় পরিবর্তনশীল বুদ্ধিজীবী সমাজে স্থায়ী জায়গা দেয়া হোক।

পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী সমাজ যেভাবে ২০১১ এর পরবর্তীকালে তার অবমূল্যায়ন করেছে এবং মিডিয়া তার প্রয়োজন মত যেভাবে বুদ্ধিজীবী তৈরি করেছে এই দুইয়ে মিলিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে নাগরিক দের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। এই পটভূমিকায় নতুন সরকার গঠিত হলেই এই সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তারা আবার চাটুকার বৃত্তি শুরু করবে এবং তথাকথিত শিক্ষা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এই পরিচিত মানুষজনের চাটুকারিতা যেকোন রাজনীতিবিদকেই ভ্রমিত করবে, কিন্তু অন্তত তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসন থেকে এবং ক্ষমতার পরিবর্তনের পর থেকে তাদের গিরগিটি রূপ দেখে এদের মাথায় তোলার পরিবর্তে সমাজের প্রকৃত বুদ্ধিজীবীদের এবং সংস্কার করতে যারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাদের বিভিন্ন সরকারি কমিটির এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জায়গা দেওয়া হোক।

বন্ধ হোক রাজনৈতিক বিভাজন, জাতি বিভাজন ও হিংসা মুক্ত হোক নির্বাচন মূলত বামফ্রন্টের আমলে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এই পঞ্চায়েত নিয়ে এবং পঞ্চায়েতের ক্ষমতা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক রাজনীতির সাথে থাকার প্রয়াস চোখে পড়ে। বর্তমান সময়ে রাজনীতি যেভাবে ছোট বড় মাঝারি গ্রামীন নেতাকেও আর্থিকভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্বনির্ভর করে দিয়েছে তা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে হিংসার সবচেয়ে বড় কারণ। নতুন সরকারের কাছে আসা থাকবে বন্ধ হোক এই সারা বছরের রাজনীতি। শুধুমাত্র ভোটের সময় অন্যান্য রাজ্যের মত যেভাবে রাজনীতি আছে সেভাবেই বাংলাতে রাজনীতি চলুক।

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন না হলে এই রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণভাবে হিংসা মুক্ত হবে না। সরকারের উচিত বিপুল জনা দেশ নিয়ে আসার পর পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচনকে রাজনৈতিকভাবে হানাহানি মুক্ত করার জন্য সদর্থক প্রচেষ্টা নেওয়া।

স্বাধীন ভারতে সংরক্ষণ এসেছিল কিছু পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নতির জন্য সাময়িকভাবে। সেই সংরক্ষণের বেড়াজাল থেকে আমরা আদৌ বেরোতে পারিনি তাতে বিগত সরকারের আমলে শুরু হয়েছে বিভিন্ন জাতিভিত্তিক কমিটি গঠন ,বোর্ড গঠন। যেগুলো স্থানীয়ভাবে একই গ্রামে শহরে জেলায় থাকা পাশাপাশি দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন তৈরি করছে। উন্নয়ন হোক সার্বিক এবং জাতিভিত্তিক বিভিন্ন মঞ্চগুলি বন্ধ হয়ে সেগুলো উন্নয়নের প্ল্যাটফর্ম হোক।

শক্ত হাতে দমন করুক দুর্নীতি, সিন্ডিকেট রাজ ও স্বজন পোষণ

পশ্চিমবঙ্গের শুধুমাত্র যে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেই দুর্নীতি হয়েছে সেরকম টা নয় বর্তমান সময়ে যেকোনো সরকারি দপ্তরে সাধারণ মানুষের কাজ করতে গিয়ে যে হয়রানি এবং বিশেষত জমি জমা সংক্রান্ত অফিসে যে অবৈধ টাকার লেনদেন চলে তা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। নাগরিক সুবিধাগুলি সাধারণ মানুষ নিয়ম মেনে যেতে পায় সেদিকে অবশ্যই নজর দেয়ার দরকার সরকারের।

একটি গল্প আজ থেকে এক দশক আগে বহুল প্রচলিত ছিল যে নেতাজি ভবন সংস্কারের জন্য যখন টাকা দেয়া হয়েছিল তখন স্থানীয় কাউন্সিলরের তরফ থেকে কেউ গিয়ে বলে যে মাল আমাদের থেকে কিনতে হবে, তখন বাড়ির মালিকেরা জানাই যে এটা সুভাষ চন্দ্রের বাড়ি তখন বলা হয় সুভাষ বাবুকে দেখা করতে বলবেন আমাদের সাথে। অর্থাৎ এই যে সিন্ডিকেট রাজ, এর থেকে মুক্তি চাই আমাদের সাধারণ মানুষেরা। বালি এবং অন্যান্য জিনিসের দাম এই সিন্ডিকেট রাজের কবলে পড়ে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে সাধারণ মানুষের তার থেকে পরিত্রাণ চায় নাগরিক সমাজ। পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা শিল্প যে টালিগঞ্জ থেকে পরিচালিত হয় সেখানে বিশ্বাস ব্রাদার্স এবং তাদের সিন্ডিকেট রাজ ছিল বিগত ১৫ বছরের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। টালিগঞ্জে কতটা খোলা হাওয়া আসবে এবং আগামী দিনে টালিগঞ্জের কি উন্নতি হবে অন্যান্য প্রাদেশিক সিনেমা জগতের মত আদৌ ভারতের একমাত্র অস্কারজয়ী পরিচালকের রাজ্য বাণিজ্য ক্ষেত্র আন্তর্জাতিক হয়ে উঠতে পারে কিনা সেদিকে নজর থাকবে সবার।

স্বজন পোষণের ব্যাধি থেকে সমাজ আদৌ মুক্ত হবে কিনা, এ সম্পর্কে অতি বড় বিশেষজ্ঞ ও আশাবাদী হতে পারবেনা। তবু বিশেষত নাগরিক পরিষেবায় এবং সরকারি কমিটি গুলিতে স্বজনপোষণের পরিমাণ কমবে এই আশা থাকুক নতুন সরকারের কাছে। বিশেষত্ব ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিভিন্ন অ্যাকাডেমি এবং কমিটিগুলি ক্লাবগুলি দখল করে রেখেছে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা তাদের পরিবার। এটি শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় সারা ভারতেরই একটি লক্ষণ। আগামী দিনে পশ্চিমবাংলায় এর থেকে কতটা মুক্তি পাবে সেই দিকে লক্ষ্য থাকবে।

ভাতা হোক স্বনির্ভরতার উৎস, নজর থাকুক রেশনে

বিগত সরকারের আমলে বিভিন্ন ভাতা চালু হলেও প্রথমদিকের বাতা গুলি বিশেষত শিল্পী ভাতা এবং অন্যান্য আদৌ কতটা ফলপ্রসু হয়েছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন আছে। সুবিধাভোগীরা প্রকৃত কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন আছে। যদিও পরবর্তীকালে কন্যাশ্রী , রূপশ্রী ও লক্ষীর ভান্ডার যে একটি গেম চেঞ্জার এবং মহিলাদের স্বনির্ভরতার উৎস সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। সার্বিকভাবে এই প্রকল্পগুলি যে নামেই হোক না কেন যে পরিমাণই হোক না কেন বজায় থাকুক। স্বনির্ভরতা দিচ্ছে এরকম প্রকল্প ছাড়া, বাকি ভাতা গুলি বিবেচনা করুক সরকার।

বিধবা মহিলাদের জন্য যে ভাতা সরকারের তরফে আছে এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য যে সাহায্য আছে তা বজায় থাকুক। আবার পশ্চিমবঙ্গের ষাট ঊর্ধ্ব মানুষ বর্তমানে তাদের সন্তানদের বেকারত্বের জন্য মূলত অসহায় এবং বার্ধক্য ভাতা নির্ভর এই সম্প্রদায়ের সকলেই যারা সরকারি পেনশন পায় না তারা ছাড়া সকলে যেন এর সুযোগ পায় সেই দিকে বিশেষ নজর দেয়ার আবেদন জানাই নতুন সরকারকে। তাদের স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা যেন সরকারের অন্যতম বিশেষ প্রায়োরিটি হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে দুয়ারে রেশন প্রকল্পের মাধ্যমে যেভাবে সাধারণ মানুষ বাড়িতে বসে চাল এবং অন্যান্য সামগ্রী পাচ্ছে তাতে তাদের বেশিরভাগের ভাতের সমস্যা মিটেছে এই প্রকল্পটি সকল মানুষদের জন্য তাদের সামাজিক স্থিতিশীলতা অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে বরাদ্দ করে রেশন ব্যবস্থা চালু থাকুক পশ্চিমবঙ্গে এই আশা থাকবে নতুন সরকারের কাছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প গুলি চালু হোক পশ্চিমবঙ্গে, কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘুঁচুক পশ্চিমবঙ্গের ব্রাত্য দশা বিগত দিনে রাজ্য সরকারের সাথে ক্রমাগত বিরোধের জন্য পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যেমন ১০০ দিনের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়াও বাড়ি সোলার বিদ্যুৎসহ অন্যান্য প্রকল্প গুলি বন্ধ। বন্ধ আছে স্কিল সেক্টরের বিভিন্ন ট্রেনিং পিএম বিশ্বকর্মা সহ বিভিন্ন স্কিম। আয়ুষ্মান ভারতের মত নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত পশ্চিমবঙ্গবাসী।

আগামী দিনে নতুন সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত স্কিম বাস্তবায়িত হবে হয়তো ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার মিটিংয়ের পর থেকেই। স্কিম গুলির মধ্যে ১০০ দিনের কাজ যাতে স্থায়ী সম্পদ তৈরির জন্য গৃহীত হয় সেই দিকে নজর থাকুক সরকারের। স্বাস্থ্য বীমার সুবিধা সকল পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য উপলব্ধ হোক আয়ুষ্মান ভারতে। টিএম বিশ্বকর্মা সহ অন্যান্য স্কিল প্রোগ্রাম শুরু হোক পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের খনিজ সম্পদের অভাব থাকার জন্য সূর্যঘর যোজনার মতন প্রকল্পের আওতায় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে আসার চেষ্টা হোক আগে।

মূলত বিরোধী সরকার থাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের জন্য পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্য এবং রেলসহ অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধার প্রকল্প গুলিতে বরাদ্দ খুবই কম আশা করব আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের এই বিপুল আস্থার প্রতি ভরসা রাখবে নতুন সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার। পশ্চিমবঙ্গ পাবে ভারতের বাজেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ডাবল ইঞ্জিন অন্যান্য সরকারের মতন মূল্যবৃদ্ধি কমাতে দাম কমুক বিশেষ পণ্যগুলিতে ও কৃষিজ ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা যেত যে পশ্চিমবঙ্গে পেট্রোল ও ডিজেলের দামের সাথে অন্যান্য রাজ্যের দাম নিয়ে বিস্তর ফারাক তার মূল কারণ রাজ্য সরকার তার প্রাপ্য ট্যাক্স থেকে কোন ছাড় দেয়নি যা ডাবল ইঞ্জিন সরকারের অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলি দিয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে এই অস্থির বিশ্বের পরিস্থিতির মধ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির ব্যাপক উন্নয়নের জন্য মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা হবে একটি অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। সেই জন্য পেট্রোপণ্য, গ্যাস সহ অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে যতদূর সম্ভব ভারতের অন্যান্য ডবল ইঞ্জিন রাজ্য গুলির মত সাধারণ মানুষের কাছে সুবিধা পৌঁছে দেবে নতুন সরকার এই আশা থাকলো।

এছাড়াও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি ভর্তুকি ও যথাযথভাবে পৌঁছবে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের কাছে যার ফলে বিভিন্ন কৃষিজাত সারের যোগান ও দাম এবং কালোবাজারি বন্ধ হবে পশ্চিমবঙ্গে।

সরকারি কর্মচারীদের ক্ষোভ মোচন ও চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের দিকে বিশেষ নজর ও সকলের নির্দিষ্ট ডিউটি সুনিশ্চিত করা বিগত ১৫ বছরের মমতা ব্যানার্জির সরকারের সাথে সরকারি কর্মচারীদের বিশেষত শিক্ষার সাথে যুক্ত সরকারি কর্মচারীদের লড়াই ছিল অন্তহীন। মূলত নায্য ডিএ ও কেন্দ্রীয় হারে বেতন বৃদ্ধি ছিল তাদের দাবি। বিজেপি তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে সপ্তম পে কমিশন এবং কেন্দ্রীয় হারে ডিএ এই দুই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং শুধুমাত্র ব্যালট বাক্সে ভোটের মাধ্যমে নয় নির্বাচন চলাকালীন ভোট বাক্স রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছিল সরকারি কর্মচারীরা। নতুন সরকার তাদের বকেয়া ডিএ এবং সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশ মেনে পুরনো পে কমিশনের বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেবে ও সপ্তম পে কমিশন চালু করবে এই আশাতে বুক বেঁধেছে পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারী মহল।

চুক্তিভিত্তিক সরকারি কর্মচারী ও সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত বিভিন্ন এজেন্সির চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের মোট সংখ্যা এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বৃহৎ একটি স্থায়ী রোজগারের ক্ষেত্র। এই কর্মচারীদের বেশিরভাগ এর বেতন পরিকাঠামোই সাধারণ দিন যাপনের জন্য যথেষ্ট নয় এই বেতন পরিকাঠামো সুনিশ্চিত করা এবং তাদের চাকরি ও সুনিশ্চিত করা এই নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশা এই সমাজের। বিশেষত চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক , সিভিক পুলিশ প্রমুখেরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক অদ্ভুত অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে এই মুহূর্তে।

শুধুমাত্র বেতন বৃদ্ধি করে ক্ষান্ত হলেই হবে না সরকারি কর্মচারীদের তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কেও অবহিত করতে হবে। ওয়ার্ক কালচার যা নষ্ট হয়ে গেছে তা ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ দায়িত্ব নিতে হবে নতুন সরকারকে। প্রয়োজনে শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং নাগরিক পরিষেবার সাথে যুক্ত ক্ষেত্রগুলিতে ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স চালু করে নিয়ম ও উপস্থিতি সুনিশ্চিত করা দরকার।

বাংলার সংস্কৃতি ও আবহমান ধারাকে রক্ষা করা বাংলার বৃষ্টি ও সংস্কৃতি এক সময় সারা ভারতে সবচেয়ে সেরা ছিল। বর্তমানেও বাঙ্গালীদের শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তাদের দখল অন্যান্য রাজ্যগুলিতে চাকরির জন্য গেলেও তাদের সম্মানের জায়গা দেয়। নবজাগরণের বাংলায় বিভেদের মাঝে মিলন মূলসুর, বাংলার পরিধান, নারী স্বাধীনতা ও বাংলার খাদ্যাভ্যাস বাংলা ভাষা সকল মিলে যে স্বকীয়তা তা নতুন সরকারের আমলে হিন্দি আগ্রাসন সত্ত্বেও বজায় থাকবে এ আশা সমস্ত বাঙালির। বাংলায় নীতি পুলিশদের অযথা দাপাদাপি এবং কি খাবে ও কি খাবেনা ইত্যাদি নিয়ে অযথা মাতামাতি থাকবে না এই আশা থাকলো। দুই জাতির মধ্যে বিভেদ না সৃষ্টি করে বাংলার সংস্কৃতি বজায় রেখে জাতি হিসেবে বাঙালি এগিয়ে চলুক। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আমলের সোনার বাংলাতে পরিণত হোক এবং ভারতে আবার একবার প্রতিষ্ঠিত হোক বাংলা আজ যা ভাবে ভারত ভাবে আগামীকাল,এই ধারণা।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 11-05-2026 09:12 Page 3

মহানগর
নয়া জামানা

নবান্ন থেকে মহাকরণ

চেনা ছন্দে ফেরার অপেক্ষায় শিবপুর

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্য রাজনীতির পালাবদলের সাথে সাথেই পরিবর্তনের হাওয়া বইছে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে। নবান্ন ছেড়ে ফের মহাকরণেই ফিরছে রাজ্যের প্রশাসনিক সদর দপ্তর। দীর্ঘ এক যুগ পর হাওড়ার শিবপুর এলাকা থেকে সচিবালয় সরিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবনির্বাচিত বিজেপি সরকার। আর এই খবরেই এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন মন্দিরতলা, বলাই মিস্ত্রি লেন বা শরৎ চ্যাটার্জি রোডের হাজার হাজার বাসিন্দা।২০১৩ সালে সংস্কারের কারণে যখন মহাকরণ থেকে নবান্নে রাজ্যপাট সরিয়ে এনেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন থেকেই বদলে গিয়েছিল শিবপুরের শান্ত জীবনযাত্রা।

কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনীতে কার্যত 'বন্দি' হয়ে পড়েছিল জনজীবন। স্থানীয়দের অভিযোগ, গত ১৩ বছর ধরে ভিভিআইপি যাতায়াত এবং রাজনৈতিক দলগুলোর 'নবান্ন অভিযান'-এর চাপে নিত্যদিন নাজেহাল হতে হয়েছে স্কুলপড়ুয়া থেকে অফিসযাত্রীদের। রাস্তাঘাট বন্ধ থাকা, ছাদে ওঠায় বিধিনিষেধ, এমনকি নিজের বাড়িতে বৈধভাবে তিনতলার ওপর ঘর তুলতেও নিরাপত্তার অজুহাতে বাধার

সম্মুখীন হতে হয়েছে বাসিন্দাদের।বর্তমানে নবান্নের সামনে নিরাপত্তার কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল হতেই খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে এলাকায়। বলাই মিস্ত্রি লেনের বাসিন্দাদের কথায়, নবান্ন অভিযান হলেই গোটা এলাকা লকডাউন হয়ে যেত, রোগী নিয়ে হাসপাতালে যাওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ত। এবার সেই ভোগান্তি থেকে মুক্তির আশা দেখছেন তাঁরা। ব্যবসায়ী থেকে টোটোচালক;সকলেরই প্রত্যাশা, ব্যারিকেড সরলে রাস্তাঘাট হবে যানজটমুক্ত এবং শিবপুর ফিরে পাবে তার পুরনো মেজাজ। দীর্ঘ এক যুগের প্রশাসনিক ব্যস্ততা কাটিয়ে নবান্নের ১৫ তলা ভবনটি এখন এক অধ্যায়ের অবসানের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইতিহাসের বৃত্ত সম্পূর্ণ করে সচিবালয় ফিরছে পুরনো ঠিকানায়, আর শিবপুর ফিরছে স্বাভাবিক ছন্দে।

মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে

দলীয় কর্মীদের অসহায় মানুষের পাশে থাকার নির্দেশ দিলেন শুভেন্দু

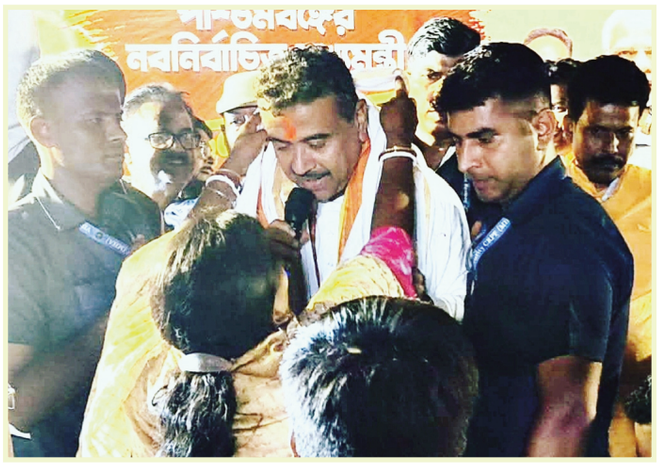

সন্দীপ মজুমদার, নয়া জামানা, হাওড়া ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন বিজেপি (ভারতীয় জনতা পার্টি) নেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে কালীঘাট মন্দিরের আদলে তৈরি মঞ্চে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল আর এন রবি তাঁকে মন্ত্রগুপ্তির শপথ বাক্য পাঠ করান। সেই সঙ্গে স্বাধীনতাত্তোর কালে ক্ষমতার অলিন্দ জয় করে এই প্রথমবার রাজ্যে বিজেপি সরকার। গত ২৩ ও ২৯ এপ্রিল দুদফায় পশ্চিমবঙ্গের অষ্টাদশ তম বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হিসাবে ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম বিধানসভা আসন দুটিতে জয়ী হন শুভেন্দু অধিকারী।

তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সহ বিজেপি ও এনডিএ শাসিত বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য, রাজ্যের অষ্টাদশতম বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি একক দল হিসাবে ২০৭ টি আসন দখল করে। এর আগে একটানা ১৫ বছর যাবৎ রাজ্যের ক্ষমতাশীন দল হিসাবে দায়িত্ব পালন করে এসেছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। তৃতীয় বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পদালংকৃত করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বাধিনায়িকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তৃণমূল কংগ্রেস আগের থেকে আরও অনেক বেশি আসনে জয়ী হবে বলে দাবি করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী ও তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্বের এই দাবিকে 'নির্বাচনী সুনামি' একেবারে ধুয়ে, মুছে সাফ করে দেবে, এটা কেউই কল্পনা করতে পারেননি। রাজ্যের জনতা জনার্দন অকল্পনীয় ভাবে বিজেপিকে ২০৭ টি আসনে জয়ী করে আর তৃণমূল কংগ্রেসের ঝুলির জন্য মাত্র ৮০ টি আসন বরাদ্দ করেন।প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ২৯৪ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ২১৩ টি আসন দখল করে, এবং বিজেপি পায় ৭৭ টি আসন।২০২১ সালে বাম ও কংগ্রেস জোট কোনও আসন পায়নি। ২০১৬ সালে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল ২১১ টি এবং বিজেপি পেয়েছিল মাত্র ৩টি আসন। রাজ্যের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে হাওড়া (গ্রামীণ) জেলা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে উলুবেড়িয়ার মনসাতলায় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির গ্রামীণ জেলা সভাপতি দেবাশিস সামন্ত, জেলা নেতৃত্ব সহ অন্যান্য কার্যকর্তাবৃন্দ।

পুরসভার হোয়াটসঅ্যাপ

গ্রুপ ত্যাগ ফিরহাদ হাকিমের

জল্পনা উড়িয়ে আসল কারণ জানাল মেয়র দপ্তর

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ কলকাতা পুরসভার একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে আচমকা মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বেরিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি প্রশাসনিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়।

বিষয়টি নিয়ে নানা মহলে গুঞ্জন শুরু হলেও মেয়রের দপ্তর সূত্রে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, এই সিদ্ধান্তের পেছনে কোনো রাজনৈতিক বা অভ্যন্তরীণ বিবাদ নেই। মূলত প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।আসল বিষয়টি হল, দীর্ঘ আট বছর ধরে মেয়র যে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটি ব্যবহার করছিলেন, সেটি তিনি মূলত পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার সময় পেয়েছিলেন। 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে নাগরিকরা সরাসরি মেয়রের কাছে অভিযোগ জানানোর জন্য এই নম্বরটি ব্যবহার করতেন। অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে পুরসভার আধিকারিকদের গ্রুপে তা পৌঁছে যেত এবং দ্রুত সমস্যার সমাধান হতো। কিন্তু বর্তমানে ফিরহাদ হাকিম সেই পুরনো নম্বরটি আর ব্যবহার করতে চাইছেন না। ব্যক্তিগত ও সরকারি কাজের স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই তিনি নম্বরটি পাকাপাকিভাবে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।নম্বরটি বন্ধ করে দেওয়ার ফলেই স্বাভাবিক নিয়ম মেনে পুরসভার সমস্ত গ্রুপ থেকে সেটি 'রিমুভ' বা ডিলিট হয়ে গেছে। এই পরিবর্তনের ফলে নাগরিক পরিষেবা যাতে ব্যাহত না হয়, তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। সাধারণ মানুষ এখন থেকে কোনো সমস্যার কথা জানাতে বা ছবি পাঠাতে পুরসভার নিজস্ব অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর (৮৩৩৫৯৮৮৮৮৮) ব্যবহার করতে পারবেন। মেয়রের দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, ব্যক্তিগত নম্বর নির্ভরতা কমিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই এখন থেকে সমস্ত অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে। তাই এই ঘটনা নিয়ে অহেতুক জল্পনা ছড়ানোর কোনো অবকাশ নেই।

বাংলার মাছ বাঙালির পাতে

মাছ উৎসব থেকে

তৃণমূলকে নিশানা দিলীপের

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর রাজনৈতিক তরজার নতুন কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল 'মাছ-রাজনীতি'। রবিবার কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট এলাকায় বিজেপি কর্মীদের উদ্যোগে আয়োজিত এক মাছ উৎসবে অংশ নিয়ে তৃণমূলের প্রচারকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা তথা নবনিযুক্ত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানিকতলা কেন্দ্রের জয়ী বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ও।বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়েছিল, বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার খাদ্যাভ্যাসের উপর প্রভাব পড়তে পারে এবং মাছ-মাংস খাওয়ার সংস্কৃতি বাধার মুখে পড়বে। সেই অভিযোগ খণ্ডন করতেই নির্বাচনের আগে বিভিন্ন এলাকায় মাছ নিয়ে প্রচারে নেমেছিল বিজেপি নেতৃত্ব। এবার ক্ষমতায় আসার পর সেই অবস্থান আরও জোরালোভাবে তুলে ধরতে মাছ উৎসবের আয়োজন করা হয় বলে বিজেপি সূত্রের দাবি।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য নানা ধরনের প্রচার চালানো হয়েছিল। আমরা তার জবাব কথায় নয়, কাজে দিতে চাই। বাংলার মানুষকে বাংলার মাছ-ভাত খাওয়ানো আমাদের সংস্কৃতিরই অংশ।তিনি আরও দাবি করেন, রাজ্যে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেও পূর্ববর্তী সরকার বাংলাকে মাছ উৎপাদনে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর করতে পারেনি। বিজেপি সরকার স্থানীয় উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নে জোর দেবে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।তাপস রায়ও একই সুরে বলেন, বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে মাছ-ভাতের ঐতিহ্য অটুট রাখতে বিজেপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর অভিযোগ, এতদিন মাছের বাজারে অনিয়ম ও দালালচক্রের কারণে সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়তেন। নতুন সরকার সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে উদ্যোগী হবে বলেও জানান তিনি।রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বার্তার মাধ্যমে জনসংযোগে জোর দিচ্ছে বিজেপি।

কান্না না থামায় ৫ মাসের শিশুকন্যাকে খুনের অভিযোগ, গ্রেপ্তার বাবা

অর্ক দাস, নয়া জামানা, কলকাতা ঃ কলকাতার ময়দান থানা এলাকায় ফের এক মর্মান্তিক শিশু মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একটানা কান্নায় বিরক্ত হয়ে নিজের পাঁচ মাসের শিশুকন্যাকে মুখ চাপা দিয়ে খুনের অভিযোগে দেবজিৎ জানা নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতকে শনিবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিনের আবেদন নাকচ করে ২২ মে পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।আদালত ও পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার রাতে অভিযুক্ত ওই যুবক ঘুমোনোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু পাশে থাকা শিশুটি অঝোরে কাঁদতে থাকায় সে মেজাজ হারিয়ে ফেলে।

অভিযোগ, বিরক্ত হয়ে সে শিশুটির মুখ টিপে ধরলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তার মৃত্যু হয়। এরপর প্রমাণ লোপাটের চেষ্টায় মৃতদেহটি ময়দানের একটি ভ্যাটে ফেলে দিয়ে সে চম্পট দেয়। টহলরত পুলিশ শিশুটির মায়ের হাহাকার শুনে তদন্তে নামে এবং শুক্রবার রাতে দেবজিৎকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশি জেরায় অভিযুক্ত নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে বলে জানা গেছে। সম্প্রতি ময়দান এলাকায় সৎবাবার হাতে এক বালিকা খুনের রেশ কাটতে না কাটতেই এই ঘটনায় এলাকাবাসীরা স্তম্ভিত। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল

যুবকের, আশঙ্কাজনক আরও ১

নয়া জামানা, হাওড়া ঃ শনিবার বিকেলে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল লক্ষ্মীকান্ত শাসমল (২৬) নামে এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার শ্যামপুর থানার কোলিয়া ঘোষপাড়া

এলাকায়। মৃত যুবকের বাড়ি শ্যামপুর থানারই আয়মা গোবরদহ গ্রামে। এই ঘটনায় বাইকে থাকা অন্য এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। তিনি বর্তমানে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে লক্ষ্মীকান্ত তাঁর এক বন্ধুকে বাইকের পিছনে বসিয়ে গড়চুমুক থেকে মাতাপাড়ার রাস্তা ধরে নিজের বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুই আরোহীর কারও মাথাতেই হেলমেট ছিল না। কোলিয়া ঘোষপাড়ার কাছে আচমকাই বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং সজোরে রাস্তার ধারের একটি দেওয়ালে ধাক্কা মারে। ধাক্কার অভিঘাতে দুজনেই রাস্তা ছিটকে পড়েন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা লক্ষ্মীকান্তকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে এবং দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ফাস্ট্যাগই ধরিয়ে দিল আততায়ীকে, চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডে বড় সাফল্য পুলিশের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের রহস্যময় হত্যাকাণ্ডে পুলিশের হাতে এল এক চাঞ্চল্যকর সূত্র। গত বুধবার রাতে নিজাম প্যালেস থেকে ফেরার পথে আততায়ীদের গুলিতে প্রাণ হারান তিনি। এই ঘটনার তদন্তে নেমে কলকাতা পুলিশ ওই এলাকায় থাকা একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে শুরু করে। আর সেই তদন্তেই উঠে এল এক নয়া মোড়। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, খুনের দিন চন্দ্রনাথের গাড়ির পথ আটকেছিল যে গাড়িটি, সেটি রাস্তায় একটি টোল প্লাজায় ফাস্ট্যাগের মাধ্যমে টাকা মিটিয়েছিল। সেই ফাস্ট্যাগ অ্যাকাউন্টের সূত্র ধরেই এবার অপরাধীদের জাল গুটিয়ে আনছে লালবাজার।প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, এই হত্যাকাণ্ডটি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘ পরিকল্পনার ফল। ঘাতকরা প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চন্দ্রনাথ রথের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল। তিনি কখন বাড়ি থেকে বেরোতেন এবং কোন পথে যাতায়াত করতেন, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছিল দুষ্কৃতীরা। ফাস্ট্যাগ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ওই গাড়ির মালিক এবং যাতায়াতের রুট সম্পর্কে পুলিশের কাছে এখন স্পষ্ট ধারণা রয়েছে। ইতিমধ্যেই এই মামলায় জড়িত সন্দেহে তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। ধৃতদের বয়ান এবং সিসিটিভি ফুটেজ মিলিয়ে দেখার কাজ চলছে। এই নৃশংস খুনের নেপথ্যে কোনো বড় ষড়যন্ত্র বা ব্যক্তিগত শত্রুতা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। হাই-প্রোফাইল এই খুনের ঘটনায় শহরজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে, তবে ফাস্ট্যাগের এই সূত্রটি তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ায় খুনিদের গ্রেফতারি এখন সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

কাউন্সিলরকে কুত্তা

বলে অপমান সুদীপের

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ ভোট পরবর্তী পরিস্থিতিতে উত্তর কলকাতা জেলা তৃণমূলে প্রকাশ্যে এল তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। দলীয় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সাংসদ ও কাউন্সিলরদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ঘিরে রবিবার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। ভাইরাল হওয়া ওই কথোপকথনকে কেন্দ্র করে দলের অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ সামনে চলে এসেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। জানা গিয়েছে, উত্তর কলকাতা জেলা তৃণমূলের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দলের কয়েকজন কাউন্সিলর ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অভিযোগ ওঠে, ফল প্রকাশের পর বহু কর্মী ঘরছাড়া হলেও তাঁদের পাশে দাঁড়াতে জেলা নেতৃত্ব সক্রিয় ভূমিকা নেয়নি। এই প্রসঙ্গে ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা সভাপতি তথা সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে মন্তব্য করেন বলে জানা যায়।

এর পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় দলীয় নেতাদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয়। পরে সাংসদের একটি মন্তব্য ঘিরে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। যদিও এই কথোপকথনের সত্যতা নিয়ে দলীয়ভাবে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

এন্টালিতে তৃণমূল কর্মী

খুনে গ্রেপ্তার আরও ১

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ এন্টালিতে তৃণমূল কর্মী তাপস নস্কর খুনের ঘটনায় আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে হাসনাবাদে অভিযান চালিয়ে ভোলা কর (৫০) নামে ওই ব্যক্তিকে পাকড়াও করা হয়। ধৃতকে রবিবার শিয়ালদহ এসিজেএম আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছেপুলিশ জানিয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরদিন গভীর রাতে এন্টালির চৌধুরী লেনে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাপস নস্করকে। তাঁকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। তদন্তে নেমে প্রথমে এক সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই ভোলা করের খোঁজ মেলে বলে দাবি তদন্তকারীদের।পুলিশ সূত্রে খবর, নিহতের স্ত্রীর দায়ের করা এফআইআরে ভোলা করের নাম উল্লেখ ছিল। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানার চেষ্টা চলছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তাপস নস্কর এলাকায় প্রোমোটিং সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অতীতে একাধিক অভিযোগও ছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। ভোটের আগে তাঁকে নজরদারিতেও রাখা হয়েছিল বলে সূত্রের খবর। কিছুদিন এলাকা ছেড়ে থাকার পর সম্প্রতি তিনি ফের এন্টালিতে ফিরে আসেন। তার পরেই এই খুনের ঘটনা ঘটে।তবে এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও যোগ নেই বলেই দাবি করেছে কলকাতা পুলিশ। পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা জানিয়েছেন, নির্মাণ ব্যবসা সংক্রান্ত বিবাদ ও দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের জেরেই এই খুনের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে।

কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 11-05-2026 09:12 Page 4

উত্তরবঙ্গ
নয়া জামানা

সন্দেহজনক বস্তু ঘিরে বোমাতঙ্ক শিলিগুড়িতে

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শনিবার গভীর রাতে শিলিগুড়ির প্রধান পাড়া পাইপলাইন এলাকায় একটি সন্দেহজনক বস্তু ঘিরে তীব্র বোমাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। মুহূর্তের মধ্যেই গোটা এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভক্তিনগর থানা-র পুলিশ। নিরাপত্তার স্বার্থে সঙ্গে সঙ্গেই এলাকা ঘিরে ফেলা হয় এবং সাধারণ মানুষকে ওই এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ঘটনাস্থলে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন করা হয়। পরে সেনাবাহিনীর বম্ব ডিসপোজাল টিম ঘটনাস্থলে এসে সন্দেহজনক বস্তুটি পরীক্ষা করে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া বস্তুটি একটি আর্টিলারি শেল বা শক্তিশালী বিস্ফোরক। সেনা সূত্রে অনুমান করা হচ্ছে, সিকিমে সাম্প্রতিক বন্যার সময় কোনওভাবে এই বিস্ফোরকটি ভেসে এসে কারও হাতে পড়ে থাকতে পারে। আতঙ্কের কারণে ওই ব্যক্তি সেটি প্রধান পাড়া পাইপলাইন এলাকায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায় বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর না থাকলেও গভীর রাতে এমন বোমাতঙ্কে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

৩০.৫০ সেকেন্ডে ইতিহাস

ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসে শিলিগুড়ির অনিন্দিতা

রিঙ্কু সরকার ।। নয়া জামানা ।। শিলিগুড়ি

বয়স যে শুধুই একটি সংখ্যা, তা আরও একবার প্রমাণ করলেন শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার বাসিন্দা অনিন্দিতা চ্যাটার্জী। ৫৩ বছর বয়সে মাত্র ৩০.৫০ সেকেন্ডে পবিত্র বাইবেল-এর ৬৬টি বইয়ের নাম নির্ভুলভাবে বলে তিনি স্থান করে নিয়েছেন ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস-এ। এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তাঁকে 'আইবিআর অ্যাচিভার' খেতাবে সম্মানিত করা হয়েছে।

শহরজুড়ে ইতিমধ্যেই এই সাফল্য নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। উল্লেখ যোগ্য বিষয় হল, এর আগে এই রেকর্ডটি ছিল ৩৬ সেকেন্ডের, তাও তুলনামূলকভাবে কম বয়সি এক প্রতিযোগীর দখলে। সেই রেকর্ড ভেঙে অনিন্দিতার এই সাফল্য নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত। দীর্ঘদিনের কঠোর অনুশীলন, একাগ্রতা এবং মানসিক দৃঢ়তার ফলেই এই কৃতিত্ব সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছেন তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল। ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীত ও নৃত্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত অনিন্দিতা চ্যাটার্জী। বর্তমানে তিনি শিলিগুড়ির একজন সুপরিচিত সংগীতশিল্পী, বিশেষত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের জন্য তাঁর আলাদা পরিচিতি রয়েছে। শিল্পচর্চার পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজেও তিনি সক্রিয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত, নৃত্য ও শিল্পীর সান্নিধ্যে থেকে নিজেকে গড়ে তুলেছেন এই শিল্পী। শুধু সংগীত নয়, ধর্মীয় ও সাহিত্যচর্চাতেও সমান আগ্রহ অনিন্দিতার। দীর্ঘদিন ধরে বাইবেল নিয়ে গবেষণা ও অধ্যয়নে যুক্ত তিনি। পাশাপাশি ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কে নিয়ে একটি বই লেখার পরিকল্পনাও রয়েছে তাঁর। নিজের সাফল্য প্রসঙ্গে অনিন্দিতা চ্যাটার্জী বলেন, এই স্বীকৃতি আমার কাছে অত্যন্ত আবেগের। দীর্ঘদিনের সাধনা, ধৈর্য ও একাগ্রতার ফল এই সাফল্য।

আমি কখনও ভাবিনি বয়স বাধা হতে পারে। আগামী দিনে আবার এই রেকর্ড ভাঙতে চাই। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই ওয়ার্ল্ড বুক অব রেকর্ডস-এ নাম তোলার প্রস্তুতি শুরু করেছেন।

লক্ষ্য, মাত্র ১৫ সেকেন্ডে ৬৬টি বইয়ের নাম সম্পূর্ণ বলা। শিলিগুড়ির সাংস্কৃতিক জগতের পরিচিত মুখ অনিন্দিতা চ্যাটার্জীর এই সাফল্য আজ শহরের গর্ব। শিল্প, সাধনা ও আত্মবিশ্বাসের মেলবন্ধনে তিনি প্রমাণ করে দিলেন;ইচ্ছাশক্তি থাকলে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে।

শৈলী নদীতে পাকা ব্রিজের দাবি

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত-এর অন্তর্গত বাসিলাডাঙ্গা ও নদীর ওপার প্রান্তের আখিলাবাড়ির মাঝখানে বয়ে যাওয়া শৈলী নদী-র উপর পাকা ব্রিজের দাবিতে বিক্ষোভে শামিল হলেন এলাকার বাসিন্দারা। দুটি গ্রামে মিলিয়ে প্রায় ৮০০ পরিবারের বসবাস। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রায় ৫০ বছর ধরে নদীর উপর কোনও স্থায়ী পাকা ব্রিজ না থাকায় নিত্যদিন চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। এলাকাবাসীদের দাবি, বামফ্রন্ট সরকার থেকে শুরু করে পরবর্তী তৃণমূল সরকারের আমলেও এই নদীর উপর পাকা ব্রিজ নির্মাণের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে ছাত্রছাত্রী, সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েই নদী পারাপার করতে হয়। বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। নদীতে ডুবে একাধিক মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ। সম্প্রতি কয়েকজন ভেসে গেলেও স্থানীয়দের তৎপরতায় তাঁদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়। গ্রামবাসীরা জানান, মাঝেমধ্যে বাঁশের সাঁকো তৈরি করা হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী বা নিরাপদ নয়। কৃষিপ্রধান এই এলাকায় উৎপাদিত ফসল বাজারে নিয়ে যেতে এবং রোগীদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে এক কিলোমিটারের পথ ঘুরে প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিতে হয়। এতে যেমন সময় নষ্ট হয়, তেমনি আর্থিক ক্ষতিরও সম্মুখীন হতে হয়। এলাকাবাসীরা জানান, বর্তমান নতুন সরকার ও স্থানীয় বিধায়ক ডালিম রায়-এর কাছে তাঁরা পাকা ব্রিজ নির্মাণের দাবি জানাবেন। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, আগামী দিনে আর বাঁশের সাঁকো মানা হবে না। যত দ্রুত সম্ভব শৈলী নদীর উপর একটি স্থায়ী পাকা ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে এদিন তাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

চেকপোস্টে পুলিশি তৎপরতায় গ্রেপ্তার নকল আধিকারিক

প্রদীপ কুণ্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর অ্যাকশন মুডে দেখা গেল পরিবহন দপ্তর ও পুলিশকে। আসাম,বাংলা সীমান্ত সংলগ্ন নাজিরান ডিউতিখাতা মোটর ভেহিকেল চেকপোস্ট এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পরিবহন দপ্তরের নাম ভাঙিয়ে তোলাবাজির অভিযোগ উঠছিল। বিশেষ করে ভিন রাজ্যের ট্রাক চালকদের একাংশের অভিযোগ, কয়েকজন ব্যক্তি নিজেদের পরিবহন দপ্তরের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে নিয়মিত অর্থ আদায় করছিল। এতদিন অভিযোগ গুরুত্ব না পেলেও সাম্প্রতিক সময়ে প্রশাসনের তৎপরতায় তদন্ত শুরু হয়। সম্প্রতি রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গঠনের পর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শুভেন্দু অধিকারী। এরপরই কোচবিহার জেলা পরিবহন দপ্তর ও বক্সিরহাট থানা-র যৌথ উদ্যোগে অভিযোগের তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে নেমে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আসামের শ্রীরামপুর,গোসাইগাঁও এলাকার দুই বাসিন্দা চঞ্চল দাস (৪২) ও ভূপেন চন্দ্র দাস (৩৭)। অভিযোগ, তারা দীর্ঘদিন ধরে চেকপোস্ট এলাকায় ট্রাক চালকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছিল। জেলা পরিবহন আধিকারিক নবীন চন্দ্র অধিকারী জানান, অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশকে জানানো হয়। অন্যদিকে তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্নেধারা মনোজ কুমার জানান, তদন্ত শেষে ধৃতদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের তুফানগঞ্জ আদালত-এ পেশ করা হলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্ত এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন ট্রাক চালক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ।

খুদেদের ফুটবলে উৎসব চক মৌলানি মাঠে

সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ শিশুদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে ও মাঠমুখী করে তুলতে জলপাইগুড়ির ক্রান্তি ব্লকের চক মৌলানি হরিসভা মাঠে অনুষ্ঠিত হলো এক দিবসীয় অনূর্ধ্ব-১৪ ফুটবল প্রতিযোগিতা। রাধা গোবিন্দ জিউ দেব ট্রাস্ট ফুটবল কোচিং সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় রবিবার সকাল থেকেই মাঠজুড়ে ছিল উৎসবের আমেজ। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ছয়টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ছোট ছোট ফুটবলারদের প্রাণবন্ত খেলা, দলগত সমন্বয় ও জয়ের লড়াই উপভোগ করতে মাঠে ভিড় জমান বহু অভিভাবক ও ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ। খুদে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে বারবার করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে গোটা মাঠ। আয়োজকদের বক্তব্য, বর্তমান সময়ে শিশুদের মধ্যে মোবাইল ফোনের প্রতি আসক্তি বাড়ছে, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সেই কারণেই শিশুদের সুস্থ, সক্রিয় ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। এই লক্ষ্যেই অনূর্ধ্ব-১৪দের নিয়ে এমন ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। খেলা শেষে অংশগ্রহণকারী দল ও কৃতী খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে নিয়মিতভাবে এই ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের আশ্বাস দেন উদ্যোক্তারা।

পারিবারিক বিবাদে উত্তপ্ত নকশালবাড়ি

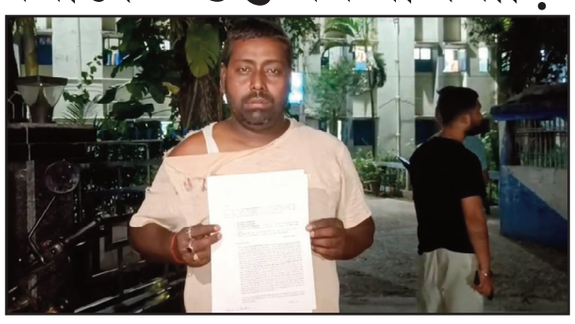

নয়া জামানা, নকশালবাড়ি ঃ পুরনো পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে নকশালবাড়ি-র দক্ষিণ কোটিয়াজোট এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়াল। ঘটনায় পলাশ সূত্রধর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের উপর মারধরের অভিযোগ উঠেছে। যদিও ভারতীয় জনতা পার্টি-র তরফে দাবি করা হয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই, এটি সম্পূর্ণ পারিবারিক বিবাদের ফল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ কোটিয়াজোট এলাকার বাসিন্দা পলাশ সূত্রধর ও শুভঙ্কর সূত্রধর সম্পর্কে পিসতুতো ভাই। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের মধ্যে পারিবারিক বিবাদ চলছিল। পলাশ সূত্রধর তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থক এবং শুভঙ্কর সূত্রধর বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত। অভিযোগ, শনিবার রাস্তায় একা পেয়ে পলাশকে আটকে বেধড়ক মারধর করা হয়। তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে তাঁর বাবা-মাকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

গুরুতর আহত অবস্থায় পলাশের বাবা ও মাকে নকশালবাড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আক্রান্ত পলাশ সূত্রধরের দাবি, দীর্ঘদিনের পারিবারিক বিবাদের পাশাপাশি বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর রাজনৈতিক বিদ্বেষও এই হামলার অন্যতম কারণ। অন্যদিকে বিজেপির নকশালবাড়ি মণ্ডল সভাপতির বক্তব্য, এই ঘটনাকে অযথা রাজনৈতিক রঙ দেওয়া হচ্ছে, এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। ঘটনার পর পলাশ সূত্রধর নকশালবাড়ি থানায় শুভঙ্কর সূত্রধর-সহ আরও তিনজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি উঠেছে। যদিও অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মাছে-ভাতে আবীর খেলায় উল্লাস বিজেপির

অশোক মিত্র, নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ রাজ্যে বিপুল সংখ্যক আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর গোটা রাজ্যজুড়ে বিজয় উৎসবে মেতে উঠেছেন ভারতীয় জনতা পার্টি-র কর্মী ও সমর্থকরা। রবিবার ধূপগুড়ি পুরসভার একাধিক ওয়ার্ডে জমজমাট বিজয় উৎসবের ছবি ধরা পড়ে। শহরের ১, ৩, ৭ ও ১১ নম্বর ওয়ার্ডের অলিগলি ধরে বর্ণাঢ্য মিছিল বের হয়। গেরুয়া আবীর মেখে, ব্যান্ড পার্টি ও ডিজের তালে নেচে কর্মী-সমর্থকরা আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেন। কয়েকটি ওয়ার্ডে মিছিলের পাশাপাশি মাছে-ভাতের আয়োজন করা হয়। প্রতিটি মিছিলে পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মহিলা কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষও এই বিজয় মিছিল প্রত্যক্ষ করেন। বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, দীর্ঘদিনের অপশাসনের জঙ্গলরাজ থেকে মুক্তি মিলেছে বলেই এই বিজয় উৎসব। আগামী দিনে বিধানসভা এলাকাজুড়েও ধাপে ধাপে এই উৎসব চলবে বলে জানান তারা। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ধূপগুড়ি পুরসভার নির্বাচন হয়নি। পুরবোর্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর প্রথমে পুর প্রশাসক মণ্ডলী এবং পরে মহকুমাশাসক পুরসভার দায়িত্বে ছিলেন। এবারের নির্বাচনে ধূপগুড়ি পুরসভায় বিজেপি প্রায় ১৩ হাজার ভোটের লিড পেয়েছে, যা লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় অনেকটাই বেশি। ধূপগুড়ি বিধানসভার যুব মোর্চার কনভেনর শুভঙ্কর মল্লিক বলেন, শহরের মানুষ বিজেপির উপর ভরসা রেখেছেন। উন্নয়নের মাধ্যমেই এই ঋণ শোধ করা হবে। মহিলা নেত্রী রাধা মল্লিকের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে নারীদের উপর অত্যাচার বেড়েছিল, এবার বিজেপি ক্ষমতায় আসায় নারীরা সুরক্ষিত থাকবে। ক্ষমতায় আসার আনন্দে তাই প্রতিটি ওয়ার্ডে বিজয় মিছিল চলছে।

বিশ্ববাংলা তোরণে তাণ্ডব দুষ্কৃতীদের

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ রাতের অন্ধকারে সরকারি সম্পত্তিতে ভাঙচুর চালিয়ে আতঙ্ক ছড়াল দুষ্কৃতীরা। আলিপুরদুয়ার শহরের প্রবেশপথ শোভাগঞ্জে নবনির্মিত 'বিশ্ববাংলা' তোরণে ভাঙচুরের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই দৃষ্টিনন্দন তোরণের আলোকসজ্জা এবং বিশ্ববাংলার প্রতীক সংবলিত গোলক ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটে। আলিপুরদুয়ার পুরসভার উদ্যোগে শহরের সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে শোভাগঞ্জ এলাকায় তিনটি বড় তোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রতিটি তোরণের মাথায় ছিল বিশ্ববাংলার লোগোযুক্ত গোলক ও আলোকসজ্জা। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, রাত আনুমানিক ২টা নাগাদ একটি বাইকে করে তিন দুষ্কৃতী এসে পরিকল্পিতভাবে তোরণগুলিতে ভাঙচুর চালায়। ঘটনার পাশের একটি পেট্রোল পাম্পের সিসিটিভি ক্যামেরায় পুরো ঘটনা ধরা পড়েছে। রবিবার সকালে দোকান খুলে এই ধ্বংসলীলা দেখে ব্যবসায়ীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের অভিযোগ, জনবহুল এলাকায় সরকারি সম্পত্তি এভাবে নষ্ট হওয়া প্রশাসনিক নিরাপত্তার অভাবকেই তুলে ধরছে। দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠেছে। ঘটনার খবর পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে আলিপুরদুয়ার পুরসভা কর্তৃপক্ষ। জেলা প্রশাসন ও পুলিশকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের শনাক্তের কাজ শুরু করেছে। হামলার পেছনে কী উদ্দেশ্য ছিল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার,
জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং জেলার
মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে
সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

১১ মে ২০২৬

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

বাড়ির কাছেই উদ্ধার যুবকের দুর্গন্ধযুক্ত মৃতদেহ, মৃত্যু ঘিরে রহস্য

সাজাহান আলি , নয়া জামানা , দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ শুক্রবার রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হওয়া এক বাসিন্দার দুর্গন্ধযুক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল রবিবার সকালে। এটি স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক মৃত্যু ;নাকি খুন তা নিয়ে দ্বন্দে পড়েছেন এলাকার মানুষজন। মৃতদেহ উদ্ধারের এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ থানার সাহাপুকুর গ্রামে রবিবার সকাল ১১ টা নাগাদ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , মৃত ব্যক্তির নাম মঞ্জুরুল মন্ডল (৪২)। পেশায় ছোট কৃষক , কখনো বা দিনমজুর আবার কোনো সময় মাছ চাষের কাজও করতেন এই ব্যক্তি। ঘটনার খবর পেয়ে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , মনজুরুল মন্ডল নামের এই ব্যক্তি শুক্রবার রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফিরে আসেন নি।স্থানীয় বাজারে শুক্রবার রাতে তাকে শেষ দেখা গিয়েছিল বলে স্থানীয়রা জানান।এরপর শনিবার বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তার কোন হদিস পাননি পরিবারের লোকজন। রবিবার সকাল ১১ টা নাগাদ স্থানীয় মানুষজন তাকে বাড়ি থেকে প্রায় ৬০০ মিটার দূরে পাকা রাস্তার পাশে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সকলকে খবর দেন। বাসিন্দারা ছুটে এসে দেখেন মৃতদেহটি ফুলে ফেপে ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গিয়েছে। মৃতের চোখে , মুখে প্রচুর মশা , মাছি , পোকা ভিড় করেছে। ভীষণ দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ায় অনেকে মৃতদেহের কাছাকাছি যেতে পারছিলেন না। পরে খবর পেয়ে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে কুমারগঞ্জ থানার আইসি মানবেন্দ্রনাথ সাহা বলেন , সাহাপুকুর গ্রামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তিনি নেশা করতেন বলে জানতে পেরেছি।মৃতদেহের পাশে ইনজেকশনের সিরিঞ্জও উদ্ধার করা হয়েছে। আইসি বলেন , অতিরিক্ত নেশার ডোজের কারণেও মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে । তবে ময়নাতদন্তের পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশের তরফে তদন্ত শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে , মৃত ব্যক্তির একটি ছেলে কোরানের হাফেজ হওয়ার জন্য বর্ধমান জেলায় একটি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছে। তবে পরিবার তথা এলাকার মানুষজন এটি নেশার কারণে মৃত্যু , নাকি খুন তা নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছেন না।

স্নান করতে নেমে ভাগীরথীর জলে তলিয়ে গেল কিশোর

গোলাম হাবিব, নয়া জামানা, মালদা ঃ মালদার সাদুল্লাপুর নদীঘাটে বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে নেমে নিখোঁজ হয়ে গেল দশম শ্রেণির এক ছাত্র। রবিবার বিকেলের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। নিখোঁজ কিশোরের নাম অরূপ দাস (১৫)। সে মালদা শহরের বুড়াবুড়িতলা এলাকার বাসিন্দা এবং মালদা টাউন হাইস্কুলের ছাত্র বলে জানা গিয়েছে।স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে খবর, রবিবার দুপুরে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সাদুল্লাপুর নদীঘাটে যায় অরূপ। পরে বিকেলের দিকে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নামলে আচমকাই জলে তলিয়ে যায় সে। বিষয়টি নজরে আসতেই বন্ধুরা চিৎকার শুরু করে।
এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত নদীতে নেমে তল্লাশি অভিযান শুরু করেন।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা। তাঁরাও উদ্ধারকাজে নামেন। তব সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলেও নদীতে তলিয়ে যাওয়া ওই কিশোরের কোনও খোঁজ মেলেনি। ঘটনাকে ঘিরে সাদুল্লাপুর নদীঘাট এলাকায় উদ্বেগ ও শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

প্রশাসনের সহযোগিতায় খুলল লম্বু বালা চা বাগান, খুশির হাওয়া শ্রমিক মহলে

সুবল গোপ, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ দীর্ঘ চার বছর বন্ধ থাকার পর অবশেষে প্রশাসনের সহযোগিতায় খুলল জেলার চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালী অঞ্চলের কাঁচাকালী এলাকার লম্বু বালা টি প্লান্টেশন প্রাইভেট লিমিটেড। রবিবার সকালে প্রশাসনের উপস্থিতিতে বাগানের মালিকপক্ষ, স্টাফ ও শ্রমিকদের নিয়ে পুনরায় বাগানের কাজ শুরু হয়।দীর্ঘদিন পর বাগানের দখল ফিরে পাওয়ায় মালিকপক্ষ, কর্মচারী ও শ্রমিকদের মধ্যে খুশির আবহ লক্ষ্য করা যায়।মালিক পক্ষের শরৎ কুমার কেজরিওয়াল জানান, কয়েক দশক আগে থেকেই কাঁচাকালী এলাকার ঝুটিয়ায় প্রায় ৩২বিঘা জমিতে তাঁদের চা বাগান রয়েছে। এই বাগানে তিনজন স্টাফ-সহ প্রায় ৭৫ জন শ্রমিক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।তিনি অভিযোগ করেন, ২০২২ সালে একশ্রেণির মানুষ নকল দলিল তৈরি করে জোরপূর্বক বাগান দখলের চেষ্টা চালায়। এরপর থেকেই বাগান কার্যত বন্ধ হয়ে পড়ে। মালিকপক্ষ, স্টাফ ও শ্রমিকদের বাগানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করেন তিনি।তিনি আরও জানান, দীর্ঘ চার বছর ধরে তাঁরা বহুবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও প্রশাসনের কোন সহযোগিতা না পাওয়ায় চা বাগান বন্ধ হয়ে যায়।যার ফলে একদিকে যেমন মালিকপক্ষের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, অন্যদিকে শ্রমিকরাও চরম আর্থিক সংকটে পড়েন। পাশাপাশি চা পাতা তোলা বন্ধ থাকায় শ্রমিক ও স্টাফদের নিয়মিত মজুরি দেওয়াও সম্ভব হয়নি।
অবশেষে প্রশাসনের সহযোগিতায় রবিবার চা বাগানটি পুনরায় চালু করা হয়। দীর্ঘ চার বছর পর বাগান ফিরে পাওয়ায় প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান মালিক পক্ষ। বন্ধ বাগান খোলায় খুশির হাওয়া দেখা যাচ্ছে শ্রমিক মহলেও ।

মাধ্যমিকের দুই কৃতীকে সংবর্ধনা এবিভিপির

নয়া জামানা,মালদহ ঃ মাধ্যমিকে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়া দুই মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা জানিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য কামনা করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। রবিবার মালদহের ইংরেজবাজার ব্লকের কোতুয়ালি এলাকায় এই বিশেষ শুভেচ্ছা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন প্রথমে এবিভিপির সদস্যরা কোতুয়ালি আরাপুর গার্লস হাইস্কুলের কৃতী ছাত্রী কৃত্তিকা দাসের বাড়িতে পৌঁছন। সেখানে পুষ্পস্তবক, উপহার সামগ্রী ও শুভেচ্ছাবার্তার মাধ্যমে তাকে অভিনন্দিত করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে তার আগামী দিনের উচ্চশিক্ষা ও জীবনের সাফল্যের জন্য শুভকামনা জানানো হয়। পাশাপাশি পড়াশোনার প্রতি আরও মনোযোগী হয়ে সমাজের মুখ উজ্জ্বল করার আহ্বানও জানানো হয়।এরপর এবিভিপির সদস্যরা আরাপুর বয়েজ হাইস্কুলের কৃতী পরীক্ষার্থী উজ্জ্বল সাহার বাড়িতে যান। তাকেও ফুল উপহার দিয়ে সম্মান জানানো হয়।সংগঠনের সদস্যরা বলেন, ছাত্রছাত্রীদের এই ধরনের সাফল্য অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করে।এই সংবর্ধনা কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এবিভিপির সদস্য দেবেশ মণ্ডল, রাহুল মণ্ডল-সহ অন্যান্য সদস্যরা। শিক্ষাক্ষেত্রে মেধাবীদের উৎসাহ দিতে ভবিষ্যতেও এমন উদ্যোগ চলবে বলে জানান সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

রাস্তা নির্মাণে ব্যবহার নিম্নমানের সামগ্রী, অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে সরব এলাকাবাসী

কুঞ্জ বিহারী শর্মা, নয়া জামানা, মালদা ঃ রাস্তার কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন এলাকাবাসী। ঘটনাটি পুরাতন মালদা পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের নবাবগঞ্জ দত্তপাড়া এলাকার।
রবিবার দুপুর বারোটা নাগাদ রাস্তা মেরামতির কাজ চলাকালীন স্থানীয় বাসিন্দারা কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান।
এলাকাবাসীদের অভিযোগ, প্রায় ২ লক্ষ ২ হাজার ২৩২ টাকা ব্যয়ে ১৩০ মিটার রাস্তা মেরামতের কাজের বরাদ্দ থাকলেও বাস্তবে নিয়ম মেনে কাজ করা হচ্ছে না। তাঁদের দাবি, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে এবং রাস্তার বেস মজবুত না করেই তড়িঘড়ি কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফলে এই রাস্তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, ঠিকাদারি সংস্থার গাফিলতির কারণেই কাজের মান অত্যন্ত খারাপ হচ্ছে। কাজের গুণগত মান খতিয়ে দেখে পুনরায় সঠিকভাবে রাস্তা নির্মাণের দাবি তুলেছেন তাঁরা। এদিন বিক্ষোভের জেরে কিছু সময়ের জন্য রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।এ বিষয়ে পুরাতন মালদা পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তপন চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ঋণের বোঝা সইতে না পেরে আত্মঘাতী সিভিক ভলান্টিয়ার, অসহায় পরিবারের পাশে বিধায়ক রহিম বক্সী

নয়া জামানা,মালদহ ঃ ঋণের দায় ও আর্থিক অনটনের চাপ শেষ পর্যন্ত কেড়ে নিল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের প্রাণ।মালদহের চাঁচলের ভাগভাদো এলাকায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন সিভিক ভলান্টিয়ার রিন্টু আলি। তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়াতে মৃতের বাড়িতে পৌঁছান মালতীপুরের তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ঋণের চাপে ভুগছিলেন রিন্টু।

সংসারে আর্থিক টানাপোড়েন ক্রমশ বাড়ছিল।সেই মানসিক অবসাদ থেকেই নিজের বাড়িতেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি।ঘটনার পর থেকেই পরিবারে নেমে এসেছে চরম দুর্দশা।মৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক। তিনি তাঁদের সমবেদনা জানান এবং সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন।পাশাপাশি রিন্টু আলির স্ত্রীর জন্য সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করার দাবিতে মালদহ জেলা পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাবেন বলেও জানান তিনি।বিধায়কের এই আশ্বাসে কিছুটা হলেও ভরসা ফিরে পেয়েছে শোকস্তব্ধ পরিবার।

ছেলেধরা সন্দেহে চার যুবককে গণপিটুনি

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ ছেলেধরা গুজবে গণপিটুনি। রবিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল বালুরঘাটের বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের আসইর এলাকা। অভিযোগ, মারধরের জেরে এক কিশোরের কান ফেটে রক্তও ঝড়ে। পরে গ্রামবাসীরাই পুলিশে খবর দেয়।
ঘটনাস্থলে পৌঁছে চার জনকে উদ্ধার করে বালুরঘাট থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে খবর, মালদার সুজাপুরের চাঁদপাড়া গ্রামের ওই চার কিশোর বোল্লা এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকত। প্লাস্টিকের বোতল ও ভাঙাচোরা জিনিসপত্র কুড়িয়ে বিক্রি করাই তাদের পেশা। রবিবার বিকেলে তারা আসইর গ্রামে পৌঁছয়। অভিযোগ, একটি অ্যালুমিনিয়ামের ভাঙা হাঁড়ি বস্তায় ভরার সময়ে কয়েকজন গ্রামবাসী তাদের ধরে ফেলে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কয়েকজন মত্ত যুবক প্রথমে ওই কিশোরদের মারধর শুরু করে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেলে প্রাণ বাঁচাতে সেই চার যুবক দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে ছেলেধরা বলে চিৎকার শুরু হয়। ফলে মুহূর্তের মধ্যে আশপাশের গ্রাম থেকেও লোক জড়ো হয়ে যায়। তারপর শুরু হয় গণপিটুনি।যদিও স্থানীয় যুবক বলেন, গ্রামে শিশু চুরির কোনও ঘটনা ঘটেনি। শুধুমাত্র গুজব ছড়িয়েই ওদের মারধর করা হয়েছে।অন্য দিকে রাহুল মার্ডি ও সমীর কিস্কু নামে দুই যুবকের দাবি, মাঠে ফুটবল খেলার সময় ছেলেধরা চিৎকার শুনে গিয়ে দেখি চার জন দৌড়ে পালাচ্ছে। পরে ওদের ধরা হয়। পকেট থেকে ব্লেড-সহ কিছু জিনিসও পাওয়া গিয়েছে। আক্রান্ত কিশোরদের দাবি, তারা সুজাপুর থেকে কাজের সূত্রে এখানে এসেছিল। একটি ভাঙা হাঁড়ি তুলতেই কয়েক জন ধরে মারধর শুরু করে।ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। বর্তমানে চার জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করেও চিন্তায় দিন কাটছে কৃষক কন্যার

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ সামান্য কৃষক পরিবারের মেয়ে খাদিজাতুল কুবুরা। বাড়ি থেকে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব প্রায় ৬ কিলোমিটার। এতটা পথ কোনদিন সাইকেলে , কোনদিন টোটোতে চেপে বা আংশিক হেঁটে বহু কষ্টে বিদ্যালয় যেত ভোলানাথপুর গ্রামের এই মেধাবী ছাত্রী।পরিশ্রম করলে যে তার সুফল পাওয়া যায় তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রত্যন্ত গ্রামের এই মেয়েটি। সদ্য প্রকাশিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে ৬৬৭ নম্বর পেয়ে কুমারগঞ্জ ব্লকে দ্বিতীয় হয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সে। অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের এই ছাত্রী খাদিজাতুল কুবুরার বিষয়ভিত্তিক নম্বর গুলি হল - বাংলায় ৯৫ , ইংরেজি ৮৫ , গণিত ৯১ , ভৌত বিজ্ঞান ৯৯ , জীবন বিজ্ঞান ১০০ , ইতিহাস ৯৯ , ভূগোল ৯৮। শতাংশের হিসাবে ৯৫.১৪ শতাংশ নম্বর। এরপর খাদিজার ইচ্ছা বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করে চিকিৎসক হওয়ার। সেই লক্ষ্য নিয়ে ইতিমধ্যেই সে বহু কষ্টে হাওড়া জেলার আল আমিন মিশন এর উলুবেরিয়া মহিলা শাখায় ভর্তি হয়ে ক্লাস শুরু করেছে । খাদিজাতুল কুবুরার বাবা খারিজুল মিয়া একজন সামান্য কৃষক। মা ইসমোতারা খাতুন স্থানীয় একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকা। দুই সন্তান সহ এই পরিবারে লেখাপড়ার খরচ যোগাতে অভাব অনটন নিত্য সঙ্গী। খাদিজাতুলের মামা সব সময় পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বলে, প্রত্যন্ত গ্রামের এই ছাত্রী এত ভালো রেজাল্ট করে এই জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছে। কুমারগঞ্জ হাই স্কুলের টিচার ইনচার্জ ক্ষীরদ চন্দ্র বর্মন সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলে এই মেয়েটির মেধা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভীষণ আশাবাদী। কিন্তু এরপরে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা , নিট পরীক্ষার প্রস্তুতি ও উচ্চ শিক্ষার বিরাট খরচ বহন করবে কে ?খাদিজাতুলের বাবা ও মা উভয়ে জানালেন , সামান্য জমির ফসল আর শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের যত সামান্য আয় দিয়ে বহু কষ্টে সংসার চলে। এরপরে কিভাবে মেয়ের পড়াশোনার খরচ যোগাবো ভেবে উঠতে পারছি না। তাই পড়াশোনার ক্ষেত্রে সরকারি কিংবা বেসরকারি তরফে কোন সাহায্য সহযোগিতা পেলে খুব ভালো হয়। বলা বাহুল্য , কবিতা লেখা , কবিতা আবৃত্তি ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক গুণের অধিকারী কৃতি ছাত্রী খাদিজাতুল কুবুরাও চাইছে , তার উচ্চশিক্ষা যেন আর্থিক অভাবে বন্ধ হয়ে না যায়। সরকারি , বেসরকারি বা কোনো সংস্থার তরফে তার পড়াশোনায় সহযোগিতা করলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে বলে জানাই এই কৃতি ছাত্রী। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর ৭৩১ ৯৪৩ ৪৭ ৫৮।

বিশ্ব মাতৃ দিবসে নাগরিক কমিটির সদস্যদের মায়েদের বিশেষ শ্রদ্ধা

নয়া জামানা, মালদা ঃ 'জননীই শক্তির উৎস'- রবিবার বিশ্ব মাতৃ দিবসে মায়েদের সম্মাননা জ্ঞাপন করলেন পুরাতন মালদা পৌরসভার ১২নং ওয়ার্ডের অরাজনৈতিক নাগরিক কমিটির সদস্যরা। যার অঙ্গ হিসেবে এদিন ওই ওয়ার্ডের দুজন মাকে বেছে নিয়ে তাদের বিশেষ সম্মান প্রদান করা হলো। মায়েদের গলায় উত্তরীয় পরিয়ে, হাতে গাছ তুলে দিয়ে তাদের সংবর্ধিত করা হলো। তার সঙ্গে তাদের বিশ্ব মাতৃ দিবসের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের ছবিও নজরে আসে। এদিনের এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন কর্মসূচির অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন নাগরিক কমিটির সদস্য তথা পেশায় স্কুল শিক্ষক জয়ন্ত কুমার দাস।
এই বিশেষ দিন উপলক্ষে তিনি জানান, আজ বিশ্ব মাতৃ দিবস। তাই মায়েদের সম্মাননা জ্ঞাপন কর্মসূচি গ্রহণ করলাম।
১২নং ওয়ার্ডের দুজন মাকে আমরা সংবর্ধনা জানালাম। তারমধ্যে রয়েছেন মল্লিকা কানু নামে এক মা, যার স্বামী চিত্র সাংবাদিক মানিক কানু গত দশ বছর আগে দুর্ঘটনার মারা গেছেন।
কিন্তু স্বামী মারা গেলেও তিনি কঠোর পরিশ্রম করে তার ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন।
অন্যদিকে আমিনা বেওয়া নামে এক প্রবীণা মা, যিনি বহু অভিজ্ঞতার পরিচয়বাহী। তাকেও আজ সংবর্ধনা জানানো হলো।

উত্তর দিনাজপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদা জেলার জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

বনবাসের অবসান! পালাবদল হতেই নিজের ভিটেয় ফিরলেন বুথ সভাপতি

নয়া জামানা, মালদা ঃ দীর্ঘ পাঁচ বছরের লড়াইয়ের অবসান ঘটল। বঙ্গে ফুটেছে পদ্ম। আর রাজ্যে এই পালাবদলের পর অবশেষে সপরিবারে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের নিজের বাড়িতে ফিরলেন বিজেপির বুথ সভাপতি কালাচাঁদ দাস। কিন্তু ঘরে ফেরার আনন্দ ছাপিয়ে এখন তাঁর মনে দানা বাঁধছে নতুন আশঙ্কা। তাঁর অভিযোগ, একসময় যারা তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থেকে তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল, এখন তারাই গেরুয়া আবির মেখে বিজেপিতে আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করছে।২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর থেকে কালাচাঁদ বাবুর জীবনে নেমে এসেছিল অন্ধকারের কালো মেঘ। অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁর বাড়ি ও দোকান ভাঙচুর করে এবং তাঁকে ও তাঁর ছেলেকে নৃশংসভাবে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। দেড় মাস জেল খাটার পর আতঙ্কে ও নিজের পরিবারের প্রাণ বাঁচাতে ভিটেমাটি ছেড়ে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ শুরু করেন তিনি। এবছর ভোটের আগে এলাকায় পরিবর্তনের হাওয়া আঁচ করে ফিরলেও এতদিন কার্যত আড়ালেই ছিলেন।কিন্তু বিজেপির জয়ের পর কালাচাঁদ বাবুর আক্ষেপ, যাদের অত্যাচারে আমি আজ সর্বস্বান্ত, তারাই এখন বিজেপির পতাকা নিয়ে ঘুরছে।

বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের জেরে রায়গঞ্জ মেডিকেলে সাময়িকভাবে বন্ধ অক্সিজেন প্ল্যান্ট

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ ভোররাতে বড়সড় বিদ্যুৎ বিভ্রাট। আর তার জেরেই আচমকাই স্তব্ধ হয়ে গেল রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অক্সিজেন উৎপাদন ব্যবস্থা।
দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও শনিবার বিকেল পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায় তীব্র উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পরে হাসপাতাল চত্বরে। বিশেষ করে এসএনসিইউ এবং সিসিইউ -এর মতো অতি-সংকটজনক বিভাগে ভর্তি থাকা রোগীদের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠছে শুরু করেছে।হাসপাতাল সূত্রে খবর, শনিবার ভোররাতে হাসপাতালের অক্সিজেন প্ল্যান্টের প্রধান বিদ্যুৎবাহী কেবলে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। মুহূর্তের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ, যার ফলে অক্সিজেন উৎপাদনের সমস্ত যন্ত্রাংশ অচল হয়ে যায়।
খবর পাওয়ার সাথে সাথেই হাসপাতালের টেকনিক্যাল ও মেকানিক্যাল বিভাগের কর্মীরা মেরামতির কাজে হাত দেন। প্রসঙ্গত, ৬০০ শয্যার এই হাসপাতালে প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়।যদিও হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার সৌনক কুমার ঘোষ জানিয়েছেন, টেকনিক্যাল ও মেকানিক্যাল, এই দুই বিভাগ একযোগে কাজ করছে এবং মজুত অক্সিজেন শেষ হওয়ার আগেই পরিষেবা স্বাভাবিক হবে বলেই আশাবাদী কর্তৃপক্ষ।অক্সিজেন প্ল্যান্টের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবনদায়ী ইউনিটে কেন কোনো বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ছিল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আশাবাদী যে, দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে, তবুও সময়সীমা যত কমছে, ততই বাড়ছে সাধারণ মানুষের আতঙ্ক।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 11-05-2026 09:12 Page 6

সকলের মুখ্যমন্ত্রী হওয়াই বাংলার কৃষ্টি - শুভেন্দু অধিকারীর শপথে অধীরের বার্তা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ শনিবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর শপথগ্রহণ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়। সেই দিনই তাঁর উদ্দেশে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্রের পরাজিত প্রার্থী অধীর চৌধুরী। বহরমপুরে কংগ্রেস পার্টি অফিসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, শুভেন্দু অধিকারীর তসকলের মুখ্যমন্ত্রীদ হওয়ার ঘোষণাকে তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন। তাঁর মতে, তএটাই বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং সভ্যতা। হিন্দু-মুসলমান, আদিবাসী, জনজাতি;সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলাই বাংলার ঐতিহ্য।দ তিনি আরও বলেন, তউনি যদি সত্যিই সকলের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উঠতে পারেন, তবে বাংলার মানুষ তাঁকে সমর্থন করবে। এই রাজ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের বাংলা;এখানে সকলের জন্য সমান সুযোগ ও সম্মান থাকা প্রয়োজন।দ তবে একইসঙ্গে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন নিয়ে কিছুটা সংশয়ও প্রকাশ করেন অধীর চৌধুরী। তাঁর কথায়, তমুখে বলা যতটা সহজ, কাজে করে দেখানো ততটাই কঠিন। দল কতটা সহযোগিতা করবে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি, নতুন সরকার মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করবে।দ তিনি আরও উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে রাজ্যে তডবল ইঞ্জিন সরকারদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখন সাধারণ মানুষের উন্নয়নই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিরোধী হিসেবে নিজেদের ভূমিকার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, তভুল হলে আমরা প্রতিবাদ করব;এটাই গণতন্ত্র।দ রাজ্যে বিজেপির উত্থান নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকারও সমালোচনা করেন অধীর চৌধুরী। তাঁর দাবি, দীর্ঘ সময় ধরে নেওয়া রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও অবস্থানই বর্তমান পরিস্থিতির জন্য আংশিকভাবে দায়ী। এছাড়াও, মুর্শিদাবাদ জেলার উন্নয়নের জন্য একাধিক দাবি জানান তিনি। বিশেষ করে রেল ও শিল্পক্ষেত্রে উদ্যোগ, কৃষি নির্ভর জেলায় পাট শিল্প স্থাপন, এবং পরিযায়ী শ্রমিক নির্ভরতার পরিবর্তে স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর জোর দেন তিনি। সবশেষে অধীর চৌধুরীর মন্তব্য, তসরকার যেন সকলের হয়, আর মুখ্যমন্ত্রী যেন সত্যিই সকলের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওঠেন;এটাই আমাদের

রাহুলের কাছে হাতজোড় করতে হবে তৃণমূল নেত্রীকে অধীর

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ রাজ্যে বিজেপিকে রুখতে বৃহত্তর বিরোধী মঞ্চ গড়ার ডাক দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী। আর সেই আবহেই তীব্র কটাক্ষ শানালেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তাঁর দাবি, আগামী দিনে তৃণমূল নেত্রীকে কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধী-র কাছেই হাতজোড় করে দাঁড়াতে হবে। শনিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শুভেন্দু অধিকারী। একই দিনে কালীঘাটের বাড়ির সামনে রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে বৃহত্তর বিরোধী ঐক্যের বার্তা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাম, অতিবাম দল থেকে শুরু করে ছাত্র-যুব সংগঠনগুলির কাছেও তিনি সহযোগিতার আবেদন জানান। পাশাপাশি বিকেল ৪টে থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত আলোচনার জন্য তিনি উপলব্ধ থাকবেন বলেও জানান। এই প্রসঙ্গে অধীর চৌধুরীর কটাক্ষ, বামেদের সরানোর সময় নকশালদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন আবার বাঁচাও বাঁচাও বলে সকলকে ডাকছেন। হুঁকে পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে। পাশাপাশি তিনি বলেন, ভবিষ্যতে রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেসের কাছেই সাহায্য চাইতে হবে তৃণমূল নেত্রীকে। মমতার বৈঠকের আহ্বান নিয়েও ব্যঙ্গ করেন অধীর। তাঁর মন্তব্য, বিকেল ৪টে থেকে ৬টার মধ্যে কারা তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যান, তা তিনি দেখতে চান। এদিন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী-কেও নিশানা করেন অধীর চৌধুরী। তিনি বলেন, অভিষেকের বাড়ি এখন মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। মানুষ তাঁর বাড়ি দেখতে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে মমতার বাড়িও মিউজিয়াম হয়ে যাবে। একইসঙ্গে বিজেপি সরকারকেও সতর্কবার্তা দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের এই বর্ষীয়ান নেতা। তাঁর কথায়, ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছে, তা পূরণ করতে হবে। অন্যথায় তৃণমূল সরকারের মতো বিজেপি সরকারকেও জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে।

মাতৃ দিবসে মায়ের পা ধুয়ে শ্রদ্ধা ছাত্র-ছাত্রীদের

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবস উপলক্ষে এক আবেগঘন ও ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকল মুর্শিদাবাদের লালবাগের সেন্ট স্টিফেন্স আইকন স্কুলে। রবিবার স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত মাতৃ দিবসের অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের মায়েদের পা জল দিয়ে ধুয়ে শ্রদ্ধা জানায়। সেই আবেগঘন মুহূর্তে অনেক মায়ের চোখেই জল দেখা যায়।

অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা গান, কবিতা আবৃত্তি ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে মায়েদের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তবে সকলের নজর কাড়ে এক বিশেষ আয়োজন;মায়েদের পা ধুয়ে ও মুছিয়ে সম্মান জানানোর দৃশ্য। সন্তানদের এমন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন বহু মা। স্কুলের প্রিন্সিপাল অনামিকা দত্ত জানান, তবর্তমান সময়ে শিশুদের শুধু পড়াশোনাই নয়, মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষাও অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের শেখানোর চেষ্টা করি যে, মা তাদের জীবনে কতটা মূল্যবান।দ একইসঙ্গে স্কুলের কর্ণধার মোঃ আলী মাতৃ দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, তপ্রতি বছরই আমাদের স্কুলে মাতৃ দিবস বিশেষভাবে পালন করা হয়। পড়ুয়ারা তাঁদের মায়েদের পা ধুয়ে ও মুছিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। এর মাধ্যমে সন্তানদের মধ্যে মায়ের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসার বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়।দ মাতৃ দিবসে এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ঘিরে স্কুল চত্বরে তৈরি হয় এক আবেগঘন পরিবেশ। উপস্থিত অভিভাবক ও স্থানীয়দের অনেকেই এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

ভরতপুরে বিজেপির বিজয় মিছিল

আইয়ুব আলী,নয়া জামানা,ভরতপুর ঃ ভরতপুর আলিয়া হাই স্কুল মাঠ থেকে শুরু হয় এই বিজয় মিছিল। এরপর সিজ গ্রাম মোড় বাস স্ট্যান্ড, ভরতপুর ব্লক, দাসপাড়া, ঠাকুরপাড়া, মন্ডলপাড়া ও গোসাইপাড়া সহ একাধিক এলাকা পরিক্রমা করে মিছিলটি। এই বিজয় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ভরতপুর ৬৯ নম্বর বিধানসভার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী অনামিকা ঘোষ, ভরতপুর বিধানসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ইমন কল্যাণ মুখার্জি, অপূর্ব দাস সহ বহু বিজেপি কর্মী ও সমর্থক। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখেই সমগ্র এলাকায় মিছিলটি পরিক্রমা করে। বিজেপি প্রার্থী অনামিকা ঘোষের উদ্যোগেই এই বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয় বলে জানা যায়। মিছিলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু মানুষও অংশগ্রহণ করেন এবং বিজেপির সমর্থনে পা মেলান। মিছিল শুরুর আগে ভরতপুরের এক সংখ্যালঘু বিজেপি সমর্থক মীর রিপন আলী নিজের বাড়িতে দুধ দিয়ে স্নান করে নিজেকে পবিত্র করে এই বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করেন বলে জানান। তিনি বলেন, আমি ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছি। শান্তি ও উন্নয়নের স্বার্থে আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করতে চাই।এদিন বিজেপি প্রার্থী অনামিকা ঘোষ বলেন, ভরতপুরের সাধারণ মানুষ আমাদের প্রতি আস্থা রেখেছেন। সকল সম্প্রদায়ের মানুষ আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আমরা এলাকায় শান্তি, উন্নয়ন ও সম্প্রীতি বজায় রেখে কাজ করে যাব।

অধীরের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূল কাউন্সিলর

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বহরমপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ভীষ্মদেব কর্মকারকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার রাতে বহরমপুর থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। অভিযোগ, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনী প্রচারের সময় কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী-এর প্রচারে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেই ঘটনার ভিত্তিতেই দীর্ঘ তদন্তের পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ৪ এপ্রিল বহরমপুরে নির্বাচনী প্রচারের সময় সংঘর্ষ ও উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। অভিযোগ, ওই সময় কংগ্রেসের মিছিলে বাধা দেওয়া হয়, পাশাপাশি দুই রাজনৈতিক শিবিরের সমর্থকদের মধ্যে ধস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই ঘটনার সময় তগো ব্যাকদ স্লোগান এবং পাল্টা রাজনৈতিক স্লোগান ঘিরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই ঘটনায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। গ্রেফতার হওয়া ভীষ্মদেব কর্মকার বহরমপুরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হওয়ার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার যুব তৃণমূল সভাপতি পদেও রয়েছেন। গ্রেফতারের পর রাজনৈতিক মহলে প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। তৃণমূলের একাংশ এই ঘটনাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে দাবি করেছে। তাদের বক্তব্য, রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর বিরোধী ও শাসক শিবিরের কর্মীদের লক্ষ্য করে একপাক্ষিকভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তবে পুলিশের দাবি, ঘটনার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও প্রমাণের ভিত্তিতেই নিয়ম মেনে তদন্ত করে এই গ্রেফতারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাম্প্রতিক নির্বাচনে অধীর রঞ্জন চৌধুরী পরাজিত হন প্রাক্তন ক্রিকেটার ও তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান-এর কাছে। পরবর্তীতে বিধানসভা নির্বাচনে ওই কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবেও তিনি পরাজিত হন। ওই আসনে শেষপর্যন্ত জয় পান বিজেপির সুব্রত মৈত্র।ভীষ্মদেব কর্মকারের গ্রেফতার ঘিরে বহরমপুরে রাজনৈতিক উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁকে রবিবার আদালতে হাজির করানো হবে এবং ঘটনার তদন্ত চলছে।

সুরাটে বাংলার শ্রমিকের রহস্য মৃত্যু -শোকের ছায়া এলাকায়

আইয়ুব আলী,নয়া জামানা,কান্দি ঃ বড়ঞা থানার কুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুলিয়া গ্রামের এক পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যজনক খ ুনকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। মৃতের নাম চাঁদ শেখ । দীর্ঘ প্রায় এক বছর ধরে তিনি গুজরাটের সুরাটে কাপড় সেলাইয়ের কাজে কর্মরত ছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সুরাটে সহকর্মীদের সঙ্গে থাকার সময় কয়েকজন মদ্যপ ব্যক্তির সঙ্গে বচসা বাধে চাঁদ শেখের। অভিযোগ, এরপর ধারাল কাঁচি দিয়ে তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় এলোপাথাড়ি আঘাত করা হয়। পেটে গুরুতর আঘাতের জেরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে শেষরক্ষা হয়নি, চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। রবিবার মৃতদেহ শিমুলিয়া গ্রামে পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে শিমুলিয়া গ্রামে। পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। মৃতের স্ত্রী আখলিমা বিবি কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন,আমার স্বামীই ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তিন সন্তানকে নিয়ে এখন কীভাবে সংসার চলবে বুঝতে পারছি না। পরিবারের পক্ষ থেকে সুরাট পুলিশের কাছে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও ঘটনার তীব্র নিন্দা করে মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রশাসন ও সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

মাধ্যমিকের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা

নয়া জামানা ,সাগরদিঘী ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানাল সাগরদিঘী ব্লকের বালিয়া মডার্ন কোচিং সেন্টার। চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কোচিং সেন্টারের একাধিক ছাত্র-ছাত্রী ভালো ফল করেছে। এর মধ্যে বালিয়া হাইস্কুলের ছাত্র আমিন সেখ ৬০০-র বেশি নম্বর পেয়ে বিদ্যালয়ের প্রথম দশের মধ্যে স্থান অর্জন করেছে। এছাড়াও নাজরিন খাতুন, বর্ষা হালদার, নাসিমা খাতুন ও রিয়া খাতুন সফলভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

সকলেই বালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং বালিয়া মডার্ন কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থী। এই সাফল্য উপলক্ষে কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের ফুলের তোড়া ও মিষ্টিমুখ করিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন কোচিং সেন্টারের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কোচিং সেন্টারের প্রধান শিক্ষক সেতাবুর রহমান জানান, ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিকভাবে পাঠদান করানোই তাঁদের মূল লক্ষ্য। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের সাফল্যে তাঁরা অত্যন্ত গর্বিত।

জঙ্গিপুর হাসপাতাল পরিদর্শনে বিধায়ক চিত্ত মুখার্জি

রাজু শেখ,নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন জঙ্গিপুর বিধানসভার নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক চিত্ত মুখার্জি। রবিবার দুপুরে তিনি হাসপাতালে পৌঁছে বহির্বিভাগ (ওপিডি), জরুরি বিভাগ এবং বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন। হাসপাতালের পরিষেবা, রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামোর বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখেন তিনি। পরিদর্শনের সময় হাসপাতালের রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলেন নবনির্বাচিত বিধায়ক। চিকিৎসা পরিষেবা, ওষুধের প্রাপ্যতা, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপস্থিতি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং রোগীদের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাঁদের মতামত নেন। বেশ কয়েকজন রোগীর পরিজন হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা ও অসুবিধার কথা তাঁর সামনে তুলে ধরেন। উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগেই জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই চিত্ত মুখার্জি সোশ্যাল মিডিয়ায় হাসপাতালের চিকিৎসার মান ও স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে সচেতনতার বার্তা দিতে শুরু করেন। তিনি জানান, সাধারণ মানুষ যাতে সরকারি হাসপাতালে উন্নত পরিষেবা পান, সে বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে নজর রাখবেন। সেই ঘোষণার পর এবার সরাসরি হাসপাতালে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেন তিনি। চিত্ত মুখার্জির এই হাসপাতাল পরিদর্শনকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। অনেকেই আশা প্রকাশ করেছেন, নবনির্বাচিত বিধায়কের উদ্যোগে জঙ্গিপুর হাসপাতালের পরিষেবার মান আরও উন্নত হবে।

শুভেন্দু শপথ গ্রহণ ঘিরে মিষ্টি বিতরণ বিজেপি কর্মীদের

রাজু শেখ, নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বাহাদিনগর গ্রামে মুখ ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণকে ঘিরে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে।এদিন বিকেল থেকেই গ্রাম জুড়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ে। এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় পথ চলতি সাধারণ মানুষদের হাতে লাড্ডু তুলে দেন বিজেপি কর্মীরা। পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবির মাখিয়ে মিষ্টিমুখ ও করানো হয়। বিজেপি সমর্থকদের দাবি, দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের পর রাজ্যে বিজেপির সরকার গঠন হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সেই আনন্দ ভাগ করে নিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রামে ছোট থেকে বড় সকলেই এই আনন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। কোথাও ঢাকের তালে নাচ, আবার কোথাও আবির খেলায় মেতে ওঠেন কর্মী সমর্থকরা। এদিন বিজেপি কর্মীরা জানান, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে আগামী দিনে উন্নয়নের নতুন দিশা দেখবে বাংলা। তাই শপথ গ্রহণের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে বাহাদিনগর গ্রামে এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। সাধারণ মানুষদের মধ্যেও এই কর্মসূচি ঘিরে উৎসাহ ও কৌতূহল দেখা যায়। বিকেল গড়াতেই গোটা এলাকায় উৎসবের আবহ ছড়িয়ে পড়ে।

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 11-05-2026 09:12 Page 7

ভোপালকাণ্ডে জাল নোটসহ গ্রেপ্তার বীরভূমের যুবক

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ মধ্যপ্রদেশের ভোপালে জাল নোট চক্রের বড়সড় পর্দাফাঁস করল পুলিশ। এই ঘটনায় বীরভূমের সিউড়ির এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম সৈফ-উল-ইসলাম (২৭)। তিনি পেশায় একজন এমবিবিএস চিকিৎসক বলে জানা গিয়েছে।পুলিশ সূত্রে খবর, ভোপালের কোহ-এ-ফিজা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযুক্তকে আটক করে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৫০০ টাকার মোট ২৮০টি জাল নোট। উদ্ধার হওয়া জাল নোটের মোট মূল্য প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, শহরে জাল নোট ছড়ানোর একটি বড় চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন অভিযুক্ত।

পাশাপাশি এই ঘটনার সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগসাজশ রয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা জানার চেষ্টা চলছে।

সড়কের পাশে যুবকের মরদেহ উদ্ধার, মুরারইয়ে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের মুরারই-১ ব্লকের রাজগ্রাম,মোহনপুর সড়কের ধারে একটি মাঠ থেকে রবিবার সকালে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতের নাম মিলন খান (প্রায় ৪৫)। তিনি রাজগাঁ ভিলেজ এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।পরিবার সূত্রে খবর, শনিবার সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান মিলন খান। এরপর গভীর রাত পর্যন্ত তিনি বাড়ি না ফেরায় উদ্বিগ্ন পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। রবিবার সকালে স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর আসে, রাস্তার ধারের মাঠে এক ব্যক্তি অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিবারের লোকজন মিলন খানকে শনাক্ত করেন।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মুরারই থানার পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

লাভপুরে রিলস বানাতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

রূম্পা দাস, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের লাভপুরে রিলস বানানোর সময় এক যুবক ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন। রবিবার বিকেলে কাটোয়া থেকে আহমদপুরের দিকে যাচ্ছিল একটি লোকাল ট্রেন। সে সময় লাঘাটা রেল ব্রিজে উঠে রিলস বানানোর চেষ্টা করছিলেন ২১ বছর বয়সী প্রদীপ দাস। ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তিনি ছিটকে পড়েন এবং তাঁর মৃত্যু হয়।স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রদীপের বাড়ি লাভপুরের ষষ্ঠীনগর কলনী পাড়ায়। তিনি সতীপীঠ কংকালিতলা মন্দিরে বন্ধুর সঙ্গে পুজো দেওয়ার পরে বাড়ি ফেরার পথে মদ্যপ অবস্থায় রেল লাইনে ওঠেন।

বন্ধুর একাধিকবার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই তিনি রেল লাইনে উঠেছিলেন।ঘটনার খবর পেয়ে লাভপুর থানার পুলিশ এবং রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করেন। পরে রেল পুলিশের সাঁইথিয়া শাখার আধিকারিক ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি পাঠান।পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, এই ধরনের দুর্ঘটনা রোধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি।

শুভেন্দুর শপথ গ্রহণ উপলক্ষে শান্তিপুরে লাড্ডু-ঝালমুড়ি বিলি

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নদীয়া জুড়ে উঠেছে গেরুয়া ঝড়। ১৭ টার মধ্যে মোট ১৪ টি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি। তার ওপর শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর শপথ অনুষ্ঠানকে ঘিরে নদীয়ার বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় উৎসবের আবহ। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল শান্তিপুর শহর।মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরে শান্তিপুরের বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উদ্যোগে সাধারণ মানুষকে লাড্ডু ও ঝালমুড়ি বিলি করা হল। শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পরই উৎসবের মেজাজে ভাসল শান্তিপুর শহর।এদিন সকাল থেকেই শহরের হাসপাতাল মোড়, থানারমোড়, স্টেশন সংলগ্ন এলাকা সহ সব জায়গায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের জমায়েত হতে দেখা যায়। মোবাইলের সঙ্গে বক্সের সংযোগ করে শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শোনানো হয়। দেদার বাজি ফাটিয়ে উল্লাসে মাতেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। তাঁরা বলেন, বাংলার নতুন ভোরের কারিগরকে স্বাগত জানাই। এদিন মিষ্টি মুখের আয়োজন ছিল। শান্তিপুর শহরজুড়ে বিজেপির পক্ষ থেকে পথচারীদের লাড্ডু বিলি করা হয়। এছাড়া ব্রিগেডের সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়া কর্মী-সমর্থন এবং সাধারণ নিত্যযাত্রীদের জন্য শান্তিপুর স্টেশন চত্বরে ঝালমুড়ির ঢালাও ব্যবস্থা করে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। সেখানকার বিজেপির নেতারা জানান, ঝালমুড়ি বানানোর জন্য প্রায় তিন কুইন্টাল মুড়ি নিয়ে আসা হয়েছে। তা স্টেশন চত্বরে প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পালাবদল হতেই পুলিশের তোলাবাজি বন্ধ ,লাভবান কৃষক থেকে ব্যবসায়ী

অঞ্জন শুকুল,নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসতেই বন্ধ পুলিশের তোলাবাজি, এমনটাই দাবি ব্যবসায়ীদের। এর ফলে ব্যবসায়ীরা যেমন খুশি তেমনি লাভবান হচ্ছেন কৃষকরাও। উল্লেখ্য, নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লক একটি কৃষি প্রধান জায়গা। কৃষ্ণগঞ্জ ব্লক সহ বিভিন্ন ব্লক থেকে মাজদিয়া বাজারে ফল ও সবজি জমা হয়। এইসব কিনতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ব্যবসায়ীরা আসেন মার্কেটে। শুধু রাজ্যেই নয়, সারা দেশের কাছেই পরিচিত নাম মাজদিয়া। সদ্য বিধানসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এই নির্বাচনে বিজেপি ব্যাপক ভোটে জয়লাভ করে। জয় লাভের পর দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, নেপালসহ বিভিন্ন রাজ্যের ব্যবসায়ীরা সুখে শান্তিতে ব্যবসা শুরু করতে পেরেছেন। ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, আগে সবজি, ফল নিয়ে যেতে গেলে রাস্তায় পুলিশকে প্রচুর পরিমাণে পয়সা দিতে হতো , এখন সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।এখন পুলিশের এই তোলাবাজি বন্ধ হওয়ায় তারা যেমন লাভবান হচ্ছেন অন্যদিকে কৃষকরা জিনিসপত্রের দামও বেশি পাচ্ছেন। কৃষক জয়দেব ঘোষ বলেন আগে ৩-৪ চার টাকা করে কেজি দরে বিক্রি হচ্ছিল ইচোর, বর্তমানে সেই ইচোরের দাম বেড়ে গিয়ে ৮ থেকে ১০ টাকা হয়েছে। অপর এক কৃষক রুপ কুমার ঘোষ বলেন এই সরকারের আসার আগেই তারা জিনিসপত্র যেমন পটল ১০ থেকে ১২ টাকা কেজি দরে, ইচর ৩ থেকে ৪ টাকা কেজি দরে, আম ১০ থেকে ১৫ টাকা দরে বিক্রি করছিল, কিন্তু সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে কটন ২০ থেকে ২২ টাকা কেজি দারে বিক্রি হচ্ছে এবং ইচোর হাঁট থেকে ১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে পটল ২০ থেকে ২২ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। রুপ বাবুর কথায় ব্যবসায়ীদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম এর আগের মাসে আপনারা কম দামে কিনছিলেন , হঠাৎ দাম বাড়ালেন কেন ? ব্যবসায়ীরা বলেন আমরা বাইরের ব্যবসায়ীরা বিনা বাধায় জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারায় তাদের জিনিসের দাম বেড়েছে। এ ব্যাপারে ব্যবসায়ী সন্তু বিশ্বাস জানান অবশ্যই সরকারের পরিবর্তনের সাথে সাথেই তাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছে। রাস্তায় পুলিশের ঝামেলা নেই এই কারণেই তারা বেশি পরিমাণে মাল নিয়ে যেতে পারছেন বিভিন্ন রাজ্যে। সরকারের পরিবর্তনের সাথে সাথে চাষীরা যেমন লাভবান হচ্ছেন ব্যবসায়ীরাও তেমনি নিজের ইচ্ছামত ব্যবসা করতে পারছেন।

মাধ্যমিকে নজরকাড়া সাফল্য শ্যামনগরের স্মৃতির , পাশে দাঁড়ালেন বিধায়ক

সমীরণ বিশ্বাস, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে গত ৮ ই মে শুক্রবার।এর মধ্যে তেহট্ট বিধানসভার নব নির্বাচিত বিধায়ক সুব্রত কবিরাজের গ্রামের মেয়ে স্মৃতি দাস বৈরাগ্যর নজরকাড়া সাফল্যে খুশি বিধায়কসহ এলাকার মানুষ, পরিবার ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তেহট্টর বিধায়ক সুব্রত কবিরাজ কলকাতার ব্রিগেডে মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান থেকে ফিরেই রবিবার সকালে স্মৃতি'র সঙ্গে দেখা করতে এলেন তার বাড়িতে , দিলেন সংবর্ধনা এবং পড়াশোনার সমস্ত রকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি। স্মৃতির বাবা হাটে মুটের কাজ করেন ও মা গৃহবধূ। তারা কেউই লেখাপড়া জানেন না। সেই পরিবারের মেয়ের স্মৃতি দাস বৈরাগ্য মাধ্যমিকে নজর কাড়া সাফল্য পেয়েছে। স্মৃতি শ্যামনগর সিদ্ধেশ্বরীতলা ইনস্টিটিউশন এর ছাত্রী। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায় সে । মাধ্যমিকের জন্য দিনে প্রায় ১০-১২ ঘণ্টা পড়াশোনা করত বলে জানিয়েছে সে। তেহট্ট থানার শ্যামনগর মাঠ পাড়ায় স্মৃতির বাড়ি। তার বাবা সাধন দাস বৈরাগ্য দিনমজুরের কাজ করে আর্থিক টানাটানির মধ্যেও সংসারের হাল ধরে রেখেছেন।এই সকল প্রতিকূলতাকে জয় করেই স্মৃতি এবার তার জীবনের লক্ষ্যে একধাপ এগিয়ে গেল। পরিবার সূত্রে জানা যায় স্মৃতি ছোটবেলা থেকেই বাড়ির বিভিন্ন কাজ করতো পড়াশোনার পাশাপাশি। ৬ জন শিক্ষকের কাছে পড়তো সে, যদিও সকলেই বিনা পয়সায় পড়াতো তাকে। সবকিছুর পরেও ফাঁকা সময় বাড়িতে মনোযোগ সহকারে পড়তো সে। এবারের মাধ্যমিকে ৬৪৬ পেয়েছে সে। বাংলায় ৯০, ইংরেজিতে ৮৩, অংকে ৯৩, ভৌতবিজ্ঞানের ৯৭, জীবন বিজ্ঞানে ৯০, ইতিহাসের ৯৫ ও ভূগোলে ৯৮। মাধ্যমিকে তার এতো ভালো রেজাল্টে শিক্ষকদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।

বিজয়ের আনন্দে মিষ্টি মুখ, পলাশীপাড়ায় বিজেপি কর্মীদের লাড্ডু বিলি

পার্থ দাস বৈরাগ্য, নয়া জমানা, নদীয়া ঃ গত সোমবার নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই জায়গায় জায়গায় উৎসবের আমেজ গেরুয়া শিবিরে। রাজ্য জুড়ে বিজেপির সাফল্যের প্রভাব পড়েছে নদীয়াতেও ,যেখানে ১৭ টির মধ্যে ১৪ টি আসন দখল করেছে তারা। রবিবার দুপুরে পলাশীপাড়া বিধানসভার বার্নিয়াতে চোখে পড়ল বিজেপি কর্মীদের উচ্ছ্বাস। বার্নিয়ায় বাজনা বাজিয়ে আবির খেলায় মেতে ওঠেন সকলে। সঙ্গে জয় শ্রীরাম স্লোগান দেন কর্মীরা। বার্নিয়া দুর্গা বাড়ি থেকে শুরু হয়ে বার্নিয়ার বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় এই বিজয় মিছিল পরিক্রমা করে।এই মিছিলে অংশ নেন বিজেপির স্থানীয় কর্মীরাও।সব মিলিয়ে বিজেপির এই বিজয় মিছিলে দেখা যায় বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস ও উদযাপনের ছবি।অন্যদিকে পলাশীপাড়া বিধানসভার রাধানগরে অকাল হোলি ! মিষ্টিমুখ আর গেরুয়া আবিরে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস ছিল বিজেপি সমর্থকদের। রাধানগর বাসস্ট্যান্ডে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা রাস্তায় নেমে মেতে উঠলেন বিজয় উৎসবে। সাধারণ মানুষকে মিষ্টিমুখ (লাড্ডু)করানো থেকে শুরু করে একে অপরকে আবিরে রাঙিয়ে দেওয়া- সব মিলিয়ে রাধানগরসহ পলাশীপাড়ায় এখন উৎসবের মেজাজ।

এই কর্মীসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট অনিকেত জোয়ারদার, বিধানসভার কনভেনর সৌমিত্র ঘোষাল সহ বঙ্কিম বিশ্বাস, গোরাচাঁদ বিশ্বাস ও অন্যান্য কর্মীরা। এখানে সাধারণ মানুষের উচ্ছাস ছিল চোখে পড়ার মত। পথ চলতি প্রায় ৫০০০ মানুষকে লাড্ডু বিতরণ করা হয়।

নদিয়া ও বীরভূম জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের পরই শিবনিবাসে বিজেপির বিজয় মিছিল

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ রবিবার দুপুরে নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের শিবনিবাস গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবনিবাস গ্রামের ১০৩ নম্বর বুথে ও নবদ্বীপ ব্লকের মাজদিয়া পানশিলা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খেজুরবাগান গ্রামে কার্যকর্তাদের সহযোগিতায় দুটি জায়গাতেই আয়োজিত হলো বিজেপির বিশাল বিজয় মিছিল। এদিন একটি মিছিল শিবলী বাস মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয় ও অন্যটি খেজুরবাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন থেকে শুরু হয়। মিছিলে শুরু থেকেই দেখা যায় মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। এদিন মিছিলটি শিবনিবাসের দাসপাড়া, খাসপাড়া , মুখার্জিপাড়া, অপরটি নবদ্বীপের খেজুরবাগান হয়ে, মাজদিয়া বিলের পাড়, বেলেডাঙ্গা বাজার, কলাতলা মোড় , বেলতলা বাজার হয়ে শেষ হয় ফের খেজুরবাগান প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে। এদিন মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির নেতাকর্মী সহ সাধারণ মানুষেরা। মিছিলে যাতে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেইজন্য পুলিশের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছিল।

জলঙ্গীর বুকে অবৈধ বাঁধ ঃ প্রবাহ বাধাগ্রস্থ, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ জলঙ্গি নদীর উপর নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে একের পর এক বাঁশ। লোকালয় থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বাঁধালগুলি। যার ফলে নতুন করে আবারো বিপদের মুখে নদী। এমনই অভিযোগ নদী প্রেমীদের।তেহট্ট ২ ব্লকের দ্বিজেন্দ্রলাল সেতু থেকে এই দৃশ্য দেখা গেলেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে কোথায়, সেই প্রশ্ন উঠছেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ষা যাওয়ার পর জলঙ্গি নদীর অবস্থা বেহাল হতে শুরু করে, বিভিন্ন জায়গায় মজে যায় নদী। এমন দৃশ্য বারবার সামনে এসেছে। এখন নদীতে জল কমতেই প্রবাহ পথেও বাঁধা আসছে। নদী বাঁকের বেশির ভাগ অংশে মাছ ধরার জন্য আড়াআড়িভাবে 'বাঁধাল, 'কোমর' ছড়িয়ে রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তেহট্ট ১ ও ২ ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে সেই বাঁধাল। মূলত তেহট্ট ১ ব্লকের বিভিন্ন অংশে দেখা গিয়েছে। এখন তেহট্ট ২ ব্লকের পলাশিপাড়া সেতুর পূর্ব -পশ্চিম দিকে কোথাও নদীতে আড়াআড়ি ভাবে বাঁশ পুতে, আবার কোথাও নদী তীরের কাছে বাঁশ পুতে বাঁধাল তৈরি করে মাছ ধরতে চাইছে একশ্রেনীর অসচেতন মানুষ।অভিযোগ, এর ফলে নদীর প্রবাহে বাধা পড়ছে। সেতু থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পূর্ব - পশ্চিম দিকে পর পর দুটি বাঁধাল নদীতে করা হয়েছে।স্থানীয়দের অভিযোগ, অনেক দিন ধরেই এই বাঁধাল রয়েছে।পরিবেশ কর্মীরা জানিয়েছেন, আশ্চর্যের বিষয় পরিবেশ বাঁচানো সবার কর্তব্য । এর মধ্যে নদীও একটা বিরাট অংশ। তেহট্ট মহকুমার প্রায় অর্ধেকের বেশি মানুষ কৃষিকাজে যুক্ত। তারা সবাই এই জলঙ্গি নদীর উপর নির্ভর। সেই নদী বাঁচাতে যখন পরিবেশকর্মীরা বারবার এগিয়ে এসেছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রশাসনের ভূমিকা কোথায় সেই প্রশ্ন তুলেছেন তারা।কেননা বারবার প্রচার সত্ত্বেও এক শ্রেণীর মানুষ কেন সচেতন হচ্ছে না ! তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপই বা কেন নেওয়া হচ্ছে না, সেই প্রশ্নই উঠছে।

দমকলের জমি ও রাস্তা ঘিরে দিল বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতনে উত্তেজনা

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ফের মাঠ ও সংলগ্ন রাস্তা বন্ধের অভিযোগ উঠল বিশ্বভারতী-র বিরুদ্ধে। ভোটপর্ব মিটতেই রবিবার সকাল থেকে শান্তিনিকেতনে দমকল কেন্দ্র সংলগ্ন মাঠ ও সংলগ্ন রাস্তার একদিক বাঁশ বেঁধে ঘিরে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। দীর্ঘদিনের যাতায়াতের বিকল্প পথ ও খোলা মাঠে এভাবে বাধা তৈরি করায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়। যদিও এই নিয়ে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁকে ফোন বা মেসেজে পাওয়া যায়নি। জানা গিয়েছে, বিস্তীর্ণ খোলা মাঠের ধারে দীর্ঘ অংশ জুড়ে বাঁশ পুঁতে অস্থায়ী বেড়া তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, এতদিন যেখান দিয়ে মানুষ অবাধে যাতায়াত করতেন, বর্তমানে সেখানে কার্যত বাধা তৈরি হয়েছে। মাঠের ভিতরে ঢোকার একাধিক পথও সংকুচিত হয়ে পড়েছে। মাঠের সামনে বেহাল রাস্তা দিয়ে এখনও যাতায়াত হলেও, আগের মতো খোলামেলা পরিবেশ আর নেই বলেই অভিযোগ এলাকাবাসীর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক মাস আগেই কোনও পূর্বঘোষণা বা বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়াই পূর্বপল্লির উপাচার্যের বাসভবন সংলগ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এবং পূর্বপল্লি থেকে বোলপুরমুখী আরেকটি সংযোগকারী পথ বাঁশ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। এবার সেই একই ধাঁচে বোলপুর দমকল কেন্দ্র থেকে টিভি সেন্টার পর্যন্ত মাঠ ও সংলগ্ন রাস্তার এলাকাতেও বেড়া দেওয়ায় নতুন করে ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, এই মাঠ ও সংলগ্ন রাস্তা বহু বছর ধরে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ। বিশেষ করে সুরশ্রীপল্লী এলাকায় পৌঁছাতে বহু মানুষ এই রাস্তা ব্যবহার করেন। প্রতিদিন সকাল-বিকেলে বহু প্রবীণ নাগরিক এখানে হাঁটতে আসতেন। স্থানীয় ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করত। বিকেলে আশেপাশের মানুষজন মাঠের ধারে বসে সময় কাটাতেন। পৌষমেলার সময়েও এই মাঠ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু হঠাৎ করে মাঠ ও রাস্তার বড় অংশ বাঁশ দিয়ে ঘিরে দেওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন সকলে। স্থানীয় বাসিন্দা রাজু সাহানি, সুমন হাজরা বলেন, এটাই আমাদের দীর্ঘদিনের যাতায়াতের বিকল্প রাস্তা ছিল। কোনও কারণ না জানিয়ে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই মাঠে প্রতিদিন খেলাধুলো হত। এখন সবাই সমস্যায় পড়ছে। এমন ঘটনায় বারবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আশ্রমিক ও প্রাক্তনীরা। তাঁদের কথায়, শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যই ছিল খোলামেলা পরিবেশ। এভাবে মাঠ ও রাস্তা বন্ধ করা কোনওভাবেই ঠিক নয়। সাধারণ মানুষের অসুবিধা করে কোনও সমস্যার সমাধান হয় না।এদিকে, সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ জানিয়েছিলেন, ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই বিভিন্ন জায়গায় ড্রপ গেট ও ঘিরে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পূর্বপল্লিতে ইতিমধ্যেই বাঁশের ঘেরা অংশে কংক্রিটের গেট নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বারবার রাস্তা, মাঠ ও উন্মুক্ত জায়গা বন্ধ করে দেওয়ায় শান্তিনিকেতনের চিরাচরিত মুক্ত পরিবেশ ও ঐতিহ্য ধীরে ধীরে নষ্ট হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতিও শুরু করেছেন এলাকাবাসীর একাংশ।

১১ মে ২০২৬

পূর্ব ও পঃ বর্ধমান

নয়া জামানা

বিধায়কের ডাকে ‘স্বচ্ছ পাণ্ডবেশ্বর’ অভিযানে নামলেন বিজেপি কর্মীরা

রাকেশ লাহা, নয়া জামানা, পাণ্ডবেশ্বর ঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারির নির্দেশে এলাকাকে নির্মল ও দূষণমুক্ত করতে এক বিশেষ সাফাই অভিযানে নামলেন ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা। রবিবার পাণ্ডবেশ্বরের কেন্দ্রা অঞ্চলসহ বিধানসভার বিভিন্ন প্রান্তে এই কর্মসূচি পালিত হয়। বিজেপির মহিলা ও পুরুষ কর্মীদের পাশাপাশি এলাকার সাধারণ মানুষও এই উদ্যোগে সামিল হন। এদিন তাঁদের হাতে ঝাঁটা, ঝুড়ি ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণ, মন্দির চত্বর এবং রাস্তাঘাটের দীর্ঘদিনের জমে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করতে দেখা যায়। বিজেপি নেতা মিঠুন রুইদাস ও স্থানীয় বাসিন্দা বিলাসী রুইদাস অভিযোগ করেন যে, দীর্ঘকাল ধরে নিকাশি নালা এবং ধর্মীয় স্থানগুলো

জঞ্জালে পরিপূর্ণ থাকলেও পূর্বতন তৃণমূল সরকার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে এলাকার জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। বর্তমানে তাঁদের দলের বিধায়কের উদ্যোগে ‘স্বচ্ছ ভারত’ অভিযানের আদলে ‘স্বচ্ছ পাণ্ডবেশ্বর’ গড়ার কাজ শুরু হয়েছে। সাফাই অভিযানের পাশাপাশি এলাকার পানীয় জলের তীব্র সংকটের কথাও এদিন উঠে আসে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পানীয় জলের অভাবে তাঁদের বড় পুকুরগুলোর ওপর নির্ভর করতে হয়, যা বর্তমানে দূষিত। কর্মীরা জানান, পুকুর সংস্কারের মতো বড় কাজগুলো পঞ্চায়েত স্তরে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমাধান করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। আগামী দিনেও পাণ্ডবেশ্বরের প্রতিটি পাড়ায় এই সাফাই অভিযান জারি রাখার অঙ্গীকার করেছেন দলীয় কর্মীরা।

ব্রিগেডে শপথ ঘিরে জামুড়িয়ায় উৎসবের মেজাজ

পথচারীদের শরবত ও ঝালমুড়ি বিলি বিজেপি কর্মীদের

আমিনুর রহমান ।। নয়া জামানা ।। বর্ধমান

ব্যর্থতা যে সাফল্যের সোপান হতে পারে, তা আরও একবার প্রমাণ করলেন বর্ধমানের স্কুল শিক্ষক ক্ষুদিরাম টুডু। বিধানসভা নির্বাচনে টানা দুবার হারের পর এবার তৃতীয় চেষ্টায় জয়ী হয়েই সরাসরি রাজ্যের মন্ত্রীসভায় গুরুত্বপূর্ণ ঠাঁই করে নিলেন তিনি। বাঁকুড়া জেলার বারিকুলের এক সাধারণ আদিবাসী পরিবার থেকে উঠে আসা ক্ষুদিরাম বাবু দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বর্ধমান শহরের বাণীপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলার শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। একজন আদর্শ ‘মাস্টারমশাই’ হিসেবে পড়ুয়া ও সহকর্মীদের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। তাঁর এই সাফল্যে বর্তমানে বর্ধমানের কালনাগেট এলাকা ও তাঁর পৈতৃক গ্রাম বাগডুবিতে খুশির হাওয়া। রাজনৈতিক লড়াইটা

ক্ষুদিরাম বাবুর জন্য খুব একটা সহজ ছিল না। নির্বাচনের আগে বিরোধীদের তীক্ষ্ণ কটাক্ষের মুখেও পড়তে হয়েছিল তাঁকে। এমনকি তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁর বারবার হার নিয়ে খোঁচা দিয়ে ‘নির্বাচনী নির্বাসনের’ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। তবে সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূল প্রার্থীকে পরাজিত করে এবার তিনি জয়ের মালা পরেন। শনিবার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর থেকেই তাঁকে নিয়ে শহরজুড়ে চর্চা শুরু হয়েছে। বাণীপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়ের সদ্য প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক গোপীবল্লভ রায় তাঁর সহকর্মীর এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত। তিনি জানান, বিদ্যালয়ে তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত পড়ুয়াদের জন্য হোস্টেল নির্মাণে ক্ষুদিরাম বাবুর অবদান অনস্বীকার্য। প্রশাসনিক স্তরেও তিনি সমান দক্ষতার ছাপ রাখবেন বলে আশাবাদী তাঁর পরিচিত মহল। বর্তমানে বর্ধমানের রায়ান এলাকায় নিজস্ব বাড়ি কেনায় তিনি এখন এই শহরেরই স্থায়ী বাসিন্দা। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর জঙ্গলমহলের সাধারণ ঘরের ছেলের এই উত্তরণ জনমানসে এক বিশেষ আবেগের সৃষ্টি করেছে।

বর্ধমানে আন্তর্জাতিক মাতৃত্ব দিবস

উপলক্ষে ১২ জন মাকে সম্মাননা প্রদান

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ১০ই মে আন্তর্জাতিক মাতৃত্ব দিবস। এবছরের বিষয় ত্য গ্রেট আনবার্ডেনিংদ, অর্থাৎ মায়েদের উপর থেকে চাপ অপসারন করা। এই লক্ষ্যে বর্ধমান সদর প্যায়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফ থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও মানসিক দিক থেকে পিছিয়ে পরা ১২ জন মাকে আগামীর জীবন যাপনে উৎসাহিত করা হয় এবং তাদের বিশেষভাবে সম্মাননা জানানো হয়। এই মায়েরা সোসাইটির সাথে মিলিতভাবে তাদের অপুষ্ট শিশুদেরকে ছয় মাসের নিবিড় প্রচেষ্টায় সুপুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন এরফলে একদিকে যেমন শিশুদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হয়েছে তেমনি শিশুদের অপুষ্ট হবার কারনে মায়েদের উপর যে পারাবারিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ ছিল তা নির্মূল করাও সম্ভব হয়েছে।

সোসাইটির স্বাস্থ্য আধিকারিক সিপার হোসেন ফৌজদার বলেন, একটি সুস্থ শিশু সমাজের সম্পদ তাই সোসাইটি সর্বদাই শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে সদা তৎপর এবং এটা সম্ভব কেবলমাত্র মায়েদের সহযোগিতায়। তাই যে সমস্ত মায়েদের পূর্ণ সহযোগিতায় ১২ টি অপুষ্ট শিশু সুপুষ্ট হল সেই সমস্ত মায়েদের এদিন একমাসের প্রোটিন যুক্ত খাবার, স্টিলের টিফিন কৌটা এবং শংসাপত্র দিয়ে সম্মাননা জানান হয়।

খণ্ডঘোষে পার্টি অফিস ফেরানো নিয়ে বিতর্ক, সৌজন্য নাকি রাজনৈতিক প্রহসন ?

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষের বাদুলিয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস দখলমুক্ত করে ফিরিয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে দানা বেঁধেছে তীব্র বিতর্ক। সম্প্রতি বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল যে, দলীয় নির্দেশ মেনে তাঁরা দখল করা তৃণমূল কার্যালয়টি সদ্ভাবের খাতিরে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

এই খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পরেই পাল্টা সরব হয়েছে তৃণমূল শিবির, যা এলাকায় রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি ছিল, ভোটের ফলাফলের পর উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে বাদুলিয়ার ওই কার্যালয়টি তাঁদের কিছু কর্মী দখল করে গেরুয়া পতাকা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক সৌজন্য বজায় রাখতে তাঁরা পতাকা সরিয়ে চাবি তৃণমূলের হাতে তুলে দেন। এই প্রক্রিয়ায় খণ্ডঘোষের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী গৌতম ধারা সহ স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তবে রবিবারের চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এই পুরো বিষয়টিই আসলে একটি ‘রাজনৈতিক প্রহসন’। তাঁদের অভিযোগ, বিজেপি কেবল লোকদেখানো প্রচার পেতে কার্যালয়ের সামনে থেকে পতাকা সরিয়ে নিয়েছে, কিন্তু দপ্তরের চাবি আসলে হস্তান্তর করা হয়নি। কার্যালয়টি এখনও তালাবন্ধ অবস্থায় রয়েছে এবং সেখানে কারও প্রবেশের অধিকার নেই। স্থানীয়দের একাংশও জানিয়েছেন, ফলাফল ঘোষণার পর থেকে কার্যালয়টি খুলতে দেখা যায়নি। রাজনৈতিক মহলের মতে, ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের কাছে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতেই বিজেপি এই ভুল তথ্য পরিবেশন করেছে। সৌজন্যের মোড়কে এই মিথ্যাচার খণ্ডঘোষের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে।

নির্বাচনী ফলের পর পূর্ব বর্ধমানে প্রশাসনিক স্থবিরতা

চরম ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ

নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলায় বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলোতে এক নজিরবিহীন অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। ১৬টি আসনের মধ্যে ১৪টিতে বিজেপি জয়লাভ করায় জেলায় রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে গেছে। যদিও স্থানীয় প্রশাসন ও পৌরসভাগুলো এখনো তৃণমূল কংগ্রেসের দখলেই রয়েছে, কিন্তু ফল প্রকাশের পর থেকে জনপ্রতিনিধিদের দেখা মিলছে না। জেলা পরিষদ থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতি ও পৌরসভা; সর্বত্রই কাজ থমকে আছে। অভিযোগ উঠেছে, পরাজয়ের গ্লানি, ভয় এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে তৃণমূলের কাউন্সিলর, পঞ্চায়েত প্রধান ও চেয়ারম্যানরা দপ্তরে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার পরিস্থিতি বুঝে দপ্তরে ফেরার কথা জানিয়েছেন। অন্যদিকে, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও অন্যান্য কর্মাধ্যক্ষদের অনুপস্থিতিতে ফাইলবন্দি হয়ে আছে জনপরিষেবা।

অনেক জায়গায় বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা ঝোলানোর অভিযোগ উঠলেও বিজেপি নেতৃত্ব তা অস্বীকার করেছেন। তাদের দাবি, একদল সুযোগসন্ধানী লোক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। এই প্রশাসনিক স্থবিরতার জেরে থমকে গেছে রাস্তাঘাট ও নিকাশি ব্যবস্থার কাজ। পৌরসভাগুলোতে অস্থায়ী কর্মীরা কাজে না আসায় জঞ্জাল জমে জনস্বাস্থ্য বিঘ্নিত হচ্ছে। ভোটের আগে প্রচারের ব্যস্ততা এবং পরে এই রাজনৈতিক অচলাবস্থায় প্রায় দেড় মাস ধরে সাধারণ মানুষ জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র থেকে শুরু করে জরুরি পরিষেবা পাচ্ছে না, যার ফলে জেলা জুড়ে জনরোষ বাড়ছে।

ভূয়ো এসটি সার্টিফিকেট নিয়ে তদন্ত করা হবে কড়া বার্তা মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ রাজ্যের মন্ত্রীসভায় শপথ নেওয়ার পরই পূর্ব বর্ধমানে এসে কড়া বার্তা দিলেন ক্ষুদিরাম টুডু। রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার এক জাহের থানে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট ইস্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র সুরে আক্রমণ শানালেন তিনি। একই সঙ্গে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেন নবনিযুক্ত মন্ত্রী। মন্ত্রী জানান, খুব শীঘ্রই নিজের দপ্তরের দায়িত্ব পুরোপুরি বুঝে নিয়ে পূর্ণমাত্রায় কাজ শুরু করবেন।

তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিপুল সংখ্যক ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট ইস্যু হয়েছে এবং এই চক্রের বিরুদ্ধে সরকার এবার কড়া অবস্থান নিতে চলেছে। ক্ষুদিরাম টুডুর স্পষ্ট বার্তা, ভুয়ো সার্টিফিকেট নিয়ে যারা পড়াশোনা করছে বা চাকরি করছে, তাদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি যেসব আধিকারিক

এই ধরনের ভুয়ো সার্টিফিকেট ইস্যুর সঙ্গে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করে কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হবে।দ এদিন তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা একাধিক আদিবাসী স্কুল ও আশ্রমের হস্টেল দীর্ঘদিন ধরে কার্যত বন্ধ হয়ে রয়েছে। বিশেষ করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও মালদা জেলার বহু আদিবাসী ছাত্রছাত্রী এর ফলে চরম সমস্যার মুখে পড়েছে বলে দাবি করেন তিনি। নবনিযুক্ত মন্ত্রীর আশ্বাস, আদিবাসী পড়ুয়াদের স্বার্থে খুব দ্রুত বন্ধ হয়ে থাকা সমস্ত আদিবাসী হস্টেল পুনরায় চালু করা হবে। শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিষয়টি দেখবে বলেও জানান তিনি। মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর পূর্ব বর্ধমানে এদিনই ছিল তার প্রথম সফর। তাকে ঘিরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও আদিবাসী সমাজের অধিকার রক্ষার বার্তাও দেন তিনি।

গেরুয়া আবিরে মাতোয়ারা ডোবরানা, জামুড়িয়ায় বিজেপির বিজয় মিছিল

নয়া জামানা, জামুড়িয়া ঃ বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের ধারা বজায় রেখে এবার বিজয় উল্লাসে মেতে উঠল পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুড়িয়া মন্ডল টু-এর ডোবরানা গ্রাম। রবিবার এই গ্রামেই আয়োজিত হয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টির এক বর্ণাঢ্য বিজয় মিছিল, যা ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। মিছিলটি গ্রামের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। হাতে দলীয় পতাকা এবং ‘জয় শ্রী রাম’ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। এই মিছিলে সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি মহিলাদের অংশগ্রহণ ও স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস ছিল সবথেকে উল্লেখযোগ্য। গেরুয়া আবিরে একে অপরকে রাঙিয়ে দিয়ে জয়ের আনন্দ ভাগ করে নেন সকলে। উক্ত মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জামুড়িয়া

মন্ডল ২-এর যুব মোর্চার সভাপতি দেবাশীস দুবে, রাহুল চৌবে, মহাদেব বাউরি ও দীপঙ্কর বাউরি সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দেবাশীস দুবে বলেন, ক্ষুদ্রডোবরানার মানুষ দু-হাত ভরে বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছেন। রাজ্যে এখন বিজেপির সরকার, তাই সাধারণ মানুষের মনে আর কোনো ভয় নেই। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আগামী দিনে এই এলাকায় অভূতপূর্ব উন্নয়ন হবে এবং মানুষ এক শান্তিময় পরিবেশে বসবাস করবেন।ক্ষ্ম মূলত শান্তি ও প্রগতির বার্তা দিয়েই এদিন কর্মসূচি শেষ করেন নেতৃত্বরা।

দৈনিক নয়া জামানা পত্রিকা নিয়মিত পড়ুন ও পড়ান

পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

আসানসোলে ১৫ বছর পর খুলল মন্দির, তোষণ রাজনীতির অভিযোগে শাসকদলকে বিঁধলেন বিজেপি বিধায়ক

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের আবহে আসানসোলের বস্তিন বাজারের দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে বন্ধ থাকা দুর্গা মন্দিরটি পুনরায় খুলে দেওয়া হলো। রবিবার সকালে দলীয় কর্মীদের নিয়ে মন্দিরে পুজো দেন আসানসোল উত্তরের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মন্দিরটি খোলার পর তিনি বিদায়ী শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করেন। কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ, আসানসোলের বিদায়ী তৃণমূল মন্ত্রী ও নেতারা একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ভোট ব্যাঙ্ক অটুট রাখতে এবং তুষ্ট করতে এই মন্দিরে নিত্যপুজো বন্ধ করে রেখেছিলেন। তিনি এই ঘটনাকে সনাতনী হিন্দুদের জন্য একটি ঐতিহাসিক জয় হিসেবে বর্ণনা করেন। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক ভি. শিবদাসন ওরফে দাসু বিধায়কের অভিযোগ সরাসরি স্বীকার না করলেও, বিষয়টিতে যে দলের ভুল ছিল এবং অহেতুক রাজনীতি করা হয়েছিল, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। মন্দিরটি খুলে দেওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে খুশির আমেজ থাকলেও, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আসানসোলের রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। বিধায়ক অবশ্য সাফ জানিয়েছেন, নিজের ধর্ম পালনের পাশাপাশি অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করাই হবে তাদের লক্ষ্য।

শুভেন্দু-অরিজিতের জয়ে মানত পূরণ, আসানসোলে দন্ডি কেটে মন্দিরে পুজো যুবকের

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল এবং শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্যমন্ত্রী হওয়াকে কেন্দ্র করে খুশির হাওয়া আসানসোলে। দীর্ঘদিনের মনস্কামনা পূরণ হওয়ায় রবিবার আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দা সমু ভান্ডারি দন্ডি কেটে মা ঘাঘর বুড়ি মন্দিরে পুজো দিলেন। একইসাথে বারাবনি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অরিজিৎ রায়ের জয়লাভও ছিল এই বিশেষ পুজোর অন্যতম বড় কারণ। সমু ভান্ডারি জানান, বারাবনি বিধানসভায় রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং সেখানে বিজেপি প্রার্থীর জয়ের জন্য তিনি মায়ের কাছে বিশেষ প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর কথায়, বারাবনিতে তৃণমূল কংগ্রেসের

আমলে বিজেপি কর্মীরা দীর্ঘ সময় ধরে অত্যাচারিত হয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে সেখানে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। এলাকার মানুষ এখন শান্তিতে ঘরে থাকতে পারছেন বলে দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীকে দেখার যে প্রবল ইচ্ছা তাঁর ও তাঁর অনুগামীদের ছিল, তা বাস্তবায়িত হওয়ায় এদিন তিনি ভক্তিভরে দন্ডি কেটে তাঁর মানত পূরণ করেন। যুবকের এই কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবর্তনের খুশিতে মেতে ওঠা বিজেপি সমর্থকদের মতে, সাধারণ মানুষের মনের ইচ্ছা পূরণ হওয়াতেই এই বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন। বারাবনি ও আসানসোল জুড়ে এখন উৎসবের আমেজ।

৫৫ বছর পর ফের মেদিনীপুরের মুখ্যমন্ত্রী

শুভেন্দুকে ঘিরে জেলায় উচ্ছ্বাস

অরুণ কুমার সাউ, নয়া জামানা, তমলুক ঃ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে মেদিনীপুর জেলার নাম বরাবরই বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। স্বাধীনতার পর থেকে এই জেলা বহু রাজনৈতিক আন্দোলন ও নেতৃত্বের জন্ম দিয়েছে। দীর্ঘ ৫৫ বছর পর আবারও সেই মেদিনীপুর জেলা পেল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। অজয় মুখোপাধ্যায়ের পর অখণ্ড মেদিনীপুরের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী। আর সেই ঘটনাকে ঘিরে জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে উচ্ছ্বাস ও আবেগের জোয়ার। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ১৯৬৭ সালের রাজনৈতিক পালাবদল এবং ২০২৬ সালের নির্বাচনের মধ্যে আশ্চর্য মিল রয়েছে।

১৯৬৭ সালে তমলুকের মালিজঙ্গল পাড়ার বাসিন্দা অজয় মুখোপাধ্যায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে হারিয়ে বাংলার রাজনীতিতে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন। ঠিক একইভাবে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুর কেন্দ্রে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করে রাজনৈতিক মহলে নতুন ইতিহাস গড়েছেন। শুভেন্দু অধিকারীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ছাত্রাবস্থা থেকেই। কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজে পড়াশোনার সময় রাজনীতিতে সক্রিয় হন তিনি। ১৯৯৫ সালে কাঁথি পুরসভার কাউন্সিলর হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক পথচলা শুরু। প্রথম জীবনে একাধিকবার নির্বাচনে পরাজয়ের মুখ দেখতে হলেও কখনও পিছিয়ে যাননি। ২০০৬ সালে প্রথমবার বিধায়ক নির্বাচিত হন এবং ২০০৯ সালে তমলুকে বামফ্রন্টের শক্ত ঘাঁটি ভেঙে সাংসদ হন।

পরবর্তীকালে তৃণমূল সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত হলেও রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে বিজেপিতে যোগ দেন শুভেন্দু। ২০২১ সালে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করে তিনি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা হন।

আর ২০২৬ সালে বিজেপির জয়ের পর মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য অর্জন করলেন। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, মেদিনীপুরের মাটি আন্দোলনের মাটি। অজয় মুখোপাধ্যায়ের পর শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্যমন্ত্রী হওয়া জেলার মানুষের কাছে গর্বের মুহূর্ত। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে আনন্দ মিছিল, আবির খেলা ও মিষ্টি বিতরণ।

শুভেন্দুর শপথে নতুন আশার আলো দেখছেন তাঁর সমর্থকেরা।

শপথ দেখতে গিয়ে রহস্যজনক নিখোঁজ মানবাজারের বৃদ্ধ, উদ্বেগে পরিবার ও বিজেপি কর্মীরা

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান দেখতে কলকাতায় গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন মানবাজারের এক বৃদ্ধ। নিখোঁজ ওই ব্যক্তির নাম অমূল্য সরেন (৭৩)। তিনি পুরুলিয়ার মানবাজার থানার জড়বেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। এলাকায় সাধু হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিলেন তিনি। ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে পরিবার ও স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের মধ্যে। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মানবাজার থেকে একদল কর্মীর সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছিলেন অমূল্য সরেন। শনিবার সকালে বাবুঘাট সংলগ্ন এলাকায় স্নান করার পর চা খেতে বের হন তিনি। তারপর থেকেই আর তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর সঙ্গীরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। আশপাশের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়েও তাঁর সন্ধান মেলেনি। জানা গিয়েছে, অমূল্য সরেন যদিও নির্দল প্রার্থী হিসেবে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মানবাজার কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, তবুও তিনি বিজেপির সমর্থক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ঘটনার পর স্থানীয় থানায় বিষয়টি জানানো হয়। এরপর বিজেপি কর্মীরা মানবাজারে ফিরে আসেন। বিজেপির মানবাজার বিধানসভার ৫ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি কল্যাণ দাস বলেন, অমূল্য সরেন নামে এক ব্যক্তি নিখোঁজ হয়েছেন বলে খবর পেয়েছি। বিষয়টি স্থানীয় নেতৃত্ব ও প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। আমরা গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি দেখছি। পরিবারের সদস্যরাও চরম উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন। এখনও পর্যন্ত বৃদ্ধের কোনও সন্ধান না মেলায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে খোঁজ শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

রবীন্দ্রজয়ন্তীতে মনোবিকাশের ব্যতিক্রমী উদ্যো

রক্তদান ও কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনায় উজ্জ্বল মেদিনীপুর

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর শহরের অন্যতম পরিচিত ও ঐতিহ্যবাহী কোচিং প্রতিষ্ঠান ‘মনোবিকাশ গ্রুপ অফ ইন্সটিটিউট’-এর উদ্যোগে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত হলো এক ব্যতিক্রমী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শনিবার শহরের মিত্র কম্পাউন্ডে অবস্থিত সেন্টারের শ্রেণিকক্ষে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে একদিকে যেমন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়, তেমনই আয়োজন করা হয় রক্তদান শিবির ও কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

২০১৪ সাল থেকে শিক্ষার পাশাপাশি সমাজসেবামূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে মনোবিকাশ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিত্র কম্পাউন্ড উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক সুজিত বোস, কোষাধ্যক্ষ সজল দেব, সমাজকর্মী সুকুমার মিত্র, রাঙামাটি কিরণময়ী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার মিশ্র, শিক্ষক ও রক্তদান আন্দোলনের কর্মী সুদীপ কুমার খাঁড়া, ফকরুদ্দিন মল্লিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও উদ্বোধনী নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে শুরু হয় রক্তদান শিবির। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে জমে ওঠে এই মানবিক উদ্যোগ। মোট ৩৬ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের হাতে একটি করে চারাগাছ তুলে দিয়ে পরিবেশ সচেতনতার বার্তাও দেওয়া হয়। এছাড়াও সদ্য প্রকাশিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় মনোবিকাশের কৃতি পড়ুয়াদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ছেলেদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া অঙ্কন ঘোড়াই (৬৬৫) এবং মেয়েদের মধ্যে প্রথম হওয়া তনুশ্রী মাহাতোকে (৬৫০) বিশেষ সম্মান জানানো হয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজসেবার এই মিলিত উদ্যোগে খুশির আবহ তৈরি হয় গোটা অনুষ্ঠানে।

জঙ্গলমহলে এনসিসি ক্যাম্পে সেনাবাহিনীর ছোঁয়া , দেশসেবার স্বপ্নে উজ্জীবিত ৪০০ পড়ুয়া

জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ দেশসেবার স্বপ্নকে আরও শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে শৃঙ্খলা, জাতীয়তাবোধ ও সেনাবাহিনীতে যোগদানের আগ্রহ বাড়াতে জঙ্গলমহলে শুরু হল বৃহৎ এনসিসি প্রশিক্ষণ শিবির। পুরুলিয়া জেলার মানবাজার-২ ব্লকের শুশুনিয়া একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ে ৯ মে থেকে শুরু হওয়া এই শিবির চলবে আগামী ১৮ মে পর্যন্ত। শনিবার প্রাথমিক প্রস্তুতির কাজ শুরু হলেও রবিবার থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন ক্লাস শুরু হয়েছে। কম্বাইন্ড অ্যানুয়াল ট্রেনিং ক্যাম্পের আওতায় আয়োজিত এই বিশেষ শিবিরে জেলার ১৯টি স্কুল ও কলেজ থেকে প্রায় ৪০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিয়েছে। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রথমবার জঙ্গলমহলের কোনও একলব্য মডেল স্কুলে এত বড় পরিসরে এনসিসি প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করা হয়েছে। শিবিরে অংশগ্রহণকারী পড়ুয়াদের দেওয়া হচ্ছে মিলিটারি ট্রেনিংয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। তার মধ্যে রয়েছে ফিজিক্যাল ট্রেনিং, অস্ত্র চালনার প্রাথমিক ধারণা, মানচিত্র পাঠ, কুচকাওয়াজ ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা। পাশাপাশি একজন আদর্শ সৈনিকের মানসিক দৃঢ়তা, নেতৃত্বের গুণ, জাতীয়তাবোধ ও চরিত্র গঠনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পুরো শিবির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন ৮ জন এনসিসি সহযোগী আধিকারিক এবং ১১ জন প্রশিক্ষক। তাঁদের তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন নিয়ম মেনে চলছে বিভিন্ন অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। এই বিষয়ে কর্নেল ভিচার ম্যাগো এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল অশোক কুমার জানান, চলতি বছরে কম্বাইন্ড অ্যানুয়াল ট্রেনিং ক্যাম্পের অধীনে মোট তিনটি শিবির অনুষ্ঠিত হবে। শুধুমাত্র শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতেও এই ক্যাম্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও এনসিসি সার্টিফিকেট ভবিষ্যতে সেনাবাহিনী ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুবিধা এনে দেবে বলেও তাঁরা জানান। প্রশিক্ষণরত রিজু মাঝি ও আবেশ আলমের কথায়, আমাদের ছোটবেলা থেকেই সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন রয়েছে। এখানে প্রশিক্ষণ নিতে এসে মনে হচ্ছে যেন সত্যিই সেনা শিবিরে রয়েছি। এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে আমাদের অনেক কাজে লাগবে।

বিজেপির শপথে মানবাজারে ঝালমুড়ি উৎসব ,আবির-মিষ্টিতে মাতলেন কর্মীরা

জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা, মানবাজার ঃ রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকার শপথ নেওয়ার পর মানবাজারে দেখা গেল অন্যরকম উচ্ছ্বাস। বাজি-পটকা, গেরুয়া আবির আর ঝালমুড়ি বিতরণকে কেন্দ্র করে শনিবার বিকেলে উৎসবের চেহারা নেয় মানবাজার মহকুমা শহরের ইন্দকুড়ি এলাকা। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের আনন্দ ছিল চোখে পড়ার মতো। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হতেই বিজেপি কর্মীরা রাস্তায় নেমে আসেন। গেরুয়া আবির মেখে , স্লোগান দিতে দিতে তাঁরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ঝালমুড়ি বিতরণ করেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও সেই আনন্দে সামিল হন। কেউ মোবাইলে ছবি তোলেন, কেউ আবার কর্মীদের সঙ্গে মিষ্টিমুখ করেন। বিজেপি কর্মীদের দাবি, সাধারণ মানুষের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কর্মী দীপঙ্কর বাউরী ও চন্দন দাস বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঝাড়গ্রামে এসে ঝালমুড়ি খেয়েছিলেন। তারপর থেকেই ঝালমুড়িকে ঘিরে মানুষের মধ্যে আলাদা উৎসাহ তৈরি হয়েছে। বাংলার সাধারণ খাবারের মধ্যেই মানুষের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। তাই নতুন সরকার শপথ নেওয়ার আনন্দে আমরা ঝালমুড়ি বিতরণের আয়োজন করেছি।দ এ দিন এলাকায় ঢাকের তালে নাচতেও দেখা যায় বিজেপি সমর্থকদের। অনেকেই নতুন সরকারের কাছে উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের আশা প্রকাশ করেন। স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াইয়ের পর বিজেপির ক্ষমতায় আসা তাঁদের কাছে ঐতিহাসিক মুহূর্ত। মানবাজারের বিভিন্ন জায়গায় সন্ধ্যা পর্যন্ত আনন্দ মিছিল চলে। গেরুয়া পতাকা হাতে কর্মীদের উচ্ছ্বাসে সরগরম হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। ঝালমুড়ি বিতরণকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও কৌতূহল ও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

জঙ্গলমহলের শিক্ষক থেকে মন্ত্রী

শপথ মঞ্চে নজর কাড়লেন ক্ষুদিরাম টুডু

রাজ্যে নবগঠিত বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভায় জায়গা করে নিয়ে নতুন চমক দিলেন জঙ্গলমহলের নেতা ক্ষুদিরাম টুডু। বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক শনিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। বিশেষভাবে নজর কাড়ে তাঁর সাঁওতালি ভাষায় শপথ গ্রহণ। শপথ মঞ্চে তাঁকে ঘিরে উচ্ছ্বাস দেখা যায় জঙ্গলমহল এলাকার মানুষ ও দলীয় কর্মীদের মধ্যে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রানিবাঁধ কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয় পান ক্ষুদিরাম টুডু। তিনি তৃণমূল প্রার্থী তনুশ্রী হাঁসদাকে প্রায় ৫২ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত করেন।

নয়া জামানা , বাঁকুড়া ঃ রাজ্যে নবগঠিত বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভায় জায়গা করে নিয়ে নতুন চমক দিলেন জঙ্গলমহলের নেতা ক্ষুদিরাম টুডু। বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক শনিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। বিশেষভাবে নজর কাড়ে তাঁর সাঁওতালি ভাষায় শপথ গ্রহণ। শপথ মঞ্চে তাঁকে ঘিরে উচ্ছ্বাস দেখা যায় জঙ্গলমহল এলাকার মানুষ ও দলীয় কর্মীদের মধ্যে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রানিবাঁধ কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয় পান ক্ষুদিরাম টুডু। তিনি তৃণমূল প্রার্থী তনুশ্রী হাঁসদাকে প্রায় ৫২ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত করেন। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ছিল ১ লক্ষ ৩১ হাজার ১৪৫। তবে এই সাফল্যের পথ মোটেও সহজ ছিল না। ২০১৬ এবং ২০২১ সালের নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে লড়লেও তাঁকে পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়েছিল। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর অবশেষে জয় এবং এবার মন্ত্রিত্ব; সব মিলিয়ে ক্ষুদিরামের রাজনৈতিক জীবনে নতুন অধ্যায় শুরু হল। রানিবাঁধ বিধানসভার বারিকুল গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগডুবি গ্রামের বাসিন্দা ক্ষুদিরাম। ছোটবেলায় গ্রামের রাস্তা ও পানীয় জলের মতো মৌলিক সুবিধারও অভাব ছিল। সেখান থেকেই সংগ্রাম করে পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যান তিনি। বাগডুবি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বারিকুল উদয় ভারতী উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে বাঁকুড়ার সালডিহা কলেজ থেকে স্নাতক পাশ করেন। পেশায় শিক্ষক ক্ষুদিরাম বর্তমানে বর্ধমান টাউন হাইস্কুলে কর্মরত। শিক্ষকতার পাশাপাশি আরএসএসের সঙ্গে যুক্ত হন এবং পরে বিজেপির রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা নেন। তাঁর স্ত্রী আশাকর্মী এবং একমাত্র মেয়ে চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন।

ঔপনিবেশিক বাংলা নিয়ে ভাবনার মঞ্চ,রাজ নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়ে জাতীয় স্তরের সেমিনার

নয়া জামানা , মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুরের রাজ নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো একদিনের জাতীয় স্তরের সেমিনার। কলেজের ইতিহাস বিভাগ ও আই কিউ এ সি -এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারের বিষয় ছিল ইন্ডিয়াস এন্ড থটস ইন কলোনীয়াল এন্ড পোস্ট কলোনীয়াল বেঙ্গল দ। সেমিনারকে ঘিরে শিক্ষকমণ্ডলী, গবেষক এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও আগ্রহ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রূপকুমার বর্মা। উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষা অধ্যাপিকা ড. স্বপ্না ঘোড়াই। প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রোজিৎ কুমার পালিত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা ড. সুজয়া দে সরকার। সেমিনারের আহ্বায়িকা ছিলেন অধ্যাপিকা ড. মিতা বিশ্বাস এবং অর্গানাইজিং সেক্রেটারির দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপিকা ড. রশ্মি মুখার্জি। অনুষ্ঠানে ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলার নানা দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। মোট সাতটি সাব-থিমের উপর গবেষণামূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিশেষ সাড়া ফেলে। এই জাতীয় স্তরের সেমিনারে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪টি কলেজ এবং একটি স্কুল থেকে মোট ১৫৬ জন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, গবেষক ও ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। উপস্থাপিত হয় মোট ৫৮টি গবেষণাপত্র। ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এই সেমিনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই মত শিক্ষামহলের। অনুষ্ঠানের শেষে সকল অংশগ্রহণকারী ও অতিথিদের ধন্যবাদ জানান ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা তথা সেমিনারের কনভেনার ড. মিতা বিশ্বাস।

জঙ্গলমহলে গেরুয়া উচ্ছ্বাস, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুকে ঘিরে আনন্দে মাতল ঝাড়গ্রাম

নয়া জামানা , ঝাড়গ্রাম ঃ সারা পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি এবারের বিধানসভা নির্বাচনে জঙ্গলমহলেও দেখা গেল গেরুয়া ঝড়ের স্পষ্ট প্রভাব। ঝাড়গ্রাম জেলার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রেই বিজেপি বিপুল ভোটে জয়লাভ করায় উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। ফল প্রকাশের পর থেকেই গোটা জঙ্গলমহল জুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছিল উৎসাহ ও আশার সুর। আজ কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ঝাড়গ্রাম শহরে দেখা যায় বিশেষ উৎসবের পরিবেশ। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ায় আনন্দে মেতে ওঠেন স্থানীয় কর্মী-সমর্থকেরা। ঝাড়গ্রাম মেন রোড এলাকায় প্রায় ছয় হাজার লাড্ডু ও ঠান্ডা শরবত বিতরণ করা হয় পথচলতি মানুষদের মধ্যে। বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আনন্দ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বক্তব্য, মেদিনীপুরের ছেলে আজ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গলমহল উন্নয়নের দিক থেকে পিছিয়ে ছিল। এবার এলাকার মানুষের আশা, নতুন মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে জঙ্গলমহলের উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলবে। শুধু রাজনৈতিক মহল নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও শুভেন্দু অধিকারীকে ঘিরে আশাবাদের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকায় আনন্দ মিছিল, আবির খেলা ও মিষ্টি বিতরণের ছবি ধরা পড়ে। সব মিলিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় এখন আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে ভাসছে গোটা জঙ্গলমহল।

ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।

যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

ভাষার কঠোরতায় শাসন, ভালোবাসায় মানুষ গড়া - প্রয়াত শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে ঘিরে আবেগে ভাসল পাথরপ্রতিমা

গোপাল শীল, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঃ পাথরপ্রতিমা ব্লকের দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শিক্ষা মহলে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। প্রয়াত হলেন গুরুদাসপুর মহেন্দ্র বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। দীর্ঘদিন শারীরিক অসুস্থতায় ভোগার পর ইন্দ্রনারায়ণপুর এলাকার নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক মহল এবং গোটা এলাকা। ১৯৬৮ সালে গুরুদাসপুর মহেন্দ্র বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। বাংলা ভাষার শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল সুদূরপ্রসারী। কঠোর শৃঙ্খলা, স্পষ্ট উচ্চারণ ও অনন্য পড়ানোর ধরণ তাঁকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে আলাদা মর্যাদা এনে দিয়েছিল। তিনি কখনও হাতে ছড়ি তুলতেন না, কিন্তু তাঁর কড়া ভাষা ও ব্যক্তিত্বই ছিল ছাত্রদের কাছে সবচেয়ে বড় শাসন। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা জানান, স্যারের ক্লাস মানেই ছিল সম্পূর্ণ নীরবতা ও মনোযোগ। তাঁর পড়ানোর ধরণ আজও চোখে ভাসে। তিনি শুধু বাংলা শেখাননি, মানুষ হতে শিখিয়েছেন। দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে বহু ছাত্রছাত্রীকে জীবনের সঠিক পথ দেখিয়েছেন তিনি। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বহু মানুষ আজও তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। ২০০২ সালের দিকে অবসর নিলেও বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কখনও ছিন্ন হয়নি। স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক পর্ব ও শিক্ষামূলক আলোচনায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন তিনি। শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর মরদেহ আনা হয় গুরুদাসপুর মহেন্দ্র বিদ্যামন্দিরে। প্রবল বৃষ্টিকেও উপেক্ষা করে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন স্কুলের সভাপতি মহাদেব মান্না, শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এবং এলাকার বহু মানুষ। ফুলে ঢেকে যায় প্রিয় শিক্ষকের মরদেহ। আবেগঘন পরিবেশে অনেকেই চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। এক শিক্ষক বলেন, রবীন্দ্রনাথবাবুর মতো আদর্শ শিক্ষক আজ খুব কম দেখা যায়। তাঁর মৃত্যু শিক্ষা জগতের অপূরণীয় ক্ষতি। স্ত্রী, তিন ছেলে ও এক মেয়েকে রেখে গেলেও তাঁর আসল পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর হৃদয়ে। একজন শিক্ষক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

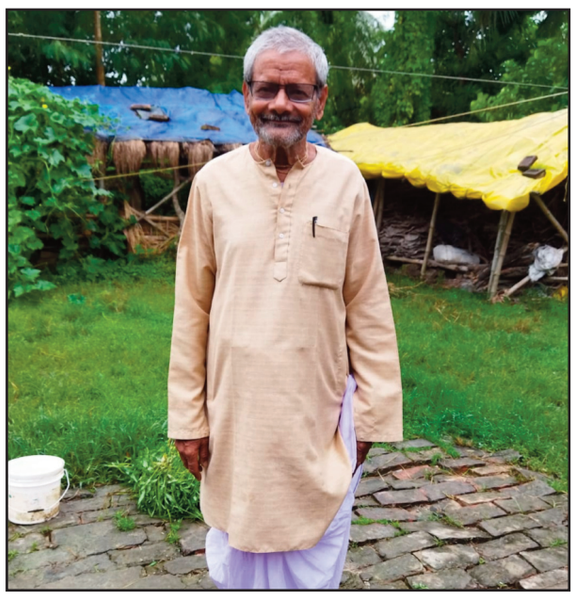

আজও থেকে যাবেন বহু মানুষের স্মৃতিতে, শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায়।

মানুষের পাশে থাকার বার্তা মায়ের মন্ত্রী অশোককে ঘিরে বনগাঁয় উচ্ছ্বাস

নয়া জামানা , বনগাঁ ঃ স্বাধীনতার পর রাজ্যে প্রথম বিজেপি সরকারের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া। এখনও দপ্তর বণ্টন না হলেও দলের অন্দরেই জোর জল্পনা, গুরুত্বপূর্ণ কোনও মন্ত্রকের দায়িত্ব পেতে পারেন তিনি। আর সেই খ বরে উৎসবের আবহ গোটা বনগাঁ জুড়ে। শপথ গ্রহণের মুহূর্ত থেকেই বনগাঁর বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের চোখ ছিল টিভির পর্দায়। অশোক কীর্তনিয়ার নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় আনন্দ উৎসব। গেরুয়া আবির, মিষ্টি বিতরণ ও স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে এলাকা। অশোকের বাড়িতেও সকাল থেকেই ভিড় জমাতে থাকেন শুভানুধ্যায়ীরা। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বনগাঁর ঘাটবাওড় এলাকার সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্ম অশোকের। অভাবের মধ্যেই বড় হয়েছেন তিনি। বনগাঁর দীনবন্ধু কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর ব্যবসার পাশাপাশি

রাজনীতিতে সক্রিয় হন। ছাত্রজীবনে ছাত্র পরিষদের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ২০০৪ সালে বিজেপিতে যোগ দেন এবং তারপর থেকেই দলের সংগঠন শক্তিশালী করতে নিরলস কাজ করে গিয়েছেন।

রাজনৈতিক মহলের মতে, মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ মহকুমায় বিজেপির ভিত্তি আরও মজবুত করতেই অশোককে মন্ত্রী করা হয়েছে। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গেও তাঁর সুসম্পর্ক রয়েছে বলে জানা যায়। এ দিন অশোকের স্ত্রী মৌমিতা কীর্তনিয়া সাতভাই কালীতলা মন্দিরে পুজো দেন। বৃদ্ধা মা অহল্যা কীর্তনিয়ার আবেগঘন বার্তা, মানুষের পাশে থেকো, তাহলেই সত্যিকারের জয় হবে। শপথের পর বনগাঁয় ফিরে প্রথমেই মায়ের আশীর্বাদ নেন অশোক। এরপর পার্টি অফিস থেকে বিশাল মিছিল বের হয়। ঘরের ছেলে মন্ত্রী হওয়ায় আনন্দে সাধারণ মানুষকেও মিষ্টিমুখ করান বিজেপি কর্মীরা।

বিয়ের ৭ বছরের মাথায় বধূর রহস্যমৃত্যু, গলায় দড়ি না খুন ?

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার বকজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাড়ুবালা গ্রামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতার নাম আমিনা মোল্লা (২২)। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুর প্রায় একটা নাগাদ মৃতার বাপের বাড়িতে ফোন করে জানানো হয়, আমিনা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত হাড়োয়ার খাড়ুবালা গ্রামে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছন। এরপর পুলিশে খবর দেওয়া হলে হাড়োয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহ উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকেরা আমিনাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, সাত বছর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার যশোরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা কাদের আলি মোল্লার বড় মেয়ে আমিনার বিয়ে হয় খাড়ুবালা গ্রামের বাসিন্দা ও পেশায় মাঝি হায়াত আলি মাঝির সঙ্গে। বিয়ের পর থেকেই আমিনার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চলত বলে দাবি পরিবারের। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে কিছুদিন আগে তাঁকে বাপের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিন দিন আগে তিনি ফের শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসেন। পরিবারের দাবি, আমিনাকে মারধর করে গলা টিপে খুন করা হয়েছে। তাঁরা হাড়োয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

১৪ বছরের মানত ভাঙলেন ‘তুলসি কাকা’, চুল-দাড়ি কেটে পালন করলেন সরকারের পতনের উৎসব

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া ব্লকের রামচন্দ্রপুর উদয় গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসপুর গ্রামে রবিবার দেখা গেল এক ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক আবেগের ছবি। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে না কাটা চুল ও দাড়ি অবশেষে কেটে নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণ করলেন ৬৩ বছরের আশুতোষ পাল, যিনি এলাকায় ‘তুলসি কাকা’ নামেই পরিচিত। পেশায় চায়ের দোকানদার আশুতোষবাবু সক্রিয় বাম সমর্থক হিসেবে বহু বছর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তিনি জানান, ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পর একটি ঘটনায় গভীরভাবে আঘাত পান। সেই সময় এক দুষ্কৃতীকে থানায় গিয়ে ছাড়িয়ে আনার ঘটনায় তিনি মনে করেছিলেন, রাজ্যে আইনের শাসন

আর থাকবে না। এরপরই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, যতদিন না এই সরকারের পতন হচ্ছে, ততদিন তিনি চুল-দাড়ি কাটবেন না। রবিবার রামচন্দ্রপুর বাজারে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি সেই মানত পূরণ করেন। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক মহম্মদ সেলিম, সিপিআইএম নেতা শংকর ঘোষ, রবিউল হক-সহ বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকেরা। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০ মানুষের খ াবারের ব্যবস্থাও করা হয়। আশুতোষবাবুর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় মাত্র ১৫ বছর বয়সে। কখ নও ইটভাটা শ্রমিক, কখনও লরি শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন। পালাবদলের পর কাজ হারিয়ে সংসারে নেমে আসে চরম আর্থিক সংকট। শেষ পর্যন্ত ছোট্ট চায়ের দোকান খুলে সংসার চালাতে শুরু করেন। দীর্ঘদিনের মানত পূরণ করে আশুতোষ পাল বলেন, মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল। আজ সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে পেরে শান্তি পেলাম। এই ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকাজুড়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

বছরের ‘অত্যাচারের অবসান’ বিজেপির জয়ে মাথা মুন্ডন করে কালীপুজো হিঙ্গলগঞ্জে

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ থানার সুন্দরবনের কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পারঘুমটি ২৫০ নম্বর বুথ এলাকায় বিজেপির জয় উদযাপনকে ঘিরে দেখা গেল ব্যতিক্রমী ছবি। বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের জয়ের পর দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা মাথা মুন্ডন করে কালীপুজোর আয়োজন করেন। পারঘুমটি মিতালী সংঘের মাঠে এই অনুষ্ঠানে এলাকার বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় বিজেপি কর্মী নিতাই পদ রায় জানান, দীর্ঘ ১৫ বছরের রাজনৈতিক লড়াই ও সন্ত্রাসের পর এই জয় এসেছে। ২০১১ সালের ২ জুলাই পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে কাজ করার সময় তিনি ও তাঁর ছেলে দীনবন্ধু রায় আক্রান্ত হন

বলে অভিযোগ। প্রাণ বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সুন্দরবনের জঙ্গলে আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাঁদের। পরে গভীর রাতে বাড়ি ফিরলেও সেই ঘটনার মানসিক আঘাত দীর্ঘদিন বহন করতে হয়েছে পরিবারকে। নিতাইবাবু বলেন, সেই সময় তিনি মানত করেছিলেন, একদিন যদি রাজ্যে বিজেপির সরকার গঠিত হয়, তাহলে মাথা মুন্ডন করে মা কালীর পুজো দেবেন। সেই মানত পূরণ করতেই এবার কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, তাঁদীর্ঘদিন সাধারণ মানুষ ভয় ও সন্ত্রাসের মধ্যে ছিলেন। এখন মানুষ নতুন আশায় বুক বাঁধছেন। বিজেপি সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে থাকবে।দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও ছিল উৎসবের আবহ।

ভোটে হার তবু মানুষের পাশে !

রায়দিঘিতে মাধ্যমিক কৃতীদের সংবর্ধনায় সাম্য গাঙ্গুলী

নুরউদ্দিন,নয়া জামানা,রায়দিঘি ঃ মাধ্যমিকের কৃতি ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিতে মানবিক উদ্যোগ নিলেন সিপিএম নেতা সাম্য গাঙ্গুলী। দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি বিধানসভার নালুয়া, লালপুর, দেবীপুর ও কৃষ্ণচন্দ্রপুর অঞ্চলের একাধিক মেধাবী ছাত্রছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সংবর্ধনা জানান তিনি। ফুল, মিষ্টি ও শুভেচ্ছা বার্তা তুলে দিয়ে পড়ুয়াদের আগামী দিনের জন্য শুভকামনাও জানান। সদ্য প্রকাশিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে ভালো ফল করা ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে পৌঁছে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন সাম্য গাঙ্গুলী। ভবিষ্যতে কী নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়, জীবনের লক্ষ্য কী; সেই সব বিষয়েও পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। পাশাপাশি শিক্ষার গুরুত্ব ও সমাজ গঠনে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা নিয়েও উৎসাহমূলক বার্তা দেন। উল্লেখ্য, সাম্য গাঙ্গুলী প্রাক্তন বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি

গাঙ্গুলি-র পুত্র। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তিনি রায়দিঘি কেন্দ্র থেকে সিপিএম প্রার্থী হিসেবেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। নির্বাচনে জয় না পেলেও এলাকার মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ যে এখনও অটুট, এই উদ্যোগে তা আরও স্পষ্ট হয়েছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের। এই উদ্যোগে খুশি ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরাও। অনেকেই মনে করছেন, রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে শিক্ষার প্রতি উৎসাহ জোগানো এবং কৃতীদের সম্মান জানানো সমাজের জন্য ইতিবাচক বার্তা বহন করে। এলাকায় সাম্য গাঙ্গুলীর এই উদ্যোগকে ঘিরে প্রশংসার সুরও শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন মহলে।

বোনের বিয়ের ঘরে কান্না পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ঢোলাহাটের যুবক

নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ বাড়িতে তখন বোনের বিয়ের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। আত্মীয়-স্বজনের ভিড়, আনন্দ আর উৎসবের আবহে মুখর ছিল গোটা পরিবার। কিন্তু সেই আনন্দ মুহূর্তের মধ্যেই বদলে গেল গভীর শোকে। ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট এলাকার যুবক মোকাদ্দেস মোল্লা। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে আজ ভোররাতে ঢোলাহাট থানার চুনফুলি মোড় এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মোকাদ্দেস মোল্লার বোনের বিয়ে ছিল বাড়িতে। সেই কারণেই ভোরবেলা শ্বশুরবাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। কিন্তু পথেই ঘটে যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোর প্রায় সাড়ে চারটে নাগাদ চুনফুলি মোড়ের কাছে চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে রাস্তার ধারে কয়েকটি লরি দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকারের মধ্যে দ্রুতগতিতে আসা মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি দাঁড়িয়ে থাকা লরির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই প্রবল ছিল যে বাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ দ্রুত মোকাদ্দেসকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পৌঁছতেই বিয়ের বাড়িতে নেমে আসে শোকের ছায়া।

এক রাতের বৃষ্টিতেই জলমগ্ন ক্যানিং নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা বিজেপির

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ শনিবার রাতের সামান্য বৃষ্টিতেই কার্যত জলমগ্ন হয়ে পড়ল ক্যানিং শহরের একাধিক এলাকা। শহরের প্রধান রাস্তা, বাজার, গলি ও নিচু এলাকাগুলিতে হাঁটু সমান জল জমে যায়।

রবিবার সকাল পর্যন্ত বহু এলাকায় জল নামেনি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। ফলে চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী এবং নিত্যযাত্রীদের। সকাল থেকেই জল ভেঙে যাতায়াত করতে দেখা যায় পথচারীদের। ছোট গাড়ি থেকে টোটো, বাইক; সব ধরনের যানবাহন চলাচলে সমস্যার মুখে পড়ে। অনেক দোকানপাটেও জল ঢুকে যাওয়ায় ক্ষতির আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টিতেই প্রতি বছর একই

সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে ক্যানিংবাসীকে। অথচ স্থায়ী সমাধানের কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেছে বিজেপি। বিজেপি নেতা প্রশান্ত বায়েন বলেন, তউন্নয়নের নামে ক্যানিংয়ের জলনিকাশি ব্যবস্থা পুরো ভেঙে পড়েছে। জল বেরোনোর প্রাকৃতিক পথ দখল করে নির্মাণ কাজ হয়েছে। তার ফলেই সামান্য বৃষ্টিতেই শহর ডুবে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষকে এই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।দ যদিও বিজেপির এই অভিযোগের পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব। রাজনৈতিক চাপানউতোরের মাঝেই জলমগ্ন শহর নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

মোবাইল ছেড়ে বইয়ের টানে চাপলা বিদ্যালয়ে চালু ‘বোধিপীঠ পাঠাগার’

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ বর্তমান সময়ে ছোটদের এক বড় অংশ মোবাইল ফোনের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। সেই প্রবণতা কমিয়ে পড়ুয়াদের আবার বইমুখী করতে অভিনব উদ্যোগ নিল চাপলা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।

রবিবাসরীয় ছুটির দিনেই স্কুলে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল ‘বোধিপীঠ পাঠাগার’। এই পাঠাগারে রামায়ণ, মহাভারত, গল্পের বই, বিজ্ঞান পত্রিকা-সহ নানা ধরনের বই পড়ার সুযোগ পাবে ছাত্র-ছাত্রীরা। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শুধুমাত্র পড়াশোনার জন্য নয়, শিশুদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। বর্তমানে মোবাইল ও ইন্টারনেটের জগতে অনেক শিশু বই পড়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাই তাদের কল্পনাশক্তি ও জ্ঞানচর্চা বাড়াতে এই পাঠাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করছেন শিক্ষকরা। এই পাঠাগারের আরও একটি বিশেষ দিক হল, স্কুলে সন্তানদের নিয়ে আসা অভিভাবকরাও অবসর সময়ে এখ ানে বসে বই পড়তে পারবেন।

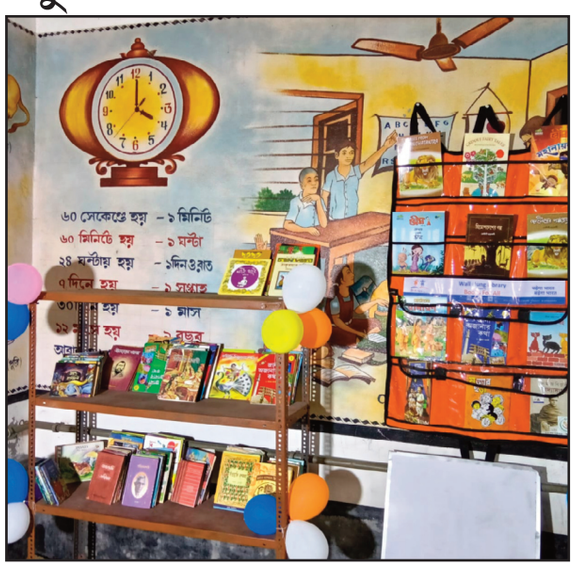

পাশাপাশি পড়াশোনায় পিছিয়ে থাকা ও পড়াশোনার প্রতি অনাগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ‘চিল্ড্রেন উইথ স্পেশাল নিড’ কক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গল্প ও ছবির বইয়ের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের পড়াশোনায় আগ্রহ বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখর হালদার জানান, বিদ্যালয়কে আরও শিশুবান্ধব করে তুলতেই এই উদ্যোগ। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় এটি সম্ভব হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্কুল পরিদর্শক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁদের আশা, ভবিষ্যতে ব্লকের আরও স্কুলে এমন উদ্যোগ ছড়িয়ে পড়বে।

রবীন্দ্রচর্চার সঙ্গে রক্তদান প্রভাতফেরিতে মুখর বসিরহাটের ইউনাইটেড ক্লাব

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ ১৬৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে বসিরহাটে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিল ইউনাইটেড ক্লাব। রবীন্দ্রচর্চা, প্রভাতফেরি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হল রবিবার ভোরে। ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হওয়া প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ বর্ণাঢ্য প্রভাতফেরি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ঘুরে পৌঁছায় রবীন্দ্রভবন ও বসিরহাট টাউন হলে। এদিন ৮ থেকে ৮০;সব বয়সের মানুষ অংশ নেন এই অনুষ্ঠানে। হাতে রবীন্দ্রনাথের ছবি, মুখে রবীন্দ্রসংগীত ও কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে শহরজুড়ে তৈরি হয় এক অন্যরকম সাংস্কৃতিক পরিবেশ। উদ্যোক্তাদের দাবি, বর্তমান সমাজে রবীন্দ্রচর্চা অনেকটাই কমে গিয়েছে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে আবার রবীন্দ্রনাথের আদর্শ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ। ক্লাবের সদস্যরা জানান, তরবীন্দ্রনাথ শুধু একজন কবি নন, তিনি বাঙালির আত্মপরিচয়। বাংলা সংস্কৃতিকে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। তাই তাঁর জন্মজয়ন্তীকে শুধু আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজসেবার সঙ্গেও যুক্ত করা হয়েছে।দ অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল রক্তদান শিবির। গ্রীষ্মের সময় রক্তসংকট মোকাবিলা এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রচর্চার মধ্য দিয়েই মানবসেবার বার্তা তুলে ধরতে চেয়েছে ইউনাইটেড ক্লাব।

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 11-05-2026 09:12 Page 11

১ থেকে ৮ মে ২০২৬

কেমন যাবে ?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

জাহাজে লুকিয়ে ইংল্যান্ড থেকে যুক্তরাষ্ট্রে শিয়াল

নয়া জামানা ঃ সাউদাম্পটন উপকূল থেকে একটি পণ্যবাহী জাহাজে লুকিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছে একটি ব্রিটিশ লাল শিয়াল। বর্তমানে দুই বছর বয়সী এই পুরুষ শিয়ালটি নিউ ইয়র্কের ব্রঙ্কস চিড়িয়াখানার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। প্রায় ১১ পাউন্ড ওজনের এই রোমাঞ্চপ্রিয় প্রাণীটি আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে হাজার হাজার মাইল সফলভাবে অতিক্রম করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।
নিউ ইয়র্ক এবং নিউ জার্সি বন্দরের মার্কিন কর্মকর্তারা জাহাজের মালামালের ভেতর থেকে শিয়ালটিকে উদ্ধার করে সেটিকে ব্রঙ্কস চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসা হয়।ব্রিটিশ বন্দর নগরী সাউদাম্পটনে নোঙর করা জাহাজে প্রাণীটি ঠিক কীভাবে প্রবেশ করেছিল, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।চিড়িয়াখানা

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রাথমিক পরীক্ষায় শিয়ালটি সুস্থ আছে এবং বর্তমানে সেটিকে পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। রুটিন স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাকি ফলাফলগুলো আসার পর বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে প্রাণীটির জন্য একটি উপযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী আবাসস্থল নির্ধারণ করা হবে।চিড়িয়াখানার প্রাণী কর্মসূচি পরিচালক কিথ লাভেট জানিয়েছেন, দীর্ঘ ও প্রতিকূল যাত্রার ধকল কাটিয়ে শিয়ালটি নতুন পরিবেশের সাথে বেশ ভালোভাবেই মানিয়ে নিচ্ছে।এদিকে সাউদাম্পটন বন্দরের মুখপাত্র রসিকতা করে বলেন, তাদের বন্দর দিয়ে প্রতিদিন প্রচুর গাড়ি ও কন্টেইনার যাতায়াত করলেও এমন অনাহূত যাত্রীর ট্রান্সআটলান্টিক ভ্রমণ তাদের অবাক করেছে। তিনি মজা করে আরও যোগ করেন যে, পরের বার এমন সফরের জন্য শিয়ালটির উচিত কুইন মেরি ২-এর মতো আরামদায়ক জাহাজ বেছে নেওয়া।ব্রঙ্কস চিড়িয়াখানার তথ্যমতে, লাল শিয়াল পৃথিবীর অন্যতম অভিযোজনক্ষম প্রাণী।এদের ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকাসহ বিভিন্ন মহাদেশে পাওয়া যায়।অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বহুমুখী খাদ্যাভ্যাসের অধিকারী হওয়ার কারণেই হয়তো প্রতিকূল পরিবেশেও এই শিয়ালটি দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছে।

৫ ঘরোয়া ফেসপ্যাকেই ফিরে পাবেন হারানো জৌলুস

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গরম পড়তেই ত্বকের সমস্যা যেন বেড়েই যায়। রোদ, ঘাম, ধুলোবালি আর দূষণের কারণে মুখের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা কমে যায়। অনেকের ত্বক নিস্তেজ দেখায়, আবার কারও ত্বকে ট্যান, র‍্যাশ বা অতিরিক্ত তেল জমার সমস্যা হয়। এই সময় ত্বকের যত্ন নিতে সবসময় দামি প্রসাধনীর দরকার হয় না। রান্নাঘরে থাকা কিছু সাধারণ উপাদান দিয়েই খুব সহজে তৈরি করা যায় ঘরোয়া ফেস প্যাক, যা ত্বককে সতেজ ও উজ্জ্বল রাখতে সাহায্য করে।প্রথমেই বলা যায় কলা ও মধুর ফেস প্যাকের কথা। একটি পাকা কলা ভাল করে চটকে তার সঙ্গে এক চামচ মধু মিশিয়ে নিন। চাইলে কয়েক ফোঁটা নারকেল তেলও দেওয়া যেতে পারে। এই মিশ্রণ মুখে লাগিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। কলায় থাকা ভিটামিন ও মধুর ময়েশ্চারাইজিং গুণ ত্বককে নরম ও উজ্জ্বল করে তোলে। যাদের ত্বক শুষ্ক,

তাদের জন্য এটি খুব উপকারী।গরমে ত্বকে জ্বালা বা রোদে পোড়া ভাব কমাতে শসা ও অ্যালোভেরার প্যাক খুব ভাল কাজ করে। শসা ব্লেন্ড করে তার সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে মুখে লাগান। চাইলে কয়েকটি পুদিনা পাতাও দেওয়া যেতে পারে। এই প্যাক ত্বক ঠান্ডা রাখে এবং মুখের ক্লান্ত ভাব দূর করে। বাইরে থেকে এসে এটি ব্যবহার করলে বেশ আরাম পাওয়া যায়।ত্বক দ্রুত ফ্রেশ ও উজ্জ্বল করতে তরমুজের ফেস প্যাকও দারুণ কার্যকর। তরমুজের রসের সঙ্গে সামান্য মধু ও দুধের গুঁড়ো মিশিয়ে মুখে লাগান। ১৫ মিনিট পরে ধুয়ে ফেললে মুখ অনেক বেশি সতেজ দেখাবে। গরমে ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতেও এই প্যাক সাহায্য করে।যাদের ত্বক খুব তৈলাক্ত, তারা ওটস ও টমেটোর প্যাক ব্যবহার করতে পারেন। টমেটোর রসের সঙ্গে ওটস মিশিয়ে মুখে হালকা করে স্ক্রাব করুন। এতে মৃত কোষ দূর হয় এবং ত্বক পরিষ্কার থাকে।পাশাপাশি মুখের অতিরিক্ত তেলও কমে।এছাড়া টক দই ও ওটসের ফেস প্যাক ট্যান দূর করতে সাহায্য করে। টক দইয়ের সঙ্গে ওটস মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে ফেলুন। এতে ত্বক পরিষ্কার হয় এবং মুখে স্বাভাবিক জেল্লা ফিরে আসে।তবে যে কোনও ঘরোয়া ফেস প্যাক ব্যবহার করার আগে হাতে বা কানের পাশে একটু লাগিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো।

নজরে INSTA

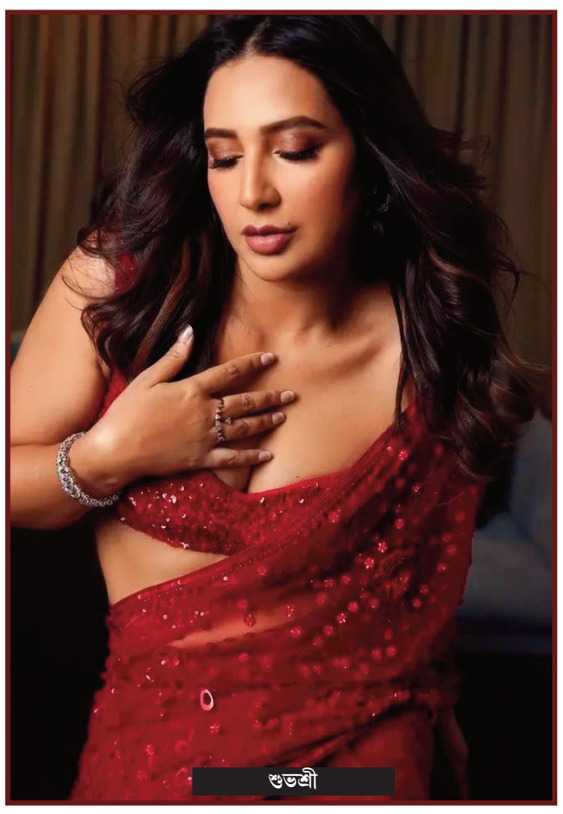
শুভশ্রী

প্রিয়াঙ্কা

তৃণা

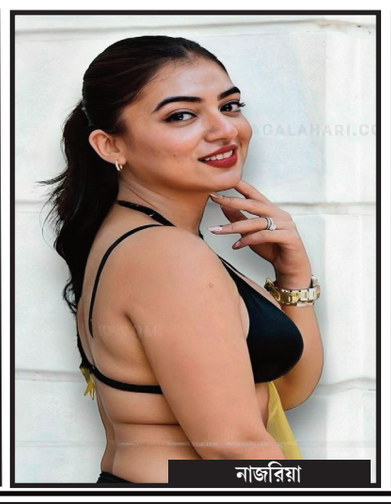
নাজরিয়া

শ্রাবন্তী

চিলির অন্ধকার আকাশ এখনো ঝুঁকিতে !

নয়া জামানা ঃ পৃথিবীর সবচেয়ে অন্ধকার ও শুষ্ক জায়গাগুলোর একটি চিলির আতাকামা মরুভূমি। এখানে রাতের আকাশ খুব পরিষ্কার দেখা যায়। এই আকাশ রক্ষায় বড় এক জ্বালানি প্রকল্প বাতিল হলেও বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিপদ এখনো কাটেনি। মার্কিন কোম্পানি এইএস করপোরেশনের সহযোগী এইএস আন্দেস তাদের 'ইন্না' সবুজ জ্বালানি প্রকল্প বাতিল করেছে।প্রকল্পটি ইউরোপিয়ান সাউদার্ন অবজারভেটরির পারানাল মানমন্দিরের মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে হওয়ার কথা ছিল।বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই প্রকল্প হলে আলো দূষণ, ধুলা, কম্পন ও বায়ুর অস্থিরতা তৈরি হতো। এতে ভেরি লার্জ টেলিস্কোপসহ বড় বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষতি হতো। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী রেইনহার্ড গেনজেলসহ ৩০ জন গবেষক একে বড় হুমকি বলে সতর্ক করেছিলেন।তবে প্রকল্প বাতিল হলেও নতুন সমস্যা সামনে এসেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, চিলির আকাশ রক্ষার আইন এখনো দুর্বল ও পুরনো। ফলে ভবিষ্যতে এমন প্রকল্প আবারও আসতে পারে।বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, শক্ত আইন না হলে এই মূল্যবান অন্ধকার আকাশ রক্ষা করা কঠিন হবে।

কুকুর ছানাকে স্কুলে ভর্তি করার খরচ ২ লক্ষ টাকা

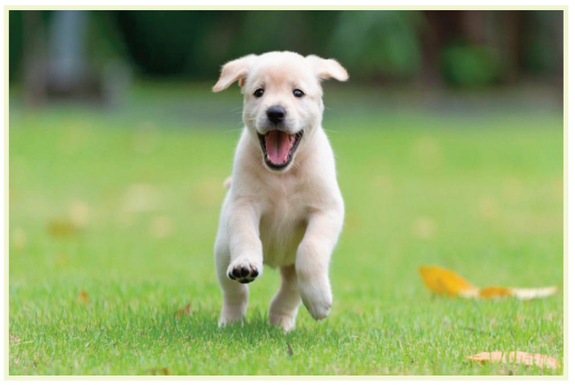

নয়া জামানা ঃ চীনে পোষা প্রাণির প্রতি ভালোবাসা আর যত্নের এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এক তরুণী। নিজের ছয় মাস বয়সী সাদা রঙের স্যামায়েড প্রজাতির কুকুরছানাকে তিনি ভর্তি করেছেন একটি বিশেষ কিন্ডারগার্টেনে-যেখানে পোষা প্রাণিদের আচরণ ও সামাজিক দক্ষতা শেখানো হয়।এই ভর্তি প্রক্রিয়ায় খরচ হয়েছে প্রায় ১২ হাজার ইউয়ান, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় দুই লাখ টাকারও বেশি। তবে এটি শুধু সাধারণ দেখাশোনার জন্য নয় বরং এখানে কুকুরছানাটির জন্য রয়েছে পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যার ব্যবস্থা।এই প্যাকেজের আওতায় প্রথমেই কুকুরছানাটির আচরণগত মূল্যায়ন করা হয়। তার স্বভাব, মেজাজ ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে সেই অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে সে অযথা ঘেউ ঘেউ না করে কিংবা আক্রমণাত্মক আচরণ না করে।পাশাপাশি অন্য প্রাণিদের সঙ্গে মিশে চলার দক্ষতাও শেখানো হয় বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে। প্রতিদিন কুকুরছানাটিকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসা এবং আবার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার সুবিধাও রয়েছে এই সেবায়।খাবারের ব্যবস্থাও আছে, তবে এর জন্য অতিরিক্ত খরচ দিতে হয়। এছাড়া মালিকরা অনলাইনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তাদের পোষা প্রাণীর ওপর নজর রাখতে পারেন। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে সেখানে।কুকুরছানাটির মালিক, যিনি নিজের পরিচয় তাওতাও নামে জানিয়েছেন।তিনি বলেন- কাজের ব্যস্ততার কারণে তিনি তার পোষা প্রাণিকে যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। তাই এই বিশেষ সেবাটি বেছে নিয়েছেন।চীনে এ ধরনের পোষা প্রাণির 'কিন্ডারগার্টেন' এখন আর নতুন কিছু নয়। নগর জীবনে অনেকেই পোষা প্রাণিকে পরিবারের সদস্যের মতো দেখেন, ফলে তাদের জন্য উন্নত সেবা গ্রহণের প্রবণতাও দ্রুত বাড়ছে।চায়না পেট ইন্ডাস্ট্রি হোয়াইট পেপার-২০২৬-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, চীনে ২০২৫ সালে শহুরে পোষা প্রাণি শিল্পের বাজার প্রায় ৩১ হাজার ৪০০ কোটি ইউয়ানে (প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি মার্কিন ডলার) পৌঁছেছে।আগামী বছরগুলোতে তা আরও বড় হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

৪২টি দাঁত নিয়ে গিনেস রেকর্ড গড়লেন মালয়েশিয়ার ব্যক্তি

নয়া জামানা ঃ সাধারণত মানুষের দাঁতের সংখ্যা ৩২টি। তবে এর চেয়ে ১০টি বেশি দাঁত থাকায় গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছেন মালয়েশিয়ার প্রথাব মুনিয়ান্ডি নামের এক ব্যক্তি। বর্তমানে তার মুখে মোট দাঁতের সংখ্যা ৪২টি।৩৩ বছর বয়সী প্রথাব মুনিয়ান্ডি পেশায় একজন প্রকৌশলী।অতিরিক্ত দাঁতের কারণে তার হাসি অন্যদের থেকে সহজেই আলাদা করে চেনা যায় বলে জানিয়েছে গিনেস কর্তৃপক্ষ।
প্রথাব জানান, পারিবারিক এক অনুষ্ঠানে প্রথম তিনি বিষয়টি টের পান। ২০২১ সালে পরিবারের সঙ্গে চা পান করার সময় তিনি অনুভব করেন যে তার মুখে অতিরিক্ত কিছু দাঁত গজাচ্ছে।পরে পরিবারের সদস্যরা দাঁত গুনে দেখেন তখন তার দাঁতের সংখ্যা ছিল ৩৮টি।এরপর ডেন্টাল এক্স-রে পরীক্ষায় জানা যায়, আরও চারটি দাঁত ওঠার বাকি রয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার মোট দাঁতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২টিতে।প্রথাব জানান, তার বেশিরভাগ দাঁতই স্বাভাবিকভাবে সোজা হয়ে বেড়ে উঠেছে এবং এতে তার কোনো শারীরিক সমস্যা হয়নি। প্রথম দেখায় অধিকাংশ মানুষ তার অতিরিক্ত দাঁতের বিষয়টি বুঝতে পারে না।তবে তিনি নিজে বিষয়টি বললে অনেকেই অবাক হয়ে যান এবং অনেকে বিশ্বাসও করতে চান না যে তার মুখে স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে ১০টি বেশি দাঁত রয়েছে।অতিরিক্ত দাঁত থাকা সত্ত্বেও তার স্বাস্থ্যের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি বলেও জানান তিনি। দাঁতের যত্নে তিনি বেশ সচেতন প্রতিদিন দুইবার দাঁত ব্রাশ করেন এবং নিয়মিত ফ্লস ব্যবহার করেন।এর আগে ৪১টি দাঁত নিয়ে রেকর্ড গড়েছিলেন কানাডার ইভানো মেলোন। প্রথাব মুনিয়ান্ডির ৪২টি দাঁত এখন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে সর্বোচ্চ দাঁতের নতুন রেকর্ড হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

দেশ বিদেশ

নয়া জামানা

পাটনায় উত্তাল হবু শিক্ষকদের আন্দোলন!

পাটনার রাস্তায় অধিকারের দাবিতে সরব হওয়া কয়েক হাজার চাকরিপ্রার্থীর জন্য সময়টা এখন চরম অনিশ্চয়তার। বিহার শিক্ষক নিয়োগের চতুর্থ পর্যায়ের পরীক্ষার দাবিতে আয়োজিত এক বিশাল বিক্ষোভ শেষ পর্যন্ত আইনি জটিলতায় মোড় নিল। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রায় ৫,০০০ জন অজ্ঞাতপরিচয় চাকরিপ্রার্থীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, যা নিয়ে বর্তমানে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় চলছে। ঘটনার সূত্রপাত হয় যখন কয়েক হাজারটিআরই-৪ পদপ্রার্থী পাটনার রাস্তায় নেমে দীর্ঘদিনের নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে থাকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন। তাদের অভিযোগ ছিল, সরকার বারবার প্রতিশ্রুতি দিলেও নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি বা পরীক্ষার দিনক্ষণ নিয়ে কোনও সদর্থক পদক্ষেপ করছে না। শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হওয়া এই মিছিলটি যখন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি এলাকার দিকে এগোতে থাকে, তখন পুলিশ তাদের বাধা দেয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে ভিড় ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। এর পরেই সরকারি কাজে বাধা দেওয়া, বেআইনি জমায়েত এবং জনজীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে বিশাল সংখ্যক আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে পাটনা পুলিশ। প্রশাসনের দাবি, নিষিদ্ধ এলাকায় বিনা অনুমতিতে মিছিল প্রবেশ করায় এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। অন্যদিকে, চাকরিপ্রার্থীদের দাবি; তারা কোনও অপরাধ করেননি, বরং বছরের পর বছর অপেক্ষা করে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার কারণেই পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। একদিকে সাধারণ মানুষ চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সমবেদনা জানাচ্ছেন, অন্যদিকে সরকারি নির্দেশ অমান্য করে প্রতিবাদ জানানো নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

৫,০০০ জনের বিরুদ্ধে এই আইনি পদক্ষেপ আদতে আন্দোলন দমন করার কৌশল কি না, তা নিয়ে এখন সরব বিরোধী দলগুলোও। হবু শিক্ষকদের এই দীর্ঘ লড়াই শেষ পর্যন্ত কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেটাই দেখার।

পেট্রোল-ডিজেল-গ্যাস ব্যাবহারে আরও সংযত হন', জনগণের কাছে আর্জি মোদির

দেশবাসীকে পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাসের মতো জ্বালানি পণ্য সংযতভাবে ব্যবহারের আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পশ্চিম এশিয়ার চলমান অস্থিরতা এবং বিশ্ববাজারে জ্বালানি সঙ্কটের কথা মাথায় রেখে জ্বালানি ব্যবহার যথাসম্ভব সীমিত রাখা জরুরি। রবিবার তেলঙ্গনায় একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করতে গিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশে এমনই বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী। বর্তমানে আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে তেল সরবরাহের মূল পথ হরমুজ প্রণালীটি অবরুদ্ধ। তাই আমদানিনির্ভর জ্বালানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটতে পারে, রবিবার হায়দরাবাদের অনুষ্ঠান থেকে এমন আশঙ্কার কথাই জানান নরেন্দ্র মোদি।

একইসঙ্গে এ কথা মাথায় রেখে দেশবাসীকে আরও সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানান। বক্তৃতায় তিনি বলেন, ক্ষ্ম সময়ের দাবি মেনে পেট্রোল, গ্যাস এবং ডিজেলের মতো জ্বালানি অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতের জ্বালানির অধিকাংশই আমদানি নির্ভর। তাই এর সঠিক ব্যবহার যেমন বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে সাহায্য করবে, তেমনি যুদ্ধের প্রভাব থেকেও দেশকে রক্ষা করবে।ক্ষ্ম অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারত এখন বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলির মধ্যে অন্যতম।

পাশাপাশি আমদানিকৃত জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমাতে পেট্রোলের সঙ্গে ইথানল মিশ্রণের ক্ষেত্রেও দেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে বলে তাঁর দাবি। পাশাপাশি, জ্বালানি ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকারের বহুমুখী পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করে মোদি। বলেন, ক্ষ্মপ্রথমে সবার ঘরে এলপিজি পৌঁছে দেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এখন পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস পরিষেবা (পিএনজি) সম্প্রসারণ এবং সিএনজি-ভিত্তিক পরিকাঠামোও গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে। এদিন প্রধানমন্ত্রী তেলঙ্গানায় প্রায় ₹৯,৪০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এর মধ্যে রয়েছে -হায়দরাবাদ-পানাজি অর্থনৈতিক করিডোরের জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ, জাহিরাবাদ শিল্পাঞ্চলের উন্নয়ন, কাজিপেট-বিজয়ওয়াড়া রেল প্রকল্পের বিভিন্ন অংশ, একটি আধুনিক পেট্রোলিয়াম টার্মিনাল এবং ওয়ারাঙ্গলের পিএম মিত্র পার্ক বা কাকতিয়া মেগা টেক্সটাইল পার্ক। প্রায় ₹১,৭০০ কোটি ব্যয়ে নির্মিত কাকতিয়া মেগা টেক্সটাইল পার্কটি দেশের প্রথম সম্পূর্ণ কার্যকর পিএম মিত্র পার্ক। এটি কেন্দ্রের ক্ষ্মফার্ম টু ফ্যাক্টরি টু ফ্যাশন টু ফরেনক্ষ্ম পরিকল্পনার আওতায় তৈরি এই প্রকল্প দেশের বস্ত্রশিল্প ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

হান্টাভাইরাস আতঙ্কঃ স্পেনের উপকূলে প্রমোদতরণী থেকে যাত্রী উদ্ধার শুরু

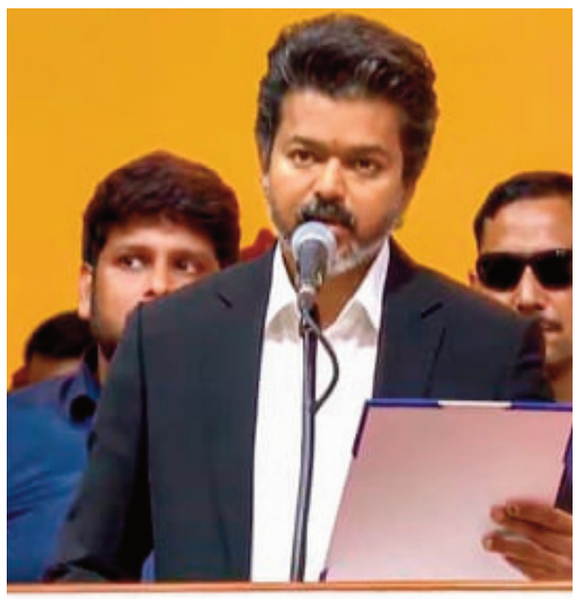

মাঝ সমুদ্রে প্রমোদতরণীর ভেতর হান্টাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার খবরে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রবিবার স্পেনের তেনেরিফে দ্বীপের কাছে নোঙর করা 'এমভি হোন্ডিয়াস' জাহাজটি থেকে যাত্রীদের সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করেছেন স্বাস্থ্য আধিকারিকরা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনুরোধে স্পেন সরকার এই উদ্ধারকাজের দায়িত্ব নিয়েছে। কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে যাত্রীদের ধাপে ধাপে জাহাজ থেকে নামিয়ে বিশেষ বিমানে তাঁদের দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্পেনের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, উদ্ধারকাজে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে স্পেনীয় নাগরিকদের।

ছোট নৌকায় করে পাঁচজন করে যাত্রীকে তীরে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং সেখান থেকে সরাসরি বাসে করে বিমানবন্দরে পাঠানো হচ্ছে।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে যাতে তাঁদের কোনও সংস্পর্শ না হয়, তার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে সামরিক বিমান। স্পেনীয়দের পর পর্যায়ক্রমে নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, বেলজিয়াম এবং গ্রিসের নাগরিকদের উদ্ধার করা হবে। সবশেষে আমেরিকা, ব্রিটেন এবং অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের ফেরানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনিকা গার্সিয়া। গত বুধবার কেপ ভার্দে উপকূল থেকে স্পেনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল এই বিলাসবহুল জাহাজটি। সংক্রমণের খবর মেলায় ইউরোপীয় জনস্বাস্থ্য সংস্থা সমস্ত যাত্রীকে 'উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তবে স্বস্তির খবর এই যে, জাহাজে প্রাথমিক তল্লাশিতে ইঁদুরের কোনও অস্তিত্ব মেলেনি, ফলে সংক্রমণের ব্যাপক বিস্তার হওয়ার সম্ভাবনা কম বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। উদ্ধারকাজ শেষ হলে ৩০ জন ক্রু সদস্য জাহাজটি নিয়ে নেদারল্যান্ডসে ফিরে যাবেন এবং সেখানে পুরো জাহাজটিকে জীবাণুমুক্ত করা হবে। আপাতত আন্তর্জাতিক মহলের নজর এখন তেনেরিফে বন্দরের এই জটিল উদ্ধার অভিযানের দিকে।

তামিলনাড়ুর কুর্সিতে এবার 'থালাপথি', মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন বিজয়

দক্ষিণী রাজনীতির দীর্ঘ ছয় দশকের প্রথা ভেঙে তামিলনাড়ুর মসনদে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। রবিবার চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহেরু ইনডোর স্টেডিয়ামে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন অভিনেতা থেকে রাজনীতিক হওয়া সি জোসেফ বিজয়। রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকর তাঁকে পদ ও গোপনীয়তার শপথ বাক্য পাঠ করান। বিজয়ের সঙ্গেই আরও নয়জন মন্ত্রী আজ শপথ নিয়েছেন। বিজয়ের এই উত্থান তামিল রাজনীতির দুই প্রধান স্তম্ভ ডিএমকে এবং এআইএডিএমকে-র কয়েক দশকের একাধিপত্যে বড়সড় ধাক্কা দিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আজ সকাল থেকেই চেন্নাই ছিল উৎসবমুখর। থালাপথি বিজয়কে চোখের দেখা দেখতে এবং এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে স্টেডিয়ামের বাইরে ভিড় জমিয়েছিলেন হাজার হাজার সমর্থক। ভিড় সামলাতে গোটা শহর জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছিল নিশ্ছিদ্র। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীসহ একাধিক জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরের নেতৃত্ব এবং চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। তামিলনাড়ু বিধানসভার ২৩৪টি আসনের মধ্যে বিজয়ের নেতৃত্বাধীন জোট ১২০টি আসনের সমর্থন পাওয়ায় সরকার গঠন নিশ্চিত হয়। যদিও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে কিছুটা দূরে ছিল বিজয়ের দল 'তামিলনাগা ভেট্রি কাজাগম' (টিভিকে), কিন্তু শনিবার রাতে ভিসিকে এবং ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগের সমর্থন মেলার পরেই সমস্ত অনিশ্চয়তা দূর হয়। জোটের শরিক হিসেবে আগেই কংগ্রেস এবং বাম দলগুলো বিজয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল। শনিবার রাতেই রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে পাঁচটি শরিক দলের সমর্থনপত্র জমা দেন বিজয়। এর পরেই রাজ্যপাল তাঁকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান। তবে সাংবিধানিক নিয়ম মেনে আগামী ১৩ মে বা তার আগে বিধানসভায় বিজয়কে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে হবে। কয়েক মাস আগে নিজের রাজনৈতিক দল গঠন করার পর প্রথম নির্বাচনেই এমন অভাবনীয় সাফল্য দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে বিজয়ের প্রভাবকেই স্পষ্ট করে দিল। এখন দেখার, রুপোলি পর্দার এই নায়ক বাস্তবের প্রশাসনিক আঙিনায় তামিলনাড়ুর মানুষের প্রত্যাশা কতখানি পূরণ করতে পারেন।

দক্ষিণী রাজনীতির দীর্ঘ ছয় দশকের প্রথা ভেঙে তামিলনাড়ুর মসনদে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। রবিবার চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহেরু ইনডোর স্টেডিয়ামে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন অভিনেতা থেকে রাজনীতিক হওয়া সি জোসেফ বিজয়। রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকর তাঁকে পদ ও গোপনীয়তার শপথ বাক্য পাঠ করান।

তপ্ত গরমে হাঁসফাঁস আমেদাবাদ, চিড়িয়াখানার পশুদের রক্ষায় নামানো হলো এয়ার কুলার

উত্তর ভারত জুড়ে চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ। পারদ ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যেতেই আমেদাবাদের কাঁকরিয়ায় অবস্থিত কমলা নেহরু চিড়িয়াখানার পশু-পাখিদের রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা নিল প্রশাসন। ২ হাজারের বেশি প্রাণীকে হিটস্ট্রোক এবং ডিহাইড্রেশন থেকে বাঁচাতে খাঁচার ভেতর এয়ার কুলার থেকে শুরু করে ওআরএস-এর জল; সবরকম আয়োজন করা হয়েছে। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, সিংহ, বাঘ, চিতা এবং হাতিদের থাকার জায়গায় প্রায় ৩৮ থেকে ৪০টি বড় এয়ার কুলার বসানো হয়েছে। প্রখর রোদের তাপ সরাসরি যাতে খাঁচায় না পৌঁছায়, তার জন্য ওপর থেকে দেওয়া হয়েছে সবুজ নেট। এছাড়া নিয়মিত ব্যবধানে পশুদের গায়ে এবং চত্বরে জল ছেটানো হচ্ছে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে। নিশাচর প্রাণীদের জন্য করা হয়েছে বিশেষ ভূ-গর্ভস্থ বায়ু চলাচল বা 'জিও-থার্মাল এয়ারেশন'-এর ব্যবস্থা, যা বাইরের তুলনায় ভেতরের পরিবেশকে অনেকটা শীতল রাখে।

খাবারের তালিকায় এসেছে আমূল বদল। তরমুজ, ফুটি এবং আখের মতো রসালো ফল বেশি করে দেওয়া হচ্ছে পশুদের। পানীয় জলের সঙ্গে নিয়মিত মেশানো হচ্ছে গ্লুকোজ এবং ওআরএস পাউডার। চিড়িয়াখানার সুপারিনটেনডেন্ট ড. শার্ভ শাহ জানিয়েছেন, বিদেশি প্রজাতির প্রাণীদের ওপর গরমের প্রভাব বেশি পড়ে, তাই তাদের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছেন পশু চিকিৎসকরা। পর্যটকদের সুবিধার্থেও চিড়িয়াখানা চত্বরে পানীয় জল এবং বিশ্রামের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মে মাসের এই ছুটিতে ভিড় সামলানোর পাশাপাশি প্রাণীদের জীবন রক্ষা করাই এখন চিড়িয়াখানা কর্মীদের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

বিপুল জনাদেশ মোদীর প্রতি মানুষের আস্থারই প্রতিফলন, দাবি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

অসমে এনডিএ-র বিপুল জয়ের পর একে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নমূলক রাজনীতির জয় হিসেবেই দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রবিবার গুয়াহাটিতে বিজেপির সদর দপ্তরে নবনির্বাচিত বিধায়কদের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি রাজ্যবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানান। হিমন্ত স্পষ্ট করে দেন যে, অসমের মানুষ যে বিশ্বাস শাসক জোটের ওপর রেখেছেন, তার মর্যাদা বজায় রেখে শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখবে তাঁর সরকার। বিজেপি এবং এনডিএ-র নেতা হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার পর কর্মীদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে হিমন্ত জানান, এই বিপুল সমর্থন প্রমাণ করে যে সাধারণ মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুযোগ্য নেতৃত্বে রাজ্যের প্রগতির ওপর আস্থা রেখেছেন।

গত কয়েক বছর ধরে অসম যেভাবে অস্থিরতা কাটিয়ে স্থিতিশীলতা এবং দ্রুত বিকাশের পথে হেঁটেছে, মানুষ তাকেই শিলমোহর দিয়েছেন বলে তিনি মনে করেন। সুশাসন এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে বলেই এই জয় সহজ হয়েছে বলে তাঁর দাবি। পর পর তিনবার অসমে বিজেপি জোট সরকার গঠন করতে চলায় রাজনৈতিক মহলে খুশির হাওয়া। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষের আশীর্বাদ আমাদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিল।

আমরা অসমকে প্রগতির নতুন শিখরে নিয়ে যেতে নিরলস পরিশ্রম করব। আগামী ১২ মে দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হতেই দলীয় স্তরে চূড়ান্ত প্রস্তুতি তুঙ্গে। প্রথা মেনে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে উত্তর-পূর্বের এই গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে।

বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ও নারী সুরক্ষা বাহিনী, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজয়ের প্রথম ঘোষণা

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরেই রাজ্যবাসীর জন্য একগুচ্ছ জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের ঘোষণা করলেন অভিনেতা থেকে রাজনীতিক হওয়া সি জোসেফ বিজয়। রবিবার মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হয়েই তিনি প্রথম যে ফাইলে স্বাক্ষর করেন, তাতে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিজয়ের এই ঘোষণা রাজ্যের সাধারণ মানুষের জন্য বড়সড় স্বস্তি নিয়ে

আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর এক আবেগঘন বক্তৃতায় তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, তাঁর সরকার কেবল গদি দখল নয়, বরং মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধানেই কাজ করবে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিজের প্রথম নির্দেশে বিজয় কেবল বিদ্যুতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি; রাজ্যের নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ বাহিনী এবং সার্বক্ষণিক হেল্পলাইন চালুর নির্দেশ দিয়েছেন। মাদক নির্মূল করতে একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠনের কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি। ভাষণের শুরুতে নিজের চেনা ভঙ্গিতে সমর্থকদের 'এন নেঞ্জিল কুদিয়িরুক্কুম' (আমার হৃদয়ে বসবাসকারী) বলে সম্বোধন করে তিনি বলেন, তআমি কোনও রাজপরিবার থেকে আসিনি, দারিদ্র ও ক্ষুধা কী তা আমি জানি। একজন সহকারী পরিচালকের ছেলে আজ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে আপনাদের ভালোবাসায়।দ এই নতুন যাত্রায় তিনি নিজেকে জনগণের ভাই ও সন্তান হিসেবে তুলে ধরেন। প্রশাসনের স্বচ্ছতা বজায় রাখার অঙ্গীকার করে বিজয় সাফ জানান, তামিলনাড়ুকে ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত করাই তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। রাজ্যবাসীর আমানত লুঠ করতে কাউকে দেওয়া হবে না বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দেন। শপথ অনুষ্ঠানে রাহুল গান্ধীসহ মিত্র শক্তিগুলোর উপস্থিতিতে বিজয় একটি নতুন ধর্মনিরপেক্ষ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের যুগের প্রতিশ্রুতি দেন।

উল্লেখ্য, আগামী ১৩ মে-র মধ্যে বিধানসভায় বিজয়ের সরকারকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে হবে। বিজয় ছাড়াও এ দিন আরও নয়জন মন্ত্রী শপথ নিয়েছেন, যার মধ্যে ২৮ বছর বয়সী এস কীর্তনা সর্বকনিষ্ঠ মুখ হিসেবে নজর কেড়েছেন। এক নতুন তামিলনাড়ু গড়ার সংকল্প নিয়ে বিজয় এখন প্রশাসনিক ময়দানে নিজের দক্ষতা প্রমাণের অপেক্ষায়।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 11-05-2026 09:12 Page 13

এক পায়ে ক্রুণালের অদম্য লড়াই, মুম্বইকে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে হারিয়ে ফের লিগ শীর্ষে বেঙ্গালুরু

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সঃ ১৬৬/৭ (তিলক ৫৭, নমন ৪৭, ভুবনেশ্বর কুমার ২৩/৪)
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুঃ ১৬৭/৮ (ক্রুণাল ৭৩, বেথেল ২৭, বশ ২৬/৪)
২ উইকেটে জয়ী রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

সহজ ম্যাচ কঠিন করে জিতল আরসিবি। ভুবনেশ্বর কুমারের ৪ উইকেটের পর ক্রুণাল পাণ্ডিয়ার একার লড়াই। রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে ২ উইকেটে হারিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে এল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। নিজেদের প্লেঅফে ওঠার রাস্তা যেমন অনেকটা পরিষ্কার করে ফেলল, তেমনই চাপ বাড়ল নাইটদের উপর। ম্যাচ হেরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছিটকে গেল প্লেঅফের দৌড় থেকে। চোট নিয়ে অসাধ্যসাধন করে গেলেন ক্রুণাল পাণ্ডিয়া। এক পায়ে লড়ে আরসিবি'র জয় নিশ্চিত করে দেন। আর শেষ বলে রান আউট হতে হতে আরসিবি'কে ম্যাচ জেতান রশিখ সালাম। তার আগে বলতে হয় ভুবনেশ্বর কুমারের কথা। বয়স একটা সংখ্যা মাত্র! চিরকালীন এই প্রবাদকে ফের সত্যি প্রমাণ করছেন ভুবনেশ্বর। ৩৬ বছর বয়সে বলের সুইংয়ে ভিরমি খাচ্ছেন আজকালের নামকরা তারকারা। জাতীয় দলে হয়তো সুযোগ পাবেন না, কিন্তু নিজেকে প্রতিদিন ছাপিয়ে যাচ্ছেন। এই মুহূর্তে ২১ উইকেট নিয়ে পার্পল ক্যাপের দৌড়ে শীর্ষে। রায়পুরের পিচে ফাটল আছে, সেটাকে খুব ভালোভাবে কাজে লাগালেন ভুবি। টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন বেঙ্গালুরু অধিনায়ক রজত পাতিদার।

দ্বিতীয় ওভারেই রায়ান রিকেলটনকে ফেরান ভুবনেশ্বর। রোহিত শর্মা (২২) ভালো শুরু করেও ভুবির হাতে পরাস্ত। ঠিক পরের বলেই আউট সূর্য। তাঁর খারাপ ফর্মের ধারা অব্যাহত। পরপর দু'জনকে অনেকটা একই ভঙ্গিতে আউট করেন ভুবনেশ্বর। সেখান থেকে মুম্বইয়ের হাল ধরেন নমন ধীর ও তিলক বর্মা। দু'জনের ৮২ রানের জুটিতে ম্যাচে ফেরে মুম্বই। নমন ৪৭ রান করে রশিখ সালামের বলে বোল্ড হন।

৫৭ রানের মাথায় তিলককে ফেরান সেই ভুবনেশ্বরই। রান পাননি উইল জ্যাকস, রাজ বাওয়া। যে কারণে মাত্র ১৬৬ রানে থেমে যায় মুম্বইয়ের ইনিংস। ভুবনেশ্বরের ৪ উইকেট ছাড়াও জশ হ্যাজেলউড, রশিখ ও রোমারিও শেফার্ড একটি করে উইকেট পান। লক্ষ্য বড় নয়। তখন অনুমান করা যায়নি ম্যাচ কতটা টানটান হতে চলেছে। এবার সুইংয়ের ম্যাজিক দেখালেন দীপক চাহার। রায়পুরের পিচের সুযোগ নিতে তিনিও ছাড়লেন না। প্রথম বল মুখোমুখি হতেই ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন বিরাট কোহলি। পরপর দুই ম্যাচে 'ডাক' করে ফিরলেন কোহলি। এরপর দেবদত্ত পাড়িক্কলকেও ফেরান চাহার।

অল্প সময় পর পিচের বাড়তি বাউন্স কাজে লাগিয়ে আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদারকে আউট করেন করবিন বশ।

জ্যাকব বেথেল ১০০ স্ট্রাইক রেটে ২৭ রান করেন। এত ধীরেসুস্থে ব্যাট করে আরসিবি'র উপর চাপ বাড়িয়ে দেন। জিতেশ শর্মা (১৮) এই ম্যাচেও বড় রানের দেখা পেলেন না। একই ওভারে টিম ডেভিডকে ফেরান বশ।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ইনিংসে এক ওভারে দুই উইকেট নিয়েছিলেন ভুবনেশ্বর। আর সূর্যদের হয়ে সেই কাজটা করলেন বশ। শেষ পর্যন্ত তিনিও তুললেন ৪ উইকেট। ব্যতিক্রম শুধু ক্রুণাল পাণ্ডিয়া। তাঁর ভাই হার্দিক পাণ্ডিয়া চোটের জন্য এই ম্যাচে খেলছেন না। তবে আরেক পাণ্ডিয়া নিজের ছন্দে আছেন। তারকা ব্যাটাররা যেখানে এই পিচে হিমশিম খাচ্ছে, সেখানে ক্রুণাল যেন অন্য পিচে ব্যাট করছিলেন। শুরুতে একটু নড়বড়ে দেখালেও চার-ছক্কা হাঁকাতে দেরি করেননি। তার মধ্যে চোটের জেরে একটা সময়ের পর কার্যত এক পায়ে খেলেন। সেই অবস্থাতেও চার-ছক্কা হাঁকিয়ে আশা জাগিয়ে রেখেছিলেন। ৪টে চার ও ৫ ছক্কা মেরে ৪৬ বলে ৭৩ রান করেন। অবশেষে এল মহা নাটকীয় শেষ ওভার।

২৩ বছর বয়সি রাজ বাওয়ার হাতে দায়িত্ব তুলে দেন সূর্য। ওয়াইড, নো বল, রোমারিও শেফার্ডের উইকেট- কী ছিল না এই ওভারে! ভুবনেশ্বর কুমারের ছক্কার পরও শেষ বলে দরকার ছিল ২ রান। আর সেখানে রান আউট হতে হতেও বেঁচে গিয়ে ২ রান সম্পূর্ণ করেন রশিখ সালাম। আর বেঙ্গালুরুও জিতল ২ উইকেটে। এখন ১১ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে আরসিবি। প্লেঅফ কার্যত নিশ্চিত।

ফের চোটের ধাক্কা কেকেআরে!

এই মুহূর্তে সব ম্যাচই মরণবাঁচন। একটা ম্যাচ হার মানে প্লেঅফের অঙ্ক আরও কঠিন হয়ে যাবে কেকেআরের জন্য। শুরুর ব্যর্থতা কাটিয়ে ছন্দে ফিরেছে নাইটরা। কিন্তু পরের আরসিবি ম্যাচের আগে বড়সড় ধাক্কা অজিঙ্ক রাহানেদের জন্য! চোটের জন্য পরের ম্যাচে অনিশ্চিত বরুণ চক্রবর্তী। টিম হোটেলে রীতিমতো ক্র্যাচ নিয়ে হাঁটতে দেখা গেল 'মিস্ট্রি স্পিনার'কে। ফলে পরের আরসিবি ম্যাচ তো বটেই, এরপর বরুণ কবে খেলবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকেই যাচ্ছে। সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে ট্র্যাভিস হেডের শট ঠেকাতে গিয়ে পায়ে বরুণের। তারপর অবশ্য দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে খেলেন। এখন বরুণের যে অবস্থা, সেই চোট কবে লেগেছে বলা মুশকিল। যাই হোক না কেন, ভবিষ্যতের দিকে তাকালে বরুণকে নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়বে নাইটদের।

হোটেলে হাতে ক্র্যাচ। বাঁপায়ে বিশেষ জুতো পরা। যা মূলত চোট লাগলে বা পায়ে কোনও সমস্যা হলেই পরা হয়। ফলে রায়পুরে বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে মহা মোকাবিলায় বরুণ অনিশ্চিত। আইপিএলের শুরুতে সেভাবে ছন্দে ছিলেন না। তবে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন। জানতেন ফের দেখা যাবে স্পিনের ভেলকি। আর হয়েছেও তাই। প্রথম তিন ম্যাচে উইকেট না পাওয়া বরুণ শেষ পাঁচ ম্যাচে করেছেন দশ শিকার। যারমধ্যে দু'টোয় ম্যাচের সেরার পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। নাইটরা যে কামব্যাক করল, তার অন্যতম কারণ নারিনের সঙ্গে বরুণের জুটির প্রত্যাবর্তন। এর আগে চোট নিয়ে জানতে চাওয়ায় বরুণ বলেছিলেন, পরে তেমন সমস্যা হবে না। যদিও বাস্তব অন্য কথা বলছে। এবার দেখার বরুণ যদি শেষ পর্যন্ত খেলতে না পারেন, তাহলে কী রণকৌশল নেয় নাইটরা? সেক্ষেত্রে অনুকূল রায়ের উপর দায়িত্ব বাড়বে।

নবি-সন্দীপ-অ্যালভিটোকে 'দালাল' তোপ অস্কারের, ইস্টবেঙ্গল প্রাক্তনীদের পালটা, 'আগে ট্রফি দিক'

সামনে কঠিন ম্যাচ। সোমবার যুবভারতীতে পাঞ্জাব এফসি'র মুখে মুখি হবে ইস্টবেঙ্গল। তার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্ফোরণ ঘটালেন লাল-হলুদ কোচ। নাম ধরে ইস্টবেঙ্গল প্রাক্তনী অ্যালভিটো ডি'কুনহা, রহিম নবি, সন্দীপ নন্দীদের 'দালাল', 'ক্যানসার' বলে তোপ দাগেন। তারপরই তাঁর পালটা দিলেন নবি, অ্যালভিটোরা। তাঁদের সাফ বক্তব্য, অস্কার আগে ট্রফি জেতাক, তারপর মুখ খুলুক। সোমবার মহা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে অস্কার বলেন, তকেরল ম্যাচের পর আমাকে গো ব্যাক শুনতে হয়েছিল। কিন্তু একটা কথা আমি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই। কয়েকজনের নাম বলে দিচ্ছি। রহিম আলি (নবি), সন্দীপ নন্দী, আলভিটো ডি'কুনহা। এরা ক্লাবের দালাল। ক্লাবের ভালো চায় না, ক্ষতিকারক। সব কিছুতে খারাপ দেখে। এর ক্লাবের জন্য ক্যানসারের মতো। হয়তো এদের জন্যই ইস্টবেঙ্গল এতো দিন সাফল্য পায়নি। এঁদের মধ্যে সন্দীপ নন্দী ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপিং কোচ ছিলেন। তবে অস্কারের সঙ্গে ঝামেলায় ক্লাব ছাড়েন। অন্যদিকে

অ্যালভিটো ও রহিম নবি দীর্ঘদিন ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে খেলেছেন, ট্রফি জিতেছেন। দেশের হয়ে সফল। অস্কারের এহেন আক্রমণে ছেড়ে কথা বলেননি লাল-হলুদ প্রাক্তনীরাও। 'সংবাদ প্রতিদিন'কে নবি বলেন, তও যদি আমাদের আক্রমণ করে ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন করাতে পারে, ক্ষমা করে দেব। এখন পাঞ্জাবকে নিয়ে ভাবুক। তার বদলে আমাদের নিয়ে ভাবছে। আগে ট্রফি দিক, তারপর কথা বলুক।দ অন্যদিকে অ্যালভিটো বলেন, তসাংবাদিক সম্মেলনে কোচেরা ম্যাচ নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু ইনি আমাদের বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। হয়তো উনি কুসংস্কারী। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে তোপ দাগে। আমাদের সমালোচনায় পাত্তা দিচ্ছি না। আমরা ইস্টবেঙ্গলের জন্য ঘাম রক্ত দিয়েছি। আমি চাই, ইস্টবেঙ্গল ট্রফি জিতুক। সেটা করতে পারলেই হবে।দ আর সন্দীপ নন্দী, তউনি বিকৃত মস্তিষ্ক। নিজের দলে ফোকাস না দিয়ে আমাদের নিয়ে কথা বলছেন। এমনভাবে কথা বলছেন, যেন তিনটি ট্রফি দিয়ে দিয়েছেন। সবসময়ে প্রচারের আলো চান। উনি আমাদের ক্যানসার বলেছেন। আমি তো বলব, উনি তাহলে ক্যানসার বিশেষজ্ঞ। তাহলে বিশ্ব ক্যানসারমুক্ত হবে।

অধিনায়কত্বের মুকুট নয় চেন্নাইয়ের ডেরায় কেবল বিশ্বস্ত সৈনিক হতে চান সঞ্জু

হলুদ জার্সির মায়ায় যখন গোটা চেন্নাই আচ্ছন্ন ঠিক তখনই নেতৃত্বের জল্পনায় এক টানে দাঁড়ি টানলেন সঞ্জু স্যামসন। রাজস্থান রয়্যালসের সাজানো সংসার ছেড়ে আঠেরো কোটির বিপুল মূল্যে চিপকের ডেরায় যখন তিনি পা রেখেছিলেন অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছিল তবে কি রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের সিংহাসনে এ বার বসবেন এই মালয়ালি তারকা। রবিচন্দ্রন অশ্বিন তো এক ধাপ এগিয়ে জ্যোতিষীর ভঙ্গিতে বলেই দিয়েছিলেন সঞ্জুর কপালে চেন্নাইয়ের রাজতিলক

এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু যাবতীয় জল্পনার মুখে ছাই দিয়ে সঞ্জু বুঝিয়ে দিলেন তিনি নেতা হতে নয় বরং সেবা করতে এসেছেন। এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি খোলসা করেছেন তাঁর যাপনের দর্শন। তাঁর মতে নতুন বাড়িতে এসেই অধিকার বোধ বা দাবির ঝুলি নিয়ে হাজির হওয়াটা তাঁর রুচিতে বা রক্তে নেই। তিনি মনে করেন আগে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করতে হয় তারপর প্রাপ্তির আশা করা সাজে। নিজের মালয়ালি শিকড়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে সঞ্জু টেনে এনেছেন সেই সব লড়াকু মানুষদের গল্প যারা বছরের পর বছর দুবাই বা ভিনরাজ্যে গিয়ে স্রেফ আস্থার ওপর ভর করে এক একটি সংস্থায় জীবন কাটিয়ে দেন। সঞ্জুর ভাষায় যদি কেউ আপনার ওপর ভরসা করে সুযোগ দেয় তবে মালয়ালিরা সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষায় প্রাণ দিতেও পিছপা হয় না। চেন্নাই সুপার কিংস তাঁকে বিশ্বাস করে ডেকে এনেছে আর সেই বিশ্বাসের ঋণ তিনি মেটাতে চান স্রেফ মাঠের লড়াই দিয়ে। নেতৃত্বের মোহ নয় বরং নিষ্ঠাবান পরিযায়ী শ্রমিকের মতো দলের প্রতি দায়বদ্ধ থাকাই তাঁর কাছে আসল ধর্ম। রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের রসায়নও এখন চিপকের ড্রেসিংরুমের অন্যতম চর্চিত বিষয়। সঞ্জু মনে করেন নেতৃত্বের জন্য নামের পাশে কোনও সরকারি তকমা থাকাটা জরুরি নয়। মাঠের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা ফিল্ডিং সাজানোর সময় তিনি ছায়ার মতোই রুতুরাজের পাশে থাকেন এবং পরামর্শ দেন। নেতৃত্ব আসলে তাঁর কাছে এক সহজাত ভঙ্গি যা তিনি যে কোনও দলের হয়ে খেলার সময় পালন করে থাকেন। দশ ম্যাচে দুটি ঝকঝকে শতরান আর চারশোর বেশি রান ব্যাট হাতে তাঁর এই বিধ্বংসী মেজাজই বলে দিচ্ছে ক্যাপ্টেন হওয়ার নেশা নয় বরং দলের প্রয়োজনে নিজেকে উজাড় করে দেওয়াই এখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। সঞ্জু বুঝিয়ে দিলেন ড্রেসিংরুমে পদমর্যাদার চেয়েও বড় হলো পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর একাত্মতা যা চিপকের ঐতিহ্যকে

লাঠির টানে অলিম্পিকের স্বপ্ন, যুদ্ধের নতুন মহড়া শুরু ভারতের মেয়েদের

মাঠের সবুজ ঘাসে এখন নতুন এক লড়াইয়ের গন্ধ। সামনে পাহাড়প্রমাণ লক্ষ্য, আর সেই লক্ষ্যভেদের হাতিয়ার কেবল ওই একমুঠো কাঠের লাঠি। ভারতের মহিলা হকি দলের অন্দরমহলে এখন সাজ সাজ রব। রবিবার হকি ইন্ডিয়া ঘোষণা করে দিল ৩১ সদস্যের সেই জাতীয় শিবিরের নাম, যেখানে আগামীর রণকৌশল সাজাবেন কোচ সোর্ড মারিনে। মে মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু হতে চলা এই শিবিরের প্রতিটি মুহূর্ত এখন অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ, এখান থেকেই তৈরি হবে সেই নীল জার্সির বাহিনী, যাদের পাখির চোখ এখন সুদূর লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক। সফরনামার শুরুটা হতে চলেছে অস্ট্রেলিয়ার তপ্ত মাটিতে এক প্রস্ত মহড়া দিয়ে। তার পরেই অকল্যান্ডের আঙিনায় নেশনস কাপের মহারণ। এই টুর্নামেন্টের গুরুত্ব যে কোনও যুদ্ধের চেয়ে কম নয়। কারণ, নেশনস কাপের বিজয়ী হতে পারলেই খুলে যাবে সরাসরি প্রো লিগের দরজা। আর সেই প্রো লিগের জয়মাল্যই হবে ২০২৮ সালের অলিম্পিকের টিকিট। ফলে ভারতের মেয়েদের কাছে প্রতিটি ম্যাচ এখন এক একটি অগ্নিপরীক্ষা। সেই পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবেই বেলজিয়াম আর নেদারল্যান্ডসের মাটিতে আসন্ন বিশ্বকাপ আর জাপানের এশিয়ান গেমসের রণকৌশল ঝালিয়ে নেওয়ার বড় সুযোগ এই শিবির।

৩১ জনের এই দ বাহিনীতে অভিজ্ঞতার সঙ্গে তারুণ্যের মিশেল ঘটিয়েছেন মারিনে। গোলপোস্টের তলায় অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায় দেখা যাবে সবিতা ও বিচু দেবী খারিবোমের মতো তারকাদের। রক্ষণের প্রাচীর তুলতে তৈরি নিক্কি প্রধান ও উদিতারা। মধ্যমাঠে খেলা ঘোরানোর দায়িত্ব থাকছে অধিনায়ক সালিমা তেতে আর অভিজ্ঞ সুশীলা চানুর কাঁধেই। আর বিপক্ষের গোলবক্সের সামনে ত্রাস তৈরি করতে তৈরি নভনীত কৌর ও দীপিকারা। গত শিবিরের একঝাঁক প্রতিভাকেই ধরে রাখা হয়েছে এই শিবিরে, যাতে দলের রসায়ন আর বোঝাপড়ায় কোনও খামতি না থাকে।

ফরাসি যুদ্ধের আগে কাঁটায় বিদ্ধ বিশ্বের এক নম্বর, রোমের ধুলোয় সাবালেঙ্কার সঙ্গী এখন শুধুই অনিশ্চয়তা

টেনিস দুনিয়ার সিংহাসনে বসেও যেন স্বস্তিতে নেই আরিনা সাবালেঙ্কা। ফ্রেঞ্চ ওপেনের মহারণ যখন শিয়রে, ঠিক তখনই চোটের করাল গ্রাসে বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা। ইতালিয়ান ওপেনে সোরা না কির্স্টিয়ার কাছে অভাবনীয় হারের পর সামনে এল সেই আশঙ্কাজনক তথ্য।

রোমের লাল সুড়কির কোর্টে কেবল ম্যাচ নয়, শরীরের সঙ্গে লড়াইয়েও যেন হার মানলেন বেলোরাশিয়ান এই সুন্দরী। ম্যাচের নির্ণায়ক সেটে যখন পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই পিঠের নিচের দিকে এবং কোমরে অসহ্য যন্ত্রণায় মেডিকেল টাইম-আউট নিতে বাধ্য হন তিনি। হারের যন্ত্রণার চেয়েও এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর ফিটনেস। ফরাসি যুদ্ধের প্রস্তুতির বদলে সাবালেঙ্কার রোজনামচায় এখন জায়গা করে নিয়েছে শুধুই বিশ্রাম আর সুস্থ হয়ে

ওঠার লড়াই। মাদ্রিদ ওপেনে হেইলি বাপ্তিসতের কাছে হারের ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই রোমে কির্স্টিয়ার কাছে ৬-৩, ৫-৭ ফলে পরাজয় সাবালেঙ্কার আত্মবিশ্বাসে বড়সড় চিড় ধরিয়েছে। অথচ ম্যাচের শুরুটা ছিল রাজকীয়। প্রথম সেট অনায়াসেই পকেটে পুরে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দ্বিতীয় সেটের মাঝপথ থেকেই শরীরের ভাষা বদলে যেতে শুরু করে।

নিজের ছন্দে শট

খেলা তো দূর, নড়াচড়া করতেই কার্যত হিমশিম খাচ্ছিলেন বিশ্বের এই শীর্ষ বাছাই। ম্যাচ শেষে বিষণ্ণ মুখে তিনি স্বীকার করেছেন যে শরীরের সীমাবদ্ধতাই তাঁকে কাঙ্ক্ষিত মানে খেলতে দেয়নি। পিঠের চোটের কারণে শরীর ঠিকমতো ঘোরানো সম্ভব হচ্ছিল না, যার সুযোগ নিতে বিন্দুমাত্র ভুল করেননি কির্স্টিয়া। একের পর এক মারণ শটে সাবালেঙ্কার রক্ষণ ভেঙে চুরমার করে দেন তিনি। টানা দুটো টুর্নামেন্টে এমন অপ্রত্যাশিত বিদায় ফ্রেঞ্চ ওপেনের আগে সাবালেঙ্কার ফরাসি অভিযান নিয়ে একরাশ প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। মাদ্রিদে ছ'টি ম্যাচ পয়েন্ট নষ্ট করার পর রোমে চোটের কবলে পড়া; সব মিলিয়ে পরিস্থিতি একেবারেই অনুকূলে নেই তাঁর। নিজের প্রথম ফ্রেঞ্চ ওপেন খেতাবের স্বপ্নে যে কালো মেঘের ছায়া দেখা দিয়েছে, তা কাটাতে এখন অলৌকিক কিছুর আশায় ভক্তরা। সাবালেঙ্কা নিজে অবশ্য ইতিবাচক থাকার চেষ্টা করছেন। তাঁর মতে, টেনিসে কেউ হারে না, সবাই শুধু শেখে।

কিন্তু পেশাদার টেনিসের রূঢ় বাস্তব বলে দিচ্ছে, কয়েক দিন বাদেই শুরু হতে চলা রোলাঁ গারোসের কোর্টে নামার আগে এই চোট সারিয়ে পূর্ণ শক্তিতে ফেরাটাই হবে তাঁর জীবনের কঠিনতম পরীক্ষা। বিশ্বের এক নম্বর তারকার তকমা ধরে রাখার লড়াইয়ে এই মুহূর্তে প্রতিপক্ষের চেয়েও নিজের শরীরের সঙ্গেই তাঁর লড়াইটা অনেক বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বাস্থ্য
নয়া জামানা

ইঁদুর থেকে সাবধান

ছড়াচ্ছে নতুন ভাইরাস

জ্বর থেকেই হতে পারে ফুসফুস কিডনি বিকল !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বিশ্বজুড়ে ফের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে হান্টাভাইরাস। বিশেষ করে এমভি হন্ডিয়াস ক্রুজ জাহাজে সম্ভাব্য হান্টাভাইরাস সংক্রমণের খবর সামনে আসতেই নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তবে চিকিৎসকরা স্পষ্ট জানাচ্ছেন, এই ভাইরাস কোভিড-১৯-এর মতো মানুষ থেকে মানুষে সহজে ছড়ায় না। তবুও এর ঝুঁকি অত্যন্ত গুরুতর, কারণ প্রাথমিক উপসর্গ সাধারণ জ্বরের মতো হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই ফুসফুস ও কিডনি বিকল হয়ে যেতে পারে।চিকিৎসকদের মতে, হান্টাভাইরাস মূলত ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর শরীর থেকে মানুষের মধ্যে ছড়ায়। আক্রান্ত ইঁদুরের মূত্র, লালা বা মলের সংস্পর্শে এলে কিংবা সেই জীবাণুযুক্ত ধুলোবালি শ্বাসের মাধ্যমে শরীরে ঢুকলে সংক্রমণ হতে পারে। সাধারণত বনাঞ্চল, গুদামঘর, পুরনো বাড়ি বা যেখানে ইঁদুরের উপদ্রব বেশি, সেখানে ঝুঁকি বাড়ে।

বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই ভাইরাসের প্রথম দিকের উপসর্গ খুবই সাধারণ। জ্বর, মাথাব্যথা, শরীরে ব্যথা, ক্লান্তি, ঠান্ডা লাগা বা বমিভাব দেখা দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই রোগীরা এটিকে সাধারণ ভাইরাল জ্বর বা ফ্লু ভেবে অবহেলা করেন। কিন্তু সমস্যার শুরু সেখানেই। কয়েক দিনের মধ্যেই সংক্রমণ মারাত্মক আকার নিতে পারে।

চিকিৎসকদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, হান্টাভাইরাস শরীরে ঢুকে প্রথমে রক্তনালীর উপর আক্রমণ চালায়। ফলে রক্তনালীর ভেতর থেকে তরল পদার্থ বেরিয়ে ফুসফুসে জমতে শুরু করে। এতে শ্বাসকষ্ট দ্রুত বাড়ে এবং রোগী মারাত্মক নিউমোনিয়ার মতো অবস্থায় পৌঁছে যেতে পারেন। একে বলা হয় হান্টাভাইরাস পালমোনারি সিনড্রোমদ । এই অবস্থায় রোগীর অক্সিজেনের মাত্রা দ্রুত কমে যেতে পারে এবং ভেন্টিলেশনের প্রয়োজন পড়ে।অন্যদিকে কিছু ক্ষেত্রে কিডনিও গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চিকিৎসা পরিভাষায় একে তহেমোরেজিক ফিভার উইথ রেনাল সিনড্রোমদ বলা হয়। এতে কিডনির কার্যক্ষমতা কমে যায়, শরীরে জল জমে, রক্তচাপ হঠাৎ নেমে যেতে পারে এবং বহু অঙ্গ বিকল হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হান্টাভাইরাসের কোনও নির্দিষ্ট অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ এখনও নেই। তাই দ্রুত রোগ নির্ণয় ও সাপোর্টিভ চিকিৎসাই সবচেয়ে বড় অস্ত্র। সময়মতো হাসপাতালে ভর্তি হলে অক্সিজেন থেরাপি, আইসিইউ পর্যবেক্ষণ এবং তরল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অনেক রোগীকে বাঁচানো সম্ভব।চিকিৎসকদের পরামর্শ, যেখানে ইঁদুরের উপদ্রব রয়েছে সেখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। ইঁদুরের মল বা নোংরা পরিষ্কার করার সময় মাস্ক ও গ্লাভস ব্যবহার করা উচিত। শুকনো ধুলো ঝাড়ার বদলে জীবাণুনাশক স্প্রে ব্যবহার করাই নিরাপদ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, হান্টাভাইরাস কোভিডের মতো মহামারির রূপ না নিলেও এটি অত্যন্ত প্রাণঘাতী হতে পারে। তাই উপসর্গকে হালকাভাবে না নিয়ে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ পথ।

বিশ্বজুড়ে ফের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে হান্টাভাইরাস। বিশেষ করে এমভি হন্ডিয়াস ক্রুজ জাহাজে সম্ভাব্য হান্টাভাইরাস সংক্রমণের খবর সামনে আসতেই নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তবে চিকিৎসকরা স্পষ্ট জানাচ্ছেন, এই ভাইরাস কোভিড-১৯-এর মতো মানুষ থেকে মানুষে সহজে ছড়ায় না। তবুও এর ঝুঁকি অত্যন্ত গুরুতর, কারণ প্রাথমিক উপসর্গ সাধারণ জ্বরের মতো হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই ফুসফুস ও কিডনি বিকল হয়ে যেতে পারে।চিকিৎসকদের মতে, হান্টাভাইরাস মূলত ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর শরীর থেকে মানুষের মধ্যে ছড়ায়। আক্রান্ত ইঁদুরের মূত্র, লালা বা মলের সংস্পর্শে এলে কিংবা সেই জীবাণুযুক্ত ধুলোবালি শ্বাসের মাধ্যমে শরীরে ঢুকলে সংক্রমণ হতে পারে। সাধারণত বনাঞ্চল, গুদামঘর, পুরনো বাড়ি বা যেখানে ইঁদুরের উপদ্রব বেশি, সেখানে ঝুঁকি বাড়ে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।